প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 20 February 2025, 8th Year, Issue 414, 40 Pages

বৃহস্পতিবার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ২১ শাবান ১৪৪৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪১৪, পৃষ্ঠা ৪০

ফিলিস্তিন বিক্রির জন্য নয়: মাহমুদ আব্বাস পৃষ্ঠা ২২

শিশুরা মরছিল, জেলেনস্কি তখন ফটোশ্যুট করেছিল পৃষ্ঠা ২৪

নতুন বিনিয়োগ নিয়ে শঙ্কা উদ্যোক্তাদের

নিউজ ডেস্ক

দেশের ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের মাঝে বিরাজ করছে অস্থিরতা। অর্থায়ন সংকট, ঋণ সহায়তা হ্রাস, ভ্যাট বাড়ানো, গ্যাসের দাম ও সুদহার বৃদ্ধির কারণে উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় বেড়েছে। সার্বিকভাবে ব্যবসা ও বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়ে দুশ্চিন্তায় তারা। বেসরকারি খাতের সমপ্রসারণও কম হচ্ছে। মূল্যস্ফীতির চাপে ক্রয়ক্ষমতা

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

শহীদ মিনার ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রস্তুত ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। অল্প কিছুক্ষণ পরই শুরু হবে শ্রদ্ধা নিবেদন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। ছবি: জেমস

মানুষের মধ্যে গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে

নাহিদ ইসলামের মন্তব্য

ঢাকা ডেস্ক

নাহিদ ইসলাম

তথ্য ও সম্প্রচার এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন, দেশের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। এই অভ্যুত্থান বিশ্বের অন্যান্য দেশেও প্রভাব ফেলেছে। অভ্যুত্থানকে দেশের জন্য ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে হবে। তাহলেই দেশ উপকৃত হবে। তিনি আরও বলেন, জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে যারা ধারণ করতে পারবে, তারাই সফলতা লাভ করবে।

বুধবার রাজধানীর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) মিলনায়তনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত তারুণ্যের উৎসব-২০২৫

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ফ্লোরিডায় বাংলাদেশি অভিবাসন প্রত্যাশী নৌকা আটক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশী বহনকারী একটি নৌযান আটকে দিয়েছে দেশটির কোস্টগার্ড। গতকাল বুধবার ফ্লোরিডার এটি ফেডারেল আদালতে দায়ের করা এক ফৌজদারি অভিযোগে বিষয়টি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

কোন পথে আ.লীগ

গণ-অভ্যুত্থানে পতন

নেতৃত্ব বদলে, বিভিন্ন পক্ষের চাপ বা পরামর্শ উপেক্ষা করেই এগোতে চাইছে দলটি।

বিবিসি নিউজ বাংলা

বাংলাদেশে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বদলে বিভিন্ন পক্ষের রাজনৈতিক চাপ বা পরামর্শ উপেক্ষা করেই এগোতে চাইছে দলটি। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের শীর্ষ পদে শেখ হাসিনার জায়গায় পরিবর্তনের কোনো চিন্তা নেই দলটির ভেতরে।

দেশে-বিদেশে পালিয়ে বা আত্মগোপনে থাকা দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে এমন ধারণা পাওয়া গেছে।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত ৭৫

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নাইকো মামলায় খালাস পেলেন খালেদা জিয়া

ঢাকা অফিস

খালেদা জিয়া

নাইকো দুর্নীতি মামলা থেকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ ৮ আসামিকে খালাস

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

বৈষম্যবিরোধীদের নতুন দল নিয়ে শক্ত অবস্থানে বিএনপি

ঢাকা অফিস

সংস্কার ও ভোট নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বিএনপির টানাপোড়েন চলছে আগে থেকেই। এর মধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াল বিএনপির ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণার আগে

এই সংঘর্ষে দুই পক্ষে উত্তেজনার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

Taxes, Immigration, Bookkeeping & more

All Under One Roof!

Dynamic Tax & Accounting

(646) 295-3811

www.dynamicsrv.com

Abdul Wahab Chowdhury

Co-Founder / Managing Partner

আমরা দীর্ঘ ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত সফলতার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি

আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন

আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি

এসেনসিয়াল হোম কেয়ার

ESSENTIAL HOME CARE

MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO

- সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
- CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে
- আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন

Jamaica Office
170-10 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Tel : 917-300-6463, 516-744-7544
Fax : 517-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com

Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123, 917-300-6463, Fax : 516-744-7111
E-mail: support@essentialcareny.com

Bronx Office
2165 Starling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 917-970-0056
Fax: 917-970-0058
E-mail : support@essentialcareny.com

CDPAP Transition

Community Outreach Partner

• Bangla • Hindi • Urdu • Spanish

+1 347 571 1804

CHISHTI CPA PC

GROW YOUR BUSINESS WITH US

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services

Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্স
- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

LIBERTY TRAVELS & TECH

AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Our Other Services:
- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

Mohammad K. Chishti, CPA

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy

SECURITY GUARD & OSHA TRAINING

সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং

Get Your License Today!

Contact Us

Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com

40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373

www.tribunest.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

আবু সাঈদের মৃত্যু নিয়ে নতুন যে তথ্য দিল জাতিসংঘ

নিউজ ডেস্ক

আবু সাঈদ

জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের ৬ মাস পর জাতিসংঘ একটি নতুন তদন্ত প্রতিবেদনে আবু সাঈদকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছে। অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের আহ্বানে, সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের তদন্ত দল বাংলাদেশে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালায়।

১২ ফেব্রুয়ারি, সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকাত তুর্ক প্রতিবেদনটির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি জানান, শহীদ আবু সাঈদ ছিলেন পুলিশের ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের শিকার।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, আবু সাঈদকে পুলিশের ইচ্ছাকৃত বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষত, রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভের সময় এক স্থানে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে দুটি বাহু ছড়িয়ে 'আমাকে গুলি করুন' বলে চিৎকার করার দৃশ্য ধরা পড়ে। তদন্তকারীরা ভিডিও ফুটেজ, স্থিরচিত্র এবং ভূঅবস্থান প্রযুক্তি ব্যবহার করে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি পুনর্নির্মাণ করেন। ফরেনসিক বিশ্লেষণ শেষে তারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, আবু সাঈদকে কমপক্ষে দুবার গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে, যা প্রায় ১৪ মিটার দূরত্ব থেকে ধাতব গুলিবোঝাই শটগান দিয়ে করা হয়েছিল।

এছাড়া, জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুসারে, ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে বাংলাদেশে এক হাজার চারশ' জনেরও বেশি মানুষ নিহত হতে পারে। এই সময়ে হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন, যারা নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, নিহতদের মধ্যে ১২-১৩ শতাংশ ছিল শিশু। বাংলাদেশ পুলিশ জানিয়েছে, তাদের ৪৪ জন কর্মকর্তা এই অভ্যুত্থানের সময় নিহত হয়েছেন।

নিউইয়র্কে 'বি মাই ভ্যালেন্টাইন্স নাইট' উদযাপিত

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেসে ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে 'বি মাই ভ্যালেন্টাইনস নাইট' অনুষ্ঠান হয়েছে।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এই বিশেষ আয়োজনে ছিল খাবার, পানীয় ও নাচের বর্ণিল পরিবেশ। যেখানে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিরা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের বিপুল অংশগ্রহণ ছিল নজরকাড়া। অনুষ্ঠানে ছিল লাইভ মিউজিক, নাচ ও বিনোদনমূলক পর্ব, যা অতিথিদের দারুণভাবে আনন্দ দিয়েছে।

উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরী, এডভোকেট রেদওয়ানা সেতু, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক, ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, এবিসিএইচ গ্রুপের এডমিন তরিকুল ইসলাম মিঠু।

আব্দুল খালেক জানান, বি মাই ভ্যালেন্টাইনস নাইট শুধু ভালোবাসা দিবস উদযাপনের জন্য নয়, এটি ছিল এক মিলনমেলার মতো, যেখানে সবাই একসঙ্গে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছেন।

ভালোবাসা দিবসের এই আয়োজনে বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ ছিল, পাশাপাশি অতিথিদের জন্য ছিল আকর্ষণীয় লাকি র‍্যাফেল ড্র ও নৈশভোজ। পুরো আয়োজনটি উপস্থাপনা করেন মাহিম আঁখি। আর আয়োজনের মূল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে এনওয়াই মিউজিক। অনুষ্ঠানের কনভেনর ছিলেন নুসরাত। এছাড়া, মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাহিম।

২১ ডিসিকে বাধ্যতামূলক অবসর

ঢাকা ডেস্ক

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিতর্কিত নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করা ২১ জন জেলা প্রশাসককে (ডিসি) বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস উর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রশ্নের জবাবে সিনিয়র সচিব এ কথা জানান।

মোখলেস উর রহমান বলেন, 'আপনারা জানেন সম্প্রতি জনপ্রশাসন সম্পর্কিত একটি কমিটি হয়েছে। সেখানে চারজন উপদেষ্টা আছেন। এই কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব আছেন এবং সচিবিক দায়িত্বে রয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এখানে বড় কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

আজকে যাদের বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হলো তারা মূলত কত সালের ভোটের দায়িত্বে ছিলেন? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'একবারে যদি বলি ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪। ২০১৪ যেহেতু অনেক আগে হয়েছে, এখানে মাত্র চারজন, আমার এটা মনে পড়ে।'

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ENROLLED AGENT
Member of AICPA
NATP
Notary Public

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক পারস্পরিক স্বার্থের

বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক কেবল ভৌগোলিক প্রতিবেশী হওয়ার কারণে নয়, বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও গভীরভাবে সংযুক্ত। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলে দুই দেশের মধ্যে যে বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল, তা আজও বহাল রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে উভয় দেশ অর্থনীতি, নিরাপত্তা, জ্বালানি ও কূটনৈতিক নানা ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চালিয়ে আসছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে কিছু টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। ভারত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার এবং বাংলাদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের আধিপত্য ক্রমশ বাড়ছে। অন্যদিকে, ভারতীয় বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, ওষুধ, পাটজাত পণ্য এবং কৃষিজাত পণ্যের প্রবেশাধিকার বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা চলছে। ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট সুবিধা বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, যা ভারতীয় স্বার্থকে আরও জোরদার করেছে। তবে বাংলাদেশে বাণিজ্য ভারসাম্য নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে, কারণ ভারত থেকে আমদানি অনেক বেশি হলেও রপ্তানির পরিমাণ তুলনামূলক কম।

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতেও বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য। ভারত থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে প্রায় ১১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছে এবং আরও বড় আকারে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। মৈত্রী তেল পাইপলাইন চালু হওয়ায় জ্বালানি সরবরাহ সহজ হয়েছে। তবে এলএনজি আমদানিতে ভারতীয় বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনার অগ্রগতি ধীরগতিতে চলছে, যা সম্পর্কের টানাপোড়েনের একটি দিক নির্দেশ করে।

নদী ও পানি বণ্টন ইস্যু দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ৫৪টি অভিন্ন নদীর মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলেও তিস্তা চুক্তি এখনও ঝুলে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপত্তির কারণে ভারত সরকার এখনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারেনি, যা বাংলাদেশের জন্য একটি প্রধান উদ্বেগের কারণ। বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য নদীর পানি বণ্টন নিয়েও আলোচনা চাইলেও ভারতের পক্ষ থেকে এখনও কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

সীমান্ত নিরাপত্তা ইস্যু বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিনের আলোচ্য বিষয়। সীমান্ত হত্যা, অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান নিয়ে দুই দেশের জনগণের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে বাংলাদেশি নাগরিকদের মৃত্যু সম্পর্ককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। যদিও দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিভিন্ন সময়ে যৌথ সমন্বয় বৈঠক করেছে, তবে বাস্তবে এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে কিছু টানাপোড়েন দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের দীর্ঘদিনের প্রভাব রয়েছে এবং আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত। তবে ২০২৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে ভারতের ভূমিকা নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

প্রথমত, নির্বাচনের আগে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি দৃশ্যমান সমর্থনমূলক। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর ভারত কিছুটা সংযত অবস্থান নিয়েছে, যা রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যার জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে, ভারতের কিছু কৌশলগত অংশীদার বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে নতুন সমীকরণ তৈরির চেষ্টা করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও কূটনীতিতে ভারতের ভূমিকা নিয়ে বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলো বরাবরই সমালোচনা করে আসছে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর ভারতের প্রতিক্রিয়া কিছুটা মিশ্র ছিল। ভারতের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের প্রতি সমর্থন থাকলেও, পর্দার আড়ালে নানামুখী আলোচনা চলছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নতুন কৌশলগত অবস্থানে যাচ্ছে, যা ভারত-বাংলাদেশ কূটনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকারের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা, মানবাধিকার ইস্যু ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক চাপ থাকলেও ভারত এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কঠোর অবস্থান নেয়নি। তবে ভবিষ্যতে এই চাপ বাড়তে থাকলে ভারত কৌশলগত দিক পরিবর্তন করতে পারে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সবসময় পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে এগিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এই সম্পর্ক টিকে থাকবে। তবে সাম্প্রতিক টানাপোড়েন এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিবর্তনগুলো এই সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে হলে পারস্পরিক আস্থা বাড়ানো, অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনা, নদীর পানি বণ্টন সমস্যা সমাধান করা, সীমান্ত হত্যা বন্ধ করা এবং রাজনৈতিক সংলাপ বাড়ানো প্রয়োজন।

পরিশেষে, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক শুধু দুই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতাও এই সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। ভবিষ্যতে দুই দেশ যদি কৌশলগত সহযোগিতা বজায় রেখে, পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা করে এবং আস্থার সংকট দূর করতে পারে, তাহলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে।

বাবু ট্রাম্প গাজার জমিটুকুও লইবে কিনে!

ড. ইজাজ আহসান

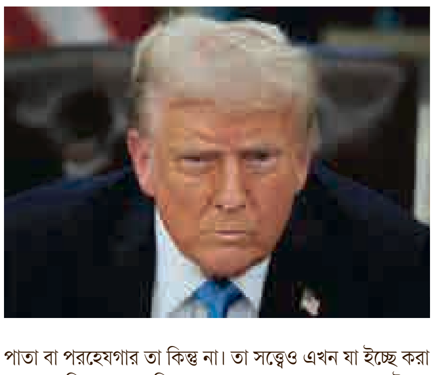

রবি ঠাকুরের সেই দুই বিঘা জমি কবিতার অংশ অনুকরণে শিরোনাম। বাবুর শখের দায়ভার মেটাতে হবে দরিদ্র সেই প্রতিবেশীকে, যার শেষ সম্বল সেই দুই বিঘা জমি। তাকে সেই জমি ছেড়ে দিতে হবে বাবুর বাগান বাড়ির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য। সেটা ছিল কবিতা, তবে বাস্তবেও আন্তর্জাতিক পরিসরে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, তা কেউ কি চিন্তা করতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও নির্মম এই আবদার আর উদ্ভট প্রস্তাব এসেছে প্রথমে জামাই তারপর শ্বশুরের পক্ষ থেকে। আরেকটু খুলে বলি, প্রস্তাবটা মার্কিন প্রেসিডেন্টের জামাই কুশনার, তারপর স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্প এই আবদার ব্যক্ত করেছেন যে গাজা ভূখণ্ড তাদের ছেড়ে দিতে হবে। তারা এটাকে পুনর্গঠন করবেন এবং আন্তর্জাতিক মানের একটা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবেন।

আগেকার দিনের রাজা-বাদশাহদের অনেক অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা আর শখ ছিল, যা এখনো শুনলে অবাক লাগে। অনেক অত্যাচারী রাজরাজড়া অকথ্য নির্যাতন চালাত তার প্রজার ওপর, বিশেষ করে যারা কোনোভাবে তাদের বিরাগ ভাজন হতো। অনেকে আবার প্রজাদের অনেক উপকারেও আসত। যদিও এখন আর সেই রাজাও নেই, নেই সেই রাজত্ব। এক সময় ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকদের অনুগত হিসেবে অনেক রাজা পরিচিত ছিলেন। সেই সময় এই উপমহাদেশে বহু রাজা-মহারাজা অত্যন্ত দাপটের সাথে রাজত্ব করে গেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন বেহিসাবি, ভোগবিলাসে মত্ত। কেউবা ইচ্ছেমতো প্রজাদের ওপর হুকুম চালাতেন। আবার এদের কারো কারো ছিল নানা অদ্ভুত বাতিক। যেমন, পাতিয়ালার এক রাজার বাতিক ছিল বছরের একদিন খালি পায়ে প্রকাশ্যে রাজপথে হেঁটে বেড়ানো। আবার রাজার মর্জি হয়েছিল তার প্রিয় কুকুরের বিয়ে দেওয়া। যেমন তেমন বিয়ে নয়, প্রিয় কুকুরের বিয়ে হয়েছিল রাজকীয় মর্যাদায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজা, মহারাজা, বড়লাটসহ বহু গণ্যমান্য অতিথি। রামগড়ের রাজার নিয়ম ছিল প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলেই গরুর মুখ দেখা। গরুর মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠলে রাজার নাকি দিন ভালো যায়। রাজাদের এসব আজব খেয়ালের কথা বলে শেষ করা যাবে না।

পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। মানবাধিকার, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এসব বিষয় এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এছাড়া এর দেখভালের জন্য রয়েছে জাতিসংঘ। রয়েছে সহযোগী আরও অনেক সংস্থা। তাই এখন এমন কাণ্ড করা থেকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার প্রধানেরা বিরত থাকার চেষ্টা করেন। এখনকার রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানেরা যে ধোয়া তুলসী পাতা বা পরহেযগার তা কিন্তু না। তা সত্ত্বেও এখন যা ইচ্ছে করা যায় না। কিন্তু তার ব্যতিক্রম দেখা গেল এক শ্বশুর-জামাইয়ের আবদারে। আবদারটা হলো সমস্ত ফিলিস্তিনিদের গাজা ভূখণ্ড ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর সেই ভূমিতে তারা বড় বড় হোটেল, ক্যাসিনো আর বিলাসী পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলবেন। সমুদ্র পারের এই নয়নাভিরাম সৈকত বদলে যাবে ভুবন বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রে। জামাই-শ্বশুরের পকেটে আসবে না কোনো ডলার। প্রথমে জামাই, পরে শ্বশুর সাহেব খোলাখুলি তার হাউস ব্যক্ত করেন। তবে ইহুদীদের পরিকল্পনা আরও সুদূর প্রসারী। সেই কথায় পরে আসছি।

সাম্প্রতিককালে হৃদয় বিদারক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে গাজায়। নারী, পুরুষ, শিশুসহ হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে বোমা মেরে পুরো গাজা শহরটাকে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ফেলা হল বিশ্ববাসীর চোখের সামনে। উদ্দেশ্য ছিল এখানকার অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে মিশরে পাঠিয়ে দেওয়া। হামাস যোদ্ধাদের সাথে যখন পেরে ওঠা কঠিন হলো তখন তারা মিশরকে অনুরোধ করে তাদেরকে যেন সাময়িকভাবে মিশরে আশ্রয় দেওয়া হয়। মিশর মতলব বুঝতে পেরে প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখান করে। ইসরায়েল জানে, একবার যদি কোনোভাবে এখান থেকে গাজাবাসীকে বের করে দেওয়া যায়, তবে বিশ্ববিবেককে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে গাজা ভূখণ্ড স্থায়ীভাবে ইসরায়েলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ছেলে ভোলানোর মতো বলে যাচ্ছে, তারা সাময়িকভাবে চলে গেলেও আবার ফিরে আসতে দেওয়া হবে। আরও মজার কথা, জায়গাটা নাকি প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের ফলে আর বাসযোগ্য অবস্থায় নেই। তাই তারা জায়গাটা আবার তাদের মতো করে বাসযোগ্য করে তুলবে। এমনকি যদি কোনো চুক্তিও হয় যে ওদের আবার নিজ ভূমিতে ফিরে আসতে দেওয়া হবে তার বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা নেই। ঐতিহাসিক ভাবেই ইহুদিদের চুক্তি ভঙ্গের নজির বোধ হয় সবচেয়ে বেশি।

বিন্দুমাত্র লজ্জাশরম, নীতি-নৈতিকতার বালাই নেই, বিনা কারণে লাখ লাখ নিরীহ নারী, পুরুষ, শিশুকে হতাহত করার পর আবার তাদের আবাস ভূমি মেরামত করে দেওয়ার আবদার। এটাকে যে কীভাবে ব্যাখ্যা কয়রা যায় তার কোনো খেই খুঁজে পাচ্ছি না। আমেরিকা মূল লক্ষ্য হলো মধ্যপ্রাচ্যের এই জায়গাটা দখল করে ইসরায়েলিদের নিরাপদ আবাস গড়ে দেওয়া। সেই সাথে তার লাভের ভাগটা বড় করা। এই লক্ষ্যেই ইলন মাস্কসহ ইহুদি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী শ্বশুরসাহেব মানে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিল। এই শ্বশুরসাহেব আবার ভূমি ব্যবসায়ী। সম্ভবত তার মতো, এত নির্লজ্জ সমর্থন, কথাবার্তা আর কর্মকাণ্ড চালানো কারও পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তাকে বেছে নেয় ইহুদিরা। তার বিজয়ে ইলন মাস্ক রীতিমতো আবেগতাড়িত হয়ে নাৎসি কায়দায় সালাম ছুড়ে দেন সমবেত জনতার উদ্দেশে। যেটা নিয়ে অনেক সমালোচনাও হয়েছে। নাৎসি জার্মানির হাতে ইহুদিরা কী পরিমাণ নির্মমতা আর হেনস্থার শিকার হয়েছে তা পৃথিবীবাসী, বিশেষ করে ইহুদিরা ভুলে যায়নি। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট, মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার লক্ষ্য হলো কোনো না কোনোভাবে অশান্তি জিইয়ে রেখে মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানিসম্পদ লুট করা আর তার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ব্যবসা চালু রাখা। সেই লক্ষ্যে তার মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা বাঁচিয়ে রেখেছে।

যদিও জামাই-শ্বশুরের এই আবদারে মুসলিম দেশগুলো তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে চলেছে। তবে যতই প্রতিবাদ হোক ইহুদিরা এত সহজে গাজা দখলের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করবে, এটা আশা করা বোকামি। কেননা গাজা যদি দখলে নেওয়া যায় তবে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার আশা সুদূর পরাহত থেকে যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যের হতভাগ্য সম্বলহীন দিশাহারা ও ইউরোপ থেকে বিতাড়িত ইহুদিদের এইখানে পুনর্বাসিত করার কাজে সর্বাত্মক সহায়তা করে পশ্চিমা দেশগুলো। তাই তারা খুব বেশি কিছু করবে এমনটা মনে করার কারণ নেই। অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরা যুগের পর যুগ রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করে, অনাহারে থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাদেরকে মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করা এত সহজ নয়। এটা ইসরায়েল ও আমেরিকা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। আরব মুসলিম দেশগুলোর উচিত হবে, ডলার দিয়ে লেনদেন বন্ধ করা। আর একযোগে তেল সরবরাহ বন্ধ করা। শুধু প্রতিবাদ আর মায়াকান্নায় কোনো কাজ হবে না। ফিলিস্তিন একদিন স্বাধীন হবে। ইতিহাস বলে অর্থলোভী আর অহংকারিদের পরিণতি ভালো হয় না।

ফেরাউন, নমরুদ থেকে হিটলার–সবার পরিণতি কি হয়েছিল তা কারো অজানা নেই। আর পরিণতি ইসরায়েল ও আমেরিকার শাসকদের পাশাপাশি কিছু মানুষকেও হয়তো ভোগ করতে হবে। সময় বলে দেবে, কী হবে।

লেখক: প্রবাসী শিক্ষক ও গবেষক

বাম-অধিকৃত বিএনপি ও নতুন বিপদ

ফিরোজ মাহবুব কামাল

বিএনপির অভিযোগ, ১৯৭১'য়ে জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতার বিরোধী ছিল। এতকাল জামায়াতে ইসলামী নিয়ে যে বয়ান ছিল আওয়ামী লীগ, ঘাদানী ও বাম ধারার নাস্তিকদের, সে বয়ান নিয়ে এখন মাঠে নেমেছে বিএনপি। বিএনপি'র কাছে প্রশ্ন হলো, বিএনপি কেন শাহ শাহ আজীজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ও আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে রাষ্ট্রপ্রধান, মশিউর রহমান যাদু মিয়াকে উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং আব্দুল আলীমকে মন্ত্রী বানালো? তারাও তো একাত্তরে পাকিস্তান ভাঙ্গা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। ১৯৭১'য়ে পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলতে যে ব্যক্তিটি জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে জাতিসংঘে গিয়েছিলেন তিনি হলেন শাহ আজিজুর রহমান। তাকেই বিএনপি দেশের প্রধানমন্ত্রী করেছিল। তাঁরা ছাড়াও বিএনপি'র বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে এমন অনেক লোক ছিলেন যারা ১৯৭১'য়ে পাকিস্তান ভাঙার বিরোধিতা করেছেন। বিএনপি আজ জবান দিক, জিয়াউর রহমান কেন তাদের বিএনপিতে স্থান দিলেন? তাছাড়া প্রশ্ন হলো, তথাকথিত এ স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতে দেশের নিরাপত্তার কোন ক্ষতি হয়েছে কি? সংকটে পড়েছে কি দেশের স্বাধীনতা? বরং গণতন্ত্র কবরে গেছে, মৌলিক মানবিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে, ৩০ হাজারের বেশী বিরোধী নেতাকর্মীদের হত্যা করা হয়েছে এবং দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণনাশ হয়েছে তো মুজিব ও তার অনুসারীদের হাতে ক্ষমতা যাওয়াতে।

আসলে জামায়াতে ইসলামী, শাহ আজিজুর রহমান, আব্দুর রহমান বিশ্বাস, মশিউর রহমান যাদু মিয়া এবং আব্দুল আলিম -তাদের কেউই স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন না, তারা ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং ছিলেন পাকিস্তান ভাঙ্গার বিরোধী। অখন্ড পাকিস্তানের মধ্যে তারা বাঙালি মুসলিমের স্বাধীনতা দেখতেন। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি রূপে বাঙালি মুসলিমদের জন্য দেখতেন বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব ফেলার অভূতপূর্ব সুযোগ। পাকিস্তান তার সংহতি বাঁচলে সেটি হতো ৪২ কোটি জনসংখ্যার পারমানবিক শক্তিধর দেশ। যেমন দেখেছিলেন হোসান শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিম উদ্দিন, মাওলানা আকরাম খাঁ, মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান, নুরুল আমিন, মহম্মদ আলী বোগরার মত ১৯৪৭'য়ের বাঙালি মুসলিম নেতারা। কিন্তু ইসলামী চেতনাশূণ্য বাঙালি কাপালিকদের সেটি ভাল লাগেনি। তাই তারা ভারতের কোলে গিয়ে উঠেছিল। এবং ভারতের অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ নিয়ে মুসলিম নিধনে নেমেছে। পাকিস্তান ভাঙা এবং বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশকে পরাধীন করা ছিল ভারতের এজেন্ডা এবং শেখ মুজিব সে এজেন্ডা নিয়েই রাজনীতি করেছে এবং ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা RAW'র সাথে মিলে আগরতলা ষড়যন্ত্র করেছে। তাই মুজিব ছিল ভারতের সেবাদাস এবং বাঙালি মুসলিমের স্বাধীনতার শত্রু। হিন্দুত্ববাদী ভারতের ন্যায় মুজিবের যুদ্ধটিও ছিল ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে। মুজিবের সে ভারতসেবী রাজনীতি অনুসরণ করেছে বাম ধারার নেতা কর্মীরাও। তারা আজ স্থান নিয়েছে বিএনপিতে। বিএনপি'র সেক্রেটারী মীর্জা ফখরুল এবং তার সাথের অনেকেই হলো বামধারার লোক। তাদের মাঝে কোন ইসলামপ্রেম ও মুসলিমপ্রেপ নাই। বিএনপির উপর তারাই এখন বিজয়ী। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে মুসলিম লীগ থেকে যারা বিএনপি যোগ দিয়েছিল তারা এখন বিএনপিতে নাই। বিএনপি'তে বাম ধারার লোকের দখলদারীর কারণে যখন জামায়াত নেতাদের ফাঁসি দেয় তখন তারা নীরব থেকেছে। নীরব থেকেছে ১৯৭৫'য়ের বিপ্লবের নেতাদের ফাঁসীর সময়ও। বিএনপি এখন ভারতের বি টিম রূপে ময়দানে নেমেছে।

ভারত চায়, এখনই দেশে নির্বাচন হোক, প্রফেসর ইউনুস সরে যাক এবং বিএনপি ক্ষমতায় আসুক। বিএনপি'র ঘাড়ে বন্দুক রেখে ভারত তখন ইসলামপন্থীদের নির্মূলে নামতে চায়। ইসলামপন্থীরা এখন ভারত ও বিএনপি উভয়েরই টার্গেট। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিএনপি এখন এতোটাই পাগল যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও তারা হতে দিতে চায়। ছাত্রদল হেরে যাবে জেনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংসদেও নির্বাচন দিতে চায়। গণতন্ত্রের পথে তারা এখন বাধা। আওয়ামী লীগের মত তারাও বাংলাদেশে পরিবারতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়। এবং আবির্ভুত হতে চায় নতুন ফ্যাসিবাদী শক্তি রূপে । আজকের বিএনপি জেনারেল জিয়ার হাতে গড়া বিএনপি নয়। বরং আজকের বিএনপি হলো মীরজা ফখরুলের মত বাম ধারার নাস্তিকদের হাতে জিমি বিএনপি। ফলে আওয়ামী লীগের মত তারা যেখানেই ইসলাম দেখতে পায় তারা তার বিরোধী। ফলে মুজিবের মূর্তি ভাঙ্গা দেখে মির্জা ফখরুলের হৃদয়ে কান্না শুরু হয়। ফ্যাসিস্ট ও দুর্বৃত্ত শেখ মুজিবকে এখনো তারা জাতির পিতার আসনে রাখতে চায়। তারা গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী রাজনীতিকেও জীবিত রাখতে চায়। তারা হাসিনাপ্রেমী শাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে প্রেসিডেন্ট রূপে দেখতে চায়। বিএনপি তাই বাংলাদেশীদের সামনে নতুন বিপদ নিয়ে হাজির হচ্ছে। তাই যারা ফ্যাসিবাদবিরোধী, তাদেরকে অবশ্যই এই নতুন দানবের বিরুদ্ধে সতর্ক ও সক্রিয় থাকতে হবে?

দুর্ভাগ্য আমাদের শতাব্দী ভবকে নিয়েও লিখতে হয়

কাকন রেজা

আমাদের দুর্ভাগ্য হলো 'শতাব্দী ভব' নামের জোকারকে নিয়েও লিখতে হয়। বইমেলায় যে নাটক মঞ্চস্থ হলো, তার একটা মূল পার্টটাই ভব'র, তাই 'উপায় নেই গোলাম হোসেন' অবস্থা, লিখতে হয়ই। এই নাটকটা পরিকল্পিত। কদিন ধরেই ভব ও তাঁর কথিত বউ সানজানা উস্কাচ্ছিলো ফেসবুকে। 'হাসিনাবিন' বিষয়ে ভব'র বউ বর্তমান প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করে লিখলো 'ফাকিং জেনারেশন'। ৩২ নম্বর নিয়ে তো ভব'র আফসোসের শেষ নাই। তা না থাকুক। কিন্তু বিগত জুলাই বিপ্লবে তাদের ভূমিকা কী ছিলো তা সবাই জানেন। তারপরও ভব বইমেলায় স্টল পেয়েছে, এটা কম কথা নয়। তাকে স্টল দেওয়াটাই বলা যায় জুলাই বিপ্লবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। যে লোকের অসংখ্য মানুষের মৃত্যু নিয়ে কোনো আফসোস নেই, কৃতকর্মের অনুশোচনা নেই, আত্মগ্লানি নেই বরং শ্লাঘা রয়েছে খুনিপক্ষকে সমর্থন করায়। সেই লোককে কেন বইমেলায় স্টল দেয়া হল এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন। এর উত্তর বাংলা একাডেমিকে অবশ্যই দিতে হবে।

এখন আসি বইমেলায় ঘটনায়। এখানে যারা তসলিমা নাসরিনকে টেনে আনছেন, তাঁর মূলত তসলিমার মার্কেটিংয়ের কাজ করছেন। তসলিমার বই মেলার অনেক স্টলেই রয়েছে বিক্রির জন্য। কেউ বাধা দেয়নি। কিন্তু ঘটনা ঘটলো ভব'র স্টলে। আসলে ঘটনা কি তসলিমা নাসরিনের বই নিয়ে, না আওয়ামী লীগের পক্ষে গলাবাজি এবং জয়বাংলা স্লোগান দেওয়া নিয়ে। সাথে ফেসবুকে ভব ও তাঁর কথিত বউ এর উস্কানিমূলক স্ট্যাটাস নিয়ে। ভিডিওতে ঘটনার শুরুর অংশটা যদি দেখেন, তবে দেখবেন মানুষজন তাকে জিজ্ঞাসা করছে সে আওয়ামী লীগ কিনা। কেন সে জয় বাংলা স্লোগান দিলো, ইত্যাদি ইত্যাদি। তসলিমার আলাপ তখনও উঠেইনি। তারমধ্যেই ভব'র জয়বাংলা স্লোগান এবং চোটপাট। তারপর একজনকে চড় মেরে বসা। অর্থাৎ ভস্মে ঘি ঢালার কাজ করা। ঘি ঢাললে আগুন জ্বলে ওঠাই স্বাভাবিক। অবশ্য আগুনটা তারা কোনো না কোনো ভাবে জ্বালতেই চাইছিলো।

মূল ঘটনাটা এরকমই। এরমধ্যে তসলিমার অনুপ্রবেশ। কিছু লোক না বুঝেই কোরাস ধরলো যে, তসলিমার বইয়ের কারণেই এমনটা হয়েছে। ওয়াজে দেখেন না, ঠিক কিনা, বলার সাথে সাথেই বুঝুক আর না বুঝুক কিছু লোক বলে ওঠে, 'ঠিক, ঠিক'। কিছু বাম তাত্ত্বিক তাদের গতানুগতিক ফর্মুলায় ঘটনাটিকে মৌলবাদের সাথে যুক্ত করে প্রোপাগান্ডা চালানোর কাজ সেরে ফেললো তাৎক্ষণিক। যেমন আনন্দবাজার দেশের কোনো মিডিয়া খবর পেতে না পেতেই ভব'র কথিত বউ এর সাক্ষাতকারসহ খবর করে ফেললো তেমনি আর কী। ইনস্ট্যান্ট। কিছু বাম তাত্ত্বিক সেই ঘটনাকে ইনস্ট্যান্ট মৌলবাদের সাথে জুড়ে দেয়ার কাজ করে ফেললো বুক ফুলিয়ে। ফেসবুকে নানান কথায় পোস্ট দিতে লাগলো। আর সেই পোস্ট তসলিমা নাসরিন ব্যবহার করলো তার বইয়ের মার্কেটিংয়ে। জানি না তসলিমা বাম তাত্ত্বিকদের তার বই তথা মগজ বিক্রির প্রাপ্ত আয় হতে কিছু দেবেন কিনা। মুশকিল হলো আমাদের দেশের এসব কথিত বাম তাত্ত্বিকদের নিয়ে, তারা আসলে কী করে তারা বোধহয় নিজেও বোঝে না। তসলিমা নাসরিন ভারতীয় ধর্মান্ধ সংগঠন বিজেপির ক্যানভাসার, অনুগামী। আর আমাদের দেশের বাম তাত্ত্বিকরা নিজেদের সেকুলার বলেন। তাদের তাসলিমা নিয়ে কোনো চুলকানি নেই, যত অ্যালার্জি দাড়ি-টুপিতে। ভব'র ঘটনার শুরুতে কালো টুপি পরিহিত যে ছেলেটি ঘটনা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিলো তাকেই মেরে বসলেন ভব, শুরু করলেন আগুন জ্বালানোর কাজ। এ নিয়ে কেউ কথা বললো না। কেন হাত তোলা হলো ছেলেটির উপর, তা নিয়ে আলাপ হলো না। কেন হলো না, বিপথগামী সেসব বাম তাত্ত্বিকদের কাছে সেই ছেলেটি যেহেতু টুপি পরেছে সেহেতু সে 'মৌলবাদী'। হলো না সে কারণে। এমনি অদ্ভুত ব্যাখ্যা আমাদের সোকল্ড বাম তাত্ত্বিকদের। আজব!

আবার বলি, আমাদের দুর্ভাগ্য ভব'র মতন একটা জোকারকে নিয়ে লিখতে হয়। বাংলাদেশের আইনে মাতলামি নিষিদ্ধ। মাতলামি সারাবিশ্বেই গর্হিত কাজ। যেখানে মদ খাওয়া নিষিদ্ধ নয় সেখানেও। আমাদের দেশেও একটা কথা প্রচলিত রয়েছে, 'ভদ্রলোক মদ খায় ঘরে বসে, ছোটলোকরা বাইরে মাতলামি করে'। ভব'ও তাই। ছোটলোক এবং তা আক্ষরিক অর্থেই। বাম তাত্ত্বিকরা আবার ছোটলোকের সাথে প্রলেতারিয়েতদের মিশিয়ে ফেলবেন না। পরিচ্ছন্ন কর্মী যাদের গান্ধী বলেছেন হরিজন, তারাও বড়লোক যতক্ষণ মাতলামি না করেন। তেমনি কিছু বাম তাত্ত্বিকরাও বড়লোক যতক্ষণ না রেডিসনে আকণ্ঠ গেলার পর বমি ও মাতলামি শুরু না করেন। সুতরাং ছোটলোক আর প্রলেতারিয়েতদের এক করা নিয়ে সাবধান। না হলে কিন্তু আপনারাও শতাব্দী ভব। যিনি বাংলাদেশের প্রচলিত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন মাতলামির ব্যাপারে। সামাজিকমাধ্যমে মাতলামিকে প্রমোট করেছেন। অবশ্য ফ্যাসিস্ট রেজিমের অনুসারী হওয়ায় তিনি আইনকে থোড়াই কেয়ার করতেন। কিন্তু ভাই, এখন তো ফ্যাসিস্ট রেজিম নেই, এখন তো প্রচলিত আইনকে মানতে হবে। মাতলামিকে প্রমোট করা যাবে না। বর্তমান প্রজন্মকে 'ফাকিং জেনারেশন' বলবেন। কেউ কেউ কুমড়ো পটাশ আরাফাতের ভাষায় এদেরকে নেশাসক্ত বলবেন। সাথে ভব'র মাতলামিকে প্রমোট করবেন। এ চলতে পারে না ভাইলোক। ফ্যাসিজম দূর হয়েছে, নতুন বাংলাদেশের সাথে টিউনড হতে হবে।

অতএব ভাইলোক, সময় আছে এখনো টিউনড হন। ধরে নিন, বাংলাদেশে আর পুরানো ধারায় ফিরবে না।

KARNAFULLY
HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠায় আমাদের ভূমিকা কতখানি?

ড. রাশেদা রওনক খান

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আজকাল অনেককিছুই ভাইরাল হয়। বেশিরভাগ ভাইরাল বিষয় নিয়েই আলোচনা-সমালোচনা হয়, তবে কয়েকদিন আগে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে নিখোঁজ স্কুলশিক্ষার্থী আরাবি ইসলাম সুবাকে পাওয়া যাচ্ছে না। গণমাধ্যমে প্রতিবেদনের আগে তার নিখোঁজ হওয়ার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল।

মোহাম্মদপুর থেকে হারিয়ে যাওয়া ফুটফুটে মেয়েটি আরাবি ইসলাম সুবাকে খুঁজে পেতে তা অনেকেই শেয়ার করেছিলেন। যেহেতু এখন দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক, তাই মানুষের ভেতরে উৎকণ্ঠাও কাজ করছিল বেশি। তার মাঝে মেয়েটির মা ক্যান্সার আক্রান্ত, অসহায় পিতার একান্ত আকুতি মেয়েটিকে ফিরে পাওয়ার, সেই আবেগ মানুষকেও ছুঁয়ে গিয়েছিল।

তবে এই ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে একটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ, সুবার নিখোঁজকাণ্ডে ভাইরাল হওয়া ফুটেজের পর ৪ ফেব্রুয়ারিতে খোঁজ মিলল সে নওগাঁতে, এক বন্ধুর সাথে অবস্থান করছিল। এই খবরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেন আরেকবার হইচই শুরু হলো।

এগারো বছরের শিশু কী করে একটি ছেলের সাথে পালিয়ে যেতে পারে? সব দোষ মেয়েটির বাবা-মায়ের, আর মেয়েটির। এর মাঝে অনেকেই খুঁজে পেলেন না সমাজ, সংসার ও রাষ্ট্রের কোনো দায়!

জাজমেন্টাল দুনিয়ায় হুট করে মানুষের ভুল ধরতে আমরা সদা প্রস্তুত, কিন্তু এর পেছনের কারণ কী, কেমন করে হলো তা আমরা ভাবছি না। এই ঘটনা আমাদের সাথেও ঘটতে পারতো। সেক্ষেত্রে আমরা কী করতাম, এসব ভাবনা আমাদের মাথায় আসে না।

একটু পেছনে যায় ঘটনাটির। সুবা বরিশাল থেকে ঢাকায় এসেছিল দুইমাস আগে। ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত মায়ের চিকিৎসা ছিল ঢাকায় আসার মূল কারণ। বরিশালের একটি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে সে পড়তো, সেখানে কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে কিছু বা কোনো এক বন্ধুর সাথে তার পরিচয় হয়।

এখনকার যে সময়, সেই সময়ে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ে। তাহলে তার বয়স যদি ১১ বছর হয়, কমপক্ষে ৭/৮ বছর ধরে মোবাইলের সাথে তার পরিচয়, তা ধরে নেওয়াই যায়। সেই হিসাবে আপনার-আমার চোখে শিশু হলেও যোগাযোগমাধ্যমে সে আসলে ৮ বছর বা আরও বেশি সময় ধরে অভিজ্ঞ একজন সাবস্ক্রাইবার।

শিশুরা নিজেরা চার দেয়ালের ঘরে বড় হচ্ছে শরীরে আর বয়সে, মনের দিক থেকে কি সে আসলে বড় হতে পারছে? মন বড় করার মতো, আকাশে উড়াল দিতে পাড়ার মতো কোনো গল্প কি আমরা তাদের শুনিয়েছি?

আমরা যে সময়ে বেড়ে উঠেছি সেই সময় এখনকার শিশু বা কিশোরদের বেড়ে ওঠার সময়টা একদমই ভিন্ন। তারা জন্মের পরপরই মোবাইল ফোনকে নিত্যসঙ্গী হিসেবে ভাবে। শিশুরা খাবার খায় না মোবাইল ছাড়া, পড়ালেখা করে না মোবাইল ছাড়া, সেখানে এককভাবে তাদের ওপর দোষ চাপিয়ে আমরা আসলে নিজেদের দায়-দায়িত্ব তাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি।

এবার বলি, কেন তাদের এই আসক্তি তৈরি হচ্ছে—এক, আজকাল বাবা-মায়েরা নিজেরাই যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যস্ত রিলস দেখা, অনলাইন শপিং, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলা, নিউজ পড়া, খেলা দেখা, বাসার বিল পরিশোধ, অনলাইন ব্যাংকিং, গেমস খেলা থেকে শুরু করে অনেক কিছুই এখন মোবাইলে। ফলে, বাবা-মায়ের হাতে শিশুরা যখন সারাক্ষণ মোবাইল দেখেছে, তখন যন্ত্রটির প্রতি কৌতূহলী হওয়া কি শিশুর অপরাধ?

যেখানে একটু আঙুল লাগলেই সারাবিশ্ব উন্মুক্ত হয়ে যায় তার চোখের সামনে, ছোট্ট বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা কি তার অপরাধ? আমরা আমাদের বাবা-মাকে দেখেছি বাসায় কাজ করতে, অফিস করতে, পড়ালেখা করতে, পারস্পরিক সুখ-দুঃখের আলাপ করতে, ঝগড়া হলেও আবার মিলেমিশে যেতে, গ্রাম থেকে মানুষজন এলে তাদের আদর-আপ্যায়ন করতে, বড়দের শ্রদ্ধা করতে, ছোটদের আদর করতে, মানবিক সম্পর্কগুলো এখন শিশুরা কোথায় আর কার কাছে দেখবে?

এখন মানুষ বিরক্ত হয় বাসায় অতিথি এলে, বিশেষ করে গ্রাম থেকে এলে তো কথায় নেই। অভিভাবকদের কারও সাথে কারও কথা বলার সময় নেই, সবার চোখ মোবাইলে। বড়দের এই পারিবারিক চালচিত্র ছোট ছোট শিশুদের মনে কী প্রভাব পড়ছে, কেউ কি ভেবে দেখেছেন?

শিশুরা নিজেরা চার দেয়ালের ঘরে বড় হচ্ছে শরীরে আর বয়সে, মনের দিক থেকে কি সে আসলে বড় হতে পারছে? মন বড় করার মতো, আকাশে উড়াল দিতে পাড়ার মতো কোনো গল্প কি আমরা তাদের শুনিয়েছি? তারা সময় চাইলে আমরা তাদের সময় দেই না, গল্প শুনতে চাইলে মোবাইল ধরিয়ে দেই, খেতে না চাইলে বেবি সার্ক-এর গান ছেড়ে দেই, ডিজিটাল এই দুনিয়ায় আপনি আমি তাকে ডিজিটাল মানুষ বানিয়ে ফেলছি, আবার চাইছি, সে মানবিক হোক?

শিশুদের ওপর অপরাধ ও সহিংসতার প্রভাব

কেন সুবা ক্যান্সার আক্রান্ত মায়ের সেবা না করে এক ছেলের সাথে পালিয়ে গেল, তার অনুসন্ধানী আর চমকদার তথ্য দিয়ে মেয়েটিকে ভাইরাল

> বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনেক বেশি সহানুভূতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে। মা-বাবা-শিক্ষক-আত্মীয়স্বজন যে শিশুর সাথে যত ভালো আচরণ করে, গবেষণায় দেখা গেছে, সেই শিশু তত মানবিক ও বিনয়ী হয়ে ওঠে।

করছি, কিন্তু একবারও ভাবছি না, এর দায় আসলে কোথায়? আরেকজনের শিশু বা কিশোর যে ভুলপথে পা বাড়াচ্ছে তা নয়, আমাদের ঘরের শিশু বা কিশোরও একইপথে হাঁটছে। সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো, আমরা অন্য শিশুদের ভুল নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করছি। কারণ, আমরা অন্যের দোষ ধরতেই বেশি আগ্রহী। আমরা সবাই আসলে জাজমেন্টাল।

দুই, পরিবার থেকে বের হয়ে এবার সমাজের আলাপটাও খুব জরুরি। সমাজ আমাদের শিশুদের কী দিচ্ছে, যা শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে সহায়তা করবে? আজকালের বাচ্চাদের আমরা নিরাপত্তার অভাবে ঘরবন্দি করে রাখছি। সমাজে এতটাই পচন ধরেছে যে, পরিবারের বাইরে কারও কাছে শিশু নিরাপদ নয়। আবার এমনও নয় যে, শুধুমাত্র পরিবারেই শিশু নিরাপদ।

এই ঘুণে ধরা সমাজে আমরা বাচ্চাদের পাশের বাসায় বা ফ্ল্যাটে খেলতে দিতে নিরাপদ মনে করি না। আমরা পত্রিকা খুললেই দেখতে পাই, পাশের বাড়ির কেউ বাচ্চাকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলেছে, কিংবা আপন মামা সম্পত্তির জন্য ভাগ্নেকে মেরে ফেলেছে, কিংবা গুম করে মুক্তিপণ চায় চাচা।

মনে পড়ে, খাগড়াছড়ির পানছড়িতে সাদিয়া আক্তার নামে ১১ মাস বয়সী এক শিশুকে আছাড় মেরে হত্যার অভিযোগ উঠেছিল বাবার বিরুদ্ধে। ২০২৪ এর জুলাই মাসে শরিয়তপুরের এক মা শ্বাসরোধ করে নিজ সন্তানদের হত্যা করেছিল। কুমিল্লার দেবিদ্বারে নিখোঁজের সাতদিন পর ৫ বছরের শিশু ফাহিমার ক্ষত-বিক্ষত মরদেহ পাওয়া যায়, আর এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায় তার বাবা আমির হোসেনের বিরুদ্ধেই। কিছুদিন আগের ঘটনা, মুনতাহাকে হত্যা করেছিল তার গৃহ শিক্ষিকা।

এই হচ্ছে বর্তমান সমাজ, যেখানে রক্ষকই ভক্ষক হয়ে উঠেছে। সেই সমাজে আপনি আমি চাইব, শিশুরা সুস্থভাবে বেড়ে উঠুক, কী দিচ্ছে এই সমাজ তার জন্য? সমাজের অসুস্থ প্রতিযোগিতা বাবা-মাকেও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে, সেই চাপ ঘরের শিশুর ওপর ফেলছেন বাবা-মা অনেক ক্ষেত্রেই।

যেখানে বাবা-মায়ের কাছেই সন্তানদের সবচেয়ে বেশি নিরাপদ থাকার কথা, সেখানে সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণে সেই বাবা-মায়ের নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছে শিশুরা। পরিবারের কিংবা বাইরে বড়দের স্বার্থ কিংবা লালসার শিকার হয়ে অকালেই প্রাণ ঝরছে শিশুদের। ঘরে কিংবা বাইরে, পরিবার কিংবা সমাজ-কোথাও এখন নিরাপদ নয় শিশুরা।

গড়ে মাসে ৩৪ শিশুর বেশি খুন হচ্ছে। এই খুন যেমন অনেক নৃশংস, তেমনি মানসিকভাবে খুন করে ফেলাও অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা শিশুদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে। যেখানে নিজেদের মাঝে হানাহানি, কূটচাল, কূটকৌশলে ব্যস্ত জীবন, সেখানে শিশুদের জন্য সুস্থ পরিবেশ দেওয়া তো অনেক কঠিন হয়ে পড়ে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনেক বেশি সহানুভূতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে। মা-বাবা-শিক্ষক-আত্মীয়স্বজন যে শিশুর সাথে যত ভালো আচরণ করে, গবেষণায় দেখা গেছে, সেই শিশু তত মানবিক ও বিনয়ী হয়ে ওঠে।

তিন, আমরা যে অবারিত খোলা মাঠ-প্রান্তর দেখে বড় হয়েছি, খেলেছি ছোটবেলার সঙ্গীদের নিয়ে, আকাশে বাতাসে একটি ফড়িং ধরতে উড়ে উড়ে বেড়িয়েছি, সেই মাঠ-ঘাট-প্রান্তর তো রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই প্রজন্মের শিশুদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। দ্রুত নগরায়ন আর অবকাঠামোগত উন্নয়ন শহরকে করেছে ইট পাথরের নিথর কারাগার, যেখানে শিশুদের খেলার মাঠ নেই, নেই মন খুলে আকাশ দেখার সুযোগ নেই।

যে শিশু খোলা আকাশ দেখল না, সেই শিশুর কাছে আপনি আকাশের মতো বড় হওয়ার আশা করেন কীভাবে? বিশালতা শব্দের সমার্থক তাদের কি দেখিয়ে বোঝাবো? শিশুরা চাঁদ-তারার গল্প কথা বইয়ের পাতায় মুখস্থ করে, কয়জনের পক্ষে সম্ভব আকাশের ওই মিটিমিটি তারার দিকে তাকিয়ে মহাকাশের বিশালতা নিয়ে ভাবার, চিন্তা করার?

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিনে দিনে যে অসহনীয় পর্যায়ে যাচ্ছে, এই পরিবেশে শিশুকে এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল হতে দেওয়াও অনেক কঠিন। আত্মীয়স্বজনের মাঝে জায়গা জমি নিয়ে বিরোধ, কিছু হলেই ঝগড়া, প্রতিবেশীকে ফাঁসাতে শিশুকে হত্যাও করা হচ্ছে। আসলে মানুষের মধ্যে হিংস্রতা বাড়ছে। আর রাষ্ট্র কঠোর কঠিন আইনে শাস্তি নিশ্চিত করতে পারছে না বলে, এসব দিনদিন বেড়েই চলছে।

রাষ্ট্র তদারকি করছে স্কুলের পাঠ্যসূচি, বাড়াচ্ছে না শিক্ষকের বেতন, বাজেটে শিক্ষা খাতের জন্য নেই পর্যাপ্ত বরাদ্দ। অবকাঠামো কিছু উন্নয়ন দিয়ে বিদ্যালয়গুলোর মাঠ ধ্বংস করে গড়ে উঠছে বহুতল ভবন। এসব অবকাঠামোগত উন্নয়ন যে শিশুর বিকাশ, মন মানসিকতার বিকাশ ঘটে না, তার প্রমাণ তো আজকের এই তারুণ্য। প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে ভালো কিছু আশা করাটাই অন্যায় হবে।

শেষ করি এই বলে যে, সুবার এই চার দেয়ালের বন্দি, দোষ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একক কোনো ঘটনা নয়। আমাদের ঘরের বাচ্চাটিও এভাবেই নিজের স্বপ্নের কাছে নিজে হেরে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। একদিন এই স্বপ্নভাঙা মন দিয়ে এমন কিছু করে বসবে যে, আমাদের কারও আর কিছু করার থাকবে না।

সময় থাকতে তাদের দিকে তাকাই, তাদের জন্য সময় বের করে কিছু সুন্দর মুহূর্ত উপহার দেই, যেন যেই মুহূর্তের কথা ভেবে তারা আমাদের সবচেয়ে কাছের মনে করবে, বাহিরের হাত ছানিতে উড়ে যেতে চাইবে না। পারিবারিক সম্পর্কগুলো হিংসা পরনিন্দায় না জড়িয়ে যৌথতাকে গুরুত্ব দেই, বাচ্চাদের তাদের কাজিনদের সাথে সম্পর্ক মজবুত করতে উৎসাহিত করি। বাবা-মা হিসেবে সারাক্ষণ কাজিনদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে না দেই। পরিবারের ভেতরেই গড়ে তুলতে হবে বন্ধুত্বের স্বপ্নজাল, যেন বাইরের কোনো খারাপ বন্ধুত্ব তাদের টেনে না নিয়ে যেতে পারে। তারা যাদের বন্ধু বানাতে চায়, তাদের বাসায় ডেকে পরিচিত হই, একটু সময় দেই, দেখি তারা কেমন?

ভালো হলে মিশতে দেওয়া, আর ভালো না হলে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে তাদের খারাপ সঙ্গ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার সময় দেই। সমাজের জাজমেন্টাল ধারণাগুলো থেকে বের হই, কার বাচ্চা কেমন তা সারাক্ষণ না বলি। মনে রাখতে হবে, প্রতিটা মানুষ যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি বাচ্চারাও। যে যা পছন্দ করে, তাকে তা সুন্দরভাবে করতে দিলে সে ওখানেই ভালো কিছু করবে। তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে, তাদের ঘরেও দায়িত্ব দিতে হবে, দায়িত্ববোধ তৈরি করতে হবে ছোটবেলা থেকে এবং পরিবার থেকেই।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনেক বেশি সহানুভূতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে। মা-বাবা-শিক্ষক-আত্মীয়স্বজন যে শিশুর সাথে যত ভালো আচরণ করে, গবেষণায় দেখা গেছে, সেই শিশু তত মানবিক ও বিনয়ী হয়ে ওঠে। উন্নত বিশ্বে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বেশি দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্র থেকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় কেননা তাদের হাতেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

সেখানে আমাদের দেশে প্রাইমারি শিক্ষকেরা বেতন বাড়াতে দাবি জানালে পুলিশের বেদম প্রহারের শিকার হয়। এখানেই রাষ্ট্রের শিশু, শিশুর বিকাশ, শিক্ষা ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গড়ে তোলার প্রতি আগ্রহের মাত্রা বোঝা যায়। তাহলে, এই দেশে কীভাবে সম্ভব সুনাগরিক পাওয়া? এভাবেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো দ্বারা বঞ্চিত হতে হতে সুবাদের মতো শিশুরা হারিয়ে যেতে চায় মরীচিকার পেছনে। তাই শিশুদের ওপর দোষ না চাপিয়ে বরং আমরা আমাদের দোষগুলো দেখি এবং সংশোধনের চেষ্টা করি।

সমালোচনার সংকট এবং গণতন্ত্রের বিকৃতি

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বরাবরই বিরোধী মত দমন এবং সমালোচনা এড়ানোর একটি প্রবণতার শিকার। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় এই প্রবণতা ছিল বিশেষভাবে প্রকট। যে কেউ তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করলেই, তাকে বিএনপি বা জামাতের সমর্থক বলে দাগিয়ে দেওয়া হতো। সমালোচনা করলেই ধরে নেওয়া হতো, আপনি সরকারের বিরোধী এবং অবশ্যই কোনো না কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব'-এর জোরে সরকার একদিকে তাদের সমালোচকদের কণ্ঠরোধ করত, অন্যদিকে জনমনে এমন একটি ভীতি তৈরি করত, যাতে সাধারণ মানুষ সমালোচনা করার সাহসই পায় না। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ বিরক্ত হয়ে পড়ে।

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শক্তি হলো মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের সময় আমরা দেখেছি, সেই স্বাধীনতার জায়গাটি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে এসেছে। মানুষ তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে ভয় পেত, কারণ সমালোচনার জবাবে শুধু মতবিরোধ নয়, বরং ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং চরিত্রহননের মতো অমানবিক কর্মকাণ্ড চালানো হতো। ২০২৫ সালে ইউনুস সরকারের ক্ষমতায় আসার পর মানুষ ভেবেছিল, একটি নতুন অধ্যায় শুরু হবে। আওয়ামী লীগের যে দমননীতি ছিল, তার অবসান ঘটবে, এবং জনগণ মুক্ত কণ্ঠে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু সেই আশা যেন ক্রমেই ফিকে হয়ে যাচ্ছে।

এখন দেখা যাচ্ছে, এই সরকারও সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণু। যদি কেউ তাদের কোনো কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলে বা কোনো ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে, তবে তাকে আওয়ামী লীগের দালাল বলে অপবাদ দেওয়া হয়। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যম, যেমন ফেসবুকে, এই প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট। আপনি সরকারের কোনো নীতি বা কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুললেই শুরু হয় আক্রমণ। একদল মানুষ উঠে পড়ে লাগে আপনাকে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে। এই কৌশলটি নতুন কিছু নয়; এটি পূর্ববর্তী সরকারের দমননীতিরই একটি নতুন রূপ। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে, জুলাই আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের ত্যাগের অর্থ কী? হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে যে লড়াই করেছিল, সেই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি সুষ্ঠু, ন্যায়সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা।

তারা চেয়েছিল এমন একটি সমাজ, যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, এবং সরকার সমালোচনাকে শত্রুতা নয়, বরং একটি গঠনমূলক উপায় হিসেবে দেখবে। জুলাই আন্দোলন শুধু একটি প্রতিবাদ ছিল না, এটি ছিল একটি প্রতীক। এটি ছিল নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের আওয়াজ। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই

> এই সরকারও সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণু। যদি কেউ তাদের কোনো কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলে বা কোনো ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে, তবে তাকে আওয়ামী লীগের দালাল বলে অপবাদ দেওয়া হয়।

আওয়াজকে কতটা মূল্যায়ন করছে, তা নিয়ে এখনই প্রশ্ন উঠেছে। মানুষ যখন দেখছে, সমালোচনা করলেই তাকে দালাল বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, তখন সেই আন্দোলনের চেতনা যেন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। যেকোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমালোচনা হলো একটি স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় বিষয়। সমালোচনা হলো সেই আয়না, যা একটি সরকারকে তাদের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেয়।

একটি সুস্থ ও সচেতন সমাজে, সমালোচনাকে শত্রুতা হিসেবে না দেখে, বরং গঠনমূলক পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যদি একটি সরকার বা শাসকগোষ্ঠী নিজেদের সবকিছুর ঊর্ধ্বে রেখে চলতে চায়, এবং প্রতিটি সমালোচনাকে ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখে, তাহলে সেই সরকার আসলে নিজেদেরই দুর্বলতা প্রকাশ করে। ইতিহাসে আমরা বারবার দেখেছি, যে সব শাসক সমালোচনাকে দমন করেছে, তারাই দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে। জুলাই আন্দোলন আমাদের একটি বড় শিক্ষা দিয়েছে—গণতন্ত্র কেবলমাত্র নির্বাচন বা ভোটের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় না। গণতন্ত্র মানে হলো জনগণের মতামত শোনা, তাদের কণ্ঠস্বরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো। যারা রাস্তায় নেমে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে, তারা শুধু একটি সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বরং একটি দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু আজ আমরা যা দেখছি, তা হলো একই ধরণের নিপীড়ন একটি নতুন রূপে ফিরে এসেছে।

ইউনুস সরকারের আমলেও যদি জনগণের কণ্ঠস্বর বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি সফল হবে? গণতান্ত্রিক চেতনা কি টিকে থাকবে? জুলাই আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছে, তারা শুধু একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য লড়েনি। তাদের রক্তের দাবি ছিল একটি সুন্দর, গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়বিচারপূর্ণ সমাজের জন্য। সেই দাবিকে সামনে রেখে আমাদের ভাবতে হবে—সমালোচনাকে শত্রু হিসেবে দেখার এই সংস্কৃতি আমরা কতদিন সহ্য করব?

গণতন্ত্রের আসল সৌন্দর্য হলো ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা। সরকারকে মনে রাখতে হবে, সমালোচনা বন্ধ করা বা জনগণের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা কোনো টেকসই সমাধান নয়। বরং এটি আরও বেশি অসন্তোষ এবং অস্থিরতা তৈরি করবে। তাই আমাদের উচিত সেই সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে ভিন্নমত এবং সমালোচনা স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এই চেতনাই প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি।

হারিয়ে যাচ্ছে মক্তব, ধর্মীয় শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা

সাকিব আলম মামুন

একসময় মুয়াজ্জিনের আজানের সুমধুর সুরের ডানায় ভর করে নেমে এসেছে সকাল। পুবাকাশে উঁকি দেওয়া মিষ্টি লাল সূর্যের আভা গায়ে মেখে, পাহাড়ি জনপদের নিভৃত পল্লির পথে হেঁটে যেতো শতশত শিশু। ঘুমের রেশ ফুটে থাকতো তাদের চোখে-মুখে। গায়ে পাজামা-পাঞ্জাবি, বুকে শ্রদ্ধায় জড়ানো রেহাল-কায়দা নিয়েই প্রবেশ করতো দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র খ্যাত মক্তবে।

এছাড়া বাংলার পথে-ঘাটে ভোরের পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে মক্তবগামী কোরআনের পাখিদের দেখা মিলত। মুসলিম পরিবারে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত-সহ ধর্মীয় মাসয়ালা-মাসায়েল শেখার অন্যতম ব্যবস্থা ছিলো এটি।

কিন্তু কালের বিবর্তন, আধুনিকতা ও দ্বীনহীনতার ছোবলে হারিয়ে যাচ্ছে মুসলিম সমাজে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য সকালের মক্তবগুলোতে শিশুদের আরবী শিক্ষা। প্রতিদিন ভোরে কিংবা সকালে শীত অথবা গ্রীষ্মে সূর্য তার আলোক রশ্মি ছড়ানোর আগেই গ্রামাঞ্চলের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ দিয়ে আরবী শিক্ষার জন্য ছোট ছোট শিশুরা দল বেঁধে মসজিদ, মাদ্রাসা কিংবা ছোট পরিসরে গড়ে ওঠা মক্তব্যগুলোতে যাওয়ার পরিবেশ নানা কারণে এখন আর চোখে পড়ে না। সবই এখন প্রযুক্তির যুগে অনেকটাই অতীত।

শহর-গ্রাম থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মুসলিম শিশুদের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় পাঠশালা মক্তব। বিশ্লেষকরা বলছেন, কালক্রমে মানুষের শিক্ষাচিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে। মক্তবে সুপরিকল্পিত পাঠপদ্ধতি না থাকার কারণে অভিভাবকরাও মক্তবমুখী হচ্ছেন না। তারা বাসায় আলাদা শিক্ষক রেখে সন্তানকে আরবি পড়াচ্ছেন। এতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে মক্তব শিক্ষায়। ফলে কোথাও মক্তব উঠেই যাচ্ছে, কোথাও চলছে ছন্দ ছাড়া তালে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এর সমাধান হিসাবে তারা বলছেন, মক্তব শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ করতে হবে।

মক্তব একটি আরবী শব্দ এর শাব্দিক অর্থ পাঠশালা। শিশুদের কোরআন শিক্ষা এবং ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা মুসলিমদের জন্য ফরয। এখানে শিশুরা কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি নামাজ, রোযা অন্যান্য মাসালাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। বর্তমান প্রজন্মের শিশুদের অভিবাবকদের অবহেলার কারণে মসজিদের ইমামগণ মক্তব শিক্ষায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। যার কারণে এলাকার ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে ইসলামী শিক্ষায়।

পার্বত্য জেলা রাঙামাটির লংগদু উপজেলার কয়েকটি গ্রামের মসজিদ-মাদ্রাসায় খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, আগের মতো করে খুব কম মসজিদ মাদ্রাসায়ই মক্তবে শিক্ষা দেয়া হয়।

সম্প্রতি এ ব্যাপারে কথা হয় লংগদুর মদিনাতুল উলুম

হেফজ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালক মাওলানা মামুনুর রশীদের সাথে। কেন হারিয়ে যাচ্ছে মক্তব এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এলাকার অভিবাবকরা শিশুদেরকে সকালে কোচিং করানোর জন্য এবং মর্নিং শিফটের স্কুল থাকায়ই আজ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরয থাকা সত্ত্বেও এ প্রজন্ম ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের প্রথম পাঠশালা মক্তব। মক্তব হারিয়ে যাওয়া মানে মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক ও সহজ পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। সবাই এগিয়ে এলে আশা করি আবার মক্তব শিক্ষার জাগরণ তৈরি হবে।' অনিয়ন্ত্রিতকিছু কিন্ডার গার্ডেনের জন্যই শিশুদের মক্তব হারিয়ে যাওয়ার কারণ মনে করেন অনেকে। এলাকার প্রতিটি মসজিদ মাদ্রাসা কমিটি সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিলেই শিশুরা ধর্মীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন সূত্র জানান, শিশুদের জন্য মক্তব শিক্ষাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। বর্তমান সময়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মক্তব শিক্ষা অনেক কার্যকর। মক্তবে শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দিয়ে বাচ্চাদের ভিত্তি মজবুত করা হয়।

সূত্র আরও জানায়, তথ্যপ্রযুক্তির অনিরাপদ ব্যবহারের কারণে বাচ্চারা দেরি করে ঘুমায়। মোবাইল গেইম, মর্নিং শিফটে স্কুলের কারণে অনেক শিশু মক্তবে যেতে পারেনা। তবে বর্তমানে মক্তবে দক্ষ প্রশিক্ষক অনেকাংশে না থাকায় এর প্রতি মানুষের একটা অনীহা চলে আসছে।

আবার শিশুদের হাতে উঠুক কায়দা-কুরআন। সকালবেলা তারা ছুটুক মক্তবে। ইমানের প্রথম পাঠ গ্রহণ করুক নিরাপদ আশ্রয়ে। আজকের শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদের হাতেই রচিত হবে নতুন প্রজন্মের ভাগ্য। এমনটাই আশা করছেন সচেতন মহল।

লেখক: সংবাদকর্মী।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

ফ্লোরিডায় বাংলাদেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ করা হয়েছে। নৌযানটিতে বাংলাদেশি ছাড়াও আরও কয়েকটি দেশের বেশ কয়েকজন নাগরিক ছিলেন।

ফ্লোরিডার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম মিয়ামি হেরাল্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এর আগেও এ ধরনের অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বহনকারী নৌযান আটক করা হয়েছে। এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে মানবপাচারের সাম্প্রতিক প্রবণতার অংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মানবপাচারকারীরা ফ্লোরিডা উপকূলের কোরাল গেবলস, কি বিসকেইন ও ব্রিকেল এলাকাকে অভিবাসীদের নামানোর স্থান হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক অভিবাসী চীন থেকে আসছেন এবং বাহামাস হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করছেন। পাচারকারীরা তাদের নৌকায় তুলে দক্ষিণ ফ্লোরিডার জলপথের ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে নিয়ে আসে। এরপর সেখান থেকে অপেক্ষমাণ ভ্যান তাদের দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়।

মার্কিন ফেডারেল আদালতে দেশটির আইনশৃঙ্খলাবাহিনী হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস (এইচএসআই) কর্তৃপক্ষের দায়ের করা অভিযোগ এবং মার্কিন কোস্ট গার্ডের এক বিবৃতি থেকে জানা গেছে, নৌকায় থাকা লোকজন চীন, হাইতি এবং বাংলাদেশের নাগরিক।

মামলার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নৌকাটি চালাচ্ছিলেন নাম আর্লিন কার্লান কারগিল নামে এক ব্যক্তি। অভিযোগে বলা হয়েছে, বাহামাসের বিমিনিতে পাচারচক্রের সংগঠকেরা তাঁকে একটি ফোন সরবরাহ করেছিল। সেই ফোনে আগে থেকেই কি বিসকেইনের স্থানাঙ্ক (কো–অর্ডিনেট) ইনপুট করা একটি অ্যাপ ইনস্টল করা ছিল।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৮টার দিকে কাস্টমস এয়ার অ্যান্ড মেরিন অপারেশনস এজেন্টরা পাম বিচ শেরিফের অফিসের একটি রাডার স্টেশন পর্যবেক্ষণ করার সময় দেখতে পান, বাহামাস থেকে একটি নৌকা কি বিসকেইনের বিয়ার কাটের দিকে আসছে।

পরে কাস্টমস টহলের একটি নৌকা কি বিসকেইনের পূর্ব দিকে প্রায় চার নটিক্যাল মাইল দূরে ওই নৌকাটির নাগাল পায়। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, নৌকাটি হাতে তৈরি বলে মনে হচ্ছে; এর গায়ের রং নীল, এতে একটি মাত্র ইঞ্জিন আছে এবং কোনো নিবন্ধন নম্বর ছিল না। এজেন্টরা আরও লক্ষ্য করেন, এটি গভীর রাতে কোনো নেভিগেশনাল বাতি না জ্বালিয়েই নৌযানটি চলছিল।

টহল নৌকার নীল আলো জ্বেলে ও সাইরেন চালু করে কারগিলকে থামতে সংকেত দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি থামেননি। তখন এজেন্টরা নৌকার সামনের দিকে একটি সতর্কতামূলক গুলি ছোড়েন। পরে কারগিল নৌকা থামাতে বাধ্য হন।

অভিযোগ অনুযায়ী, বাহামাসের নাগরিক কারগিলের সঙ্গে নৌকায় ১২ জন যাত্রী ছিলেন। অতিরিক্ত ওজনের কারণে নৌকাটি পানিতে অনেকটাই ডুবে গিয়েছিল। অভিযোগে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কতজন যাত্রী কোন দেশের নাগরিক ছিলেন।

মিয়ামি-ডেড ফায়ার রেসকিউর একটি নৌকা দল এক নারীকে চিকিৎসার জন্য কোকোনাট গ্রোভের মার্সি হাসপাতালে নিয়ে যায়। যদিও অভিযোগে তাঁর চিকিৎসাজনিত সমস্যার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। বাকি যাত্রীদের, কারগিলসহ, কোস্ট গার্ডের জাহাজ ‘ভিগোরাসে’ স্থানান্তর করা হয়।

কাস্টমসের দল নৌকাটি টেনে উপকূলে আনার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঢেউ ক্রমাগত পেছনের অংশে আছড়ে পড়তে থাকলে এটি ডুবে যায়। অভিযোগ অনুসারে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনে দুই দিন পর কারগিলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তীরে নিয়ে আসে।

কারগিল এজেন্টদের জানান, বাহামাসে পাচার চক্রের সংগঠক তাঁকে কি বিসকেইনে লোক পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেছিল। এ কাজের জন্য তাকে ৭০০ ডলার দেওয়া হয়েছিল। কারগিল আরও বলেন, বিমিনির ডকে তিনি পৌঁছানোর আগেই লোকজন নৌকায় ছিল। পাচারকারীরা তাকে পরিধানের জন্য কাপড় দেয় এবং একটি মোবাইল ফোন দেয়, যাতে একটি জিপিএস অ্যাপ ইনস্টল করা ছিল, যেখানে গন্তব্য হিসেবে কি বিসকেইনের স্থানাঙ্ক আগেই সেট করা ছিল।

ফেডারেল ব্যুরো অব প্রিজনসের রেকর্ড অনুযায়ী, কারগিল বর্তমানে মিয়ামির ফেডারেল ডিটেনশন সেন্টারে বন্দী। তাঁর আইনজীবীর বিষয়ে কোনো তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

বৈষম্যবিরোধীদের নতুন দল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আভাস মিলছে। এমন পরিস্থিতিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গতকাল বুধবার সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, সরকারে বসে সরকারের সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দল গঠন করলে তা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না।

বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রে আছে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীদের নতুন রাজনৈতিক দল। চলতি মাসেই এই দলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার কথা জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটি। তবে নতুন দল ঘোষণার আগেই আত্মপ্রকাশ ঘটতে যাচ্ছে আরও একটি ছাত্র সংগঠনের। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদার, আবদুল কাদের, রিফাত রশীদ, হাসিব আল ইসলাম, তাহমিদ আল মুদাসসির চৌধুরী, জাহিদ আহসান প্রমুখ সংগঠনটির সামনের সারিতে থাকবেন। শিক্ষার্থীরা বলছেন, আসন্ন ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই অংশটি ভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

ছাত্রদের নেতৃত্বে নতুন দল গঠন নিয়ে অস্বস্তি আছে বিএনপিতে। দলীয় সূত্র বলছে, নতুন দল গঠনের পেছনে অন্য উদ্দেশ্য দেখছেন বিএনপির নীতিনির্ধারকেরা। তাঁদের মতে, সংস্কার নিয়েই নির্বাচন বিলম্বের প্রক্রিয়া চলছে—এই সন্দেহ আগে থেকেই ছিল। এর মাঝে নতুন দল গঠন নিয়ে তোড়জোড় দেখে সেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। তাই এ বিষয়টিকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই।

বিএনপির দায়িত্বশীল একাধিক নেতা জানান, নির্বাচন দ্রুত হয়ে গেলে বিএনপি নির্বাচিত হবে—এটা অনেকটাই নিশ্চিত এখন। এটা বুঝতে পেরেই বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে একটি চক্র কাজ করছে। নির্বাচন বিলম্বিত করতে এই চক্র কাজ করছে। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবেই নতুন দল গঠন করার কাজ চলছে।

গতকাল রাজধানীতে ছাত্রদলের এক অনুষ্ঠানে নতুন দল গঠন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, ‘নতুন রাজনৈতিক দল গোছানোর এটা একটা কৌশল কি না, এখন সেই প্রশ্ন উঠেছে। নতুন দল গঠনের জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা জনগণ মেনে নেবে না।’

> বিশ্লেষকেরা বলছেন, নতুন দল গঠনকে কেন্দ্র করেই দেশের রাজনীতিতে দুটি পক্ষ সাংঘর্ষিক অবস্থানে রয়েছে, কুয়েটের ঘটনা তারই ধারাবাহিকতা। এর ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুখকর হবে না বলে তাঁদের ধারণা।

একই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘ছাত্রসংগঠন ইতিমধ্যে করেছেন, আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। যখনই দল তৈরি করবেন, স্বাগত জানাব। তার অর্থ এই নয় যে আপনারা সরকারে বসে সরকারের সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আপনারা আপনাদের দল গঠন করবেন। সেটা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না।’

যদিও ছাত্রদের নেতৃত্বে নতুন দল গঠন নিয়ে বিএনপির চিন্তাকে ‘অপ্রয়োজনীয়’ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, বিএনপির মতো বৃহৎ একটি রাজনৈতিক শক্তিকে এমন উদ্যোগে এতটা গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, নতুন দল গঠনকে কেন্দ্র করেই দেশের রাজনীতিতে দুটি পক্ষ সাংঘর্ষিক অবস্থানে রয়েছে, কুয়েটের ঘটনা তারই ধারাবাহিকতা। এর ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুখকর হবে না বলে তাঁদের ধারণা। এদিকে দুটি পক্ষের সাংঘর্ষিক অবস্থান দৃশ্যমান হলেও এতে আরও পক্ষ জড়িত আছে বলেও অভিমত দিয়েছেন তাঁদের কেউ কেউ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ বলেন, ‘সামনে এমন ঘটনা আরও হবে। এ কারণে হবে যে, বৈষম্যবিরোধীদের মধ্যে তো শুধু বৈষম্যবিরোধীরাই নাই। সেখানে সাবেক ছাত্রলীগ, সাবেক ছাত্রশিবির, বহু কিছু আছে। সামনের দিনগুলোতে ভালো কিছু হবে—এমন প্রত্যাশা করা কঠিন।’

কোন পথে আ.লীগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বছর বয়সী দলটির ভবিষ্যত নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে যেমন নানা আলোচনা রয়েছে, তেমনি আওয়ামী লীগের ভেতরেও আছে অনিশ্চয়তা। তবে পতনের ছয় মাস পার হলেও পরিস্থিতির জন্য আওয়ামী লীগের কোনো অনুশোচনা বা ক্ষমা চাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং দলটি বিক্ষোভ, অবরোধ এবং এমনকি হরতালের মতো কর্মসূচি দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

ভারত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগের নেতারা এসব কর্মসূচি দিচ্ছেন দলের ওয়েব সাইট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। এ কর্মসূচি দেওয়া নিয়ে দেশে পালিয়ে থাকা তৃণমূলের নেতাকর্মীদের অনেকের ক্ষোভ রয়েছে। তারা মনে করেন, দেশের বাস্তবতা বিবেচনায় না নিয়ে হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি দেওয়া হচ্ছে; যা হাস্যরস সৃষ্টি করছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের সংগঠিত হওয়ার চেষ্টায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনকে বড় ধাক্কা হিসেবে দেখছেন দলটির নেতাদের অনেকেই। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হত্যা ও নির্বিচারে গুলির একাধিক বড় অভিযান হয়েছে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ ও তদারকিতে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক মহিউদ্দিন আহমদ মনে করেন, "আওয়ামী লীগের ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। তবে তারা রাজনীতিতে ফিরতে পারবে না, বাংলাদেশের বাস্তবতায় সেটা বলা যায় না।"

এবারের সংকট ভিন্ন ধরনের

আওয়ামী লীগ এর আগেও বিভিন্ন সময় সংকটে পড়েছে। দলটির শাসন ক্ষমতার পতন ও পরিণতির ধরনটা এবার ভিন্ন। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে এবং গণহত্যার অভিযোগ আছে। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া দল আওয়ামী লীগের জুটেছে ফ্যাসিবাদের তকমা। তাদের দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছরের শাসনে ব্যাপক দুর্নীতি বা অর্থ লুটপাট বা অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। আর এ প্রেক্ষাপটে নৈতিকতার প্রশ্নও উঠছে।

এমন পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনাসহ দলটির নেতাদের বড় অংশকে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে পালাতে হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো সরকারের পতনের পর নেতাদের এভাবে পালিয়ে যাওয়ার নজির নেই। এখন অন্তর্বর্তী সরকারের দিক থেকে গণ-অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ড বা গণহত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের বিচার দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। দলটিকে নিষিদ্ধ করার দাবিও নতুন করে সামনে এনেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এই বাস্তবতা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ওপর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলেছে; তাদের মধ্যে মানসিক দুর্বলতা কাজ করছে।

এমন পটভূমিতে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা সহসাই দলে দলে রাস্তায় নেমে আসবেন, এখনও সেই মনোবল ও সাহস তাদের হয়নি। ফলে তাদের সরকারের পতনের দিন গত বছরের পাঁচই অগাস্ট এবং এর ছয় মাস পূর্তিতে এসেও ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের বাড়িসহ সারা দেশে দলটির নেতাকর্মীদের স্থাপনায় হামলা-ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

সেই দৃশ্য হজম করা বা আক্ষেপ করা ছাড়া আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের কিছুই করার ছিল না। তবে দেশের ভেতরে পালিয়ে থাকা আওয়ামী

লীগের তৃণমূলের নেতাকর্মীদের অনেকে পরিস্থিতিটাকে ব্যাখ্যা করছেন ভিন্নভাবে।

দেশের উত্তরের জেলা বগুড়ার একটি উপজেলার আওয়ামী লীগ নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছেন বিবিসি বাংলার সঙ্গে। প্রতিবেদনে তার ছদ্মনাম ব্যবহার করা হলো। এই নেতা, আবদুল আউয়াল বলেন, এখন সক্রিয় সব রাজনৈতিক দল তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে। সেজন্য তারা প্রকাশ্যে এলেই বিভিন্ন দলের কর্মীদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। এর সঙ্গে রয়েছে গ্রেপ্তার আতঙ্ক। এই প্রতিকূল পরিবেশে তাদের প্রকাশ্যে আসার সুযোগ নেই। দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার পর এটি তাদের কাছে ভিন্ন এক বাস্তবতা।

নেতৃত্ব বদল নয়, শেখ হাসিনার হাতেই দল

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত পক্ষগুলো থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বদলের চাপ রয়েছে। কোনো কোনো পক্ষ থেকে পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে। সরকারের একাধিক উপদেষ্টা বলে আসছেন, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। দলটির শীর্ষ নেতাদের যাদের বিরুদ্ধে গণহত্যাসহ বিভিন্ন অভিযোগ আছে, তারা রাজনীতি করতে পারবেন না। দলটির পালিয়ে থাকা নেতাদের অনেকে বলছেন, নেতৃত্ব বদলের ব্যাপারে বিভিন্ন পক্ষ থেকে তাদের ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়ানো হচ্ছে।

তবে চরম সংকটের মুখেও দলটি কোনো পরিবর্তনের পক্ষে নয়। তারা শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই ঘুরে দাঁড়ানোর পথ খুঁজছে। দেশে ও বিদেশে পালিয়ে থাকা সব পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এ ব্যাপারে একই অবস্থানে রয়েছেন বলে মনে হয়েছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ছাড়া বিপর্যস্ত দল ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। এমনকি তাদের দলে বিভক্তিও আসতে পারে। দলের অস্তিত্ব রক্ষা করতেই নেতৃত্ব নিয়ে তাদের বিকল্প চিন্তার কোনো সুযোগ নেই।

যদিও পতন ও পরিণতি নিয়ে আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতাকর্মীদের অনেকের মধ্যে তাদের নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ এবং পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা রয়েছে। তারা মনে করেন, তাদের নেতৃত্ব প্রশাসনসহ রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এসব রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভাবে দীর্ঘ শাসনের নেশা পেয়ে বসেছিল। সেজন্য পর পর তিনটি একতরফা ও বিতর্কিত নির্বাচন করা হয়েছিল। নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পাশাপাশি বাকস্বাধীনতা হরণ করায় মানুষের আস্থা হারিয়েছিল আওয়ামী লীগ। এমন বিশ্লেষণও রয়েছে দলটির তৃণমূলে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের আওয়ামী লীগের একজন কর্মী জীবন বাঁচাতে দেশের ভেতরে পালিয়ে রয়েছেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় রাজনীতি ছিল না। তাদের দলে ছিল সুবিধাবাদীদের ভিড়। ত্যাগী নেতাকর্মীরা নিস্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। তিনি এ-ও বলেন, ক্ষমতায় থাকার সময়ই বিরাজনীতিকরণের কারণে শেখ হাসিনাসহ শীর্ষ নেতৃত্ব রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। দলও দুর্বল হয়েছে। এসব কারণে ভয়াবহ পরিণতি দেখতে হয়েছে তাদের এবং এখন দল অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। পতনের পর দলের নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ আছে তৃণমূলের পালিয়ে থাকা নেতাকর্মীদের অনেকের।

রাজশাহী অঞ্চলের আওয়ামী লীগের একজন নেতা বিবিসি বাংলাকে বলেন, শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে যাওয়ার সময় তাদের কোনো বার্তা বা নির্দেশনা দেননি। তাদের বিপদে ফেলে দলের নেতারা বিদেশে পালিয়ে যান, এমন একটা চিন্তা থেকে তৃণমূলে তাদের অনেকের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়।

নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগের ওই নেতা বলেন, ১৪টি মামলা মাথায় নিয়ে তিনি পরিবারের সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পরিবারের সদস্যরা অর্থকষ্টে রয়েছেন। দলের কারও কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, সেই আশাও এখন ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

ক্ষমা, অনুশোচনার প্রশ্ন

আওয়ামী লীগে নেতৃত্ব বদলের চিন্তা যেমন নেই। একইভাবে দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা মনে করেন, গণহত্যাসহ যে সব অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সেজন্য অনুশোচনা প্রকাশ করলে বা ক্ষমা চাইলে তাদের দলের ক্ষতি বেশি হবে।

যদিও জুলাই-অগাস্টে পরিস্থিতি সামলাতে একের পর এক ভুল করা হয়েছে, এমন আলোচনা হয়েছে দেশে-বিদেশে পালিয়ে থাকা দলটির নেতাদের মধ্যে। নিজেদের আলোচনায় দলের অনেকের অনুশোচনা উঠে এলেও তা প্রকাশ করতে চান না তারা।

তবে সে সময় পরিস্থিতি সামলাতে আওয়ামী লীগ সরকারের পদক্ষেপ বা ভূমিকার পক্ষেই যুক্তি তুলে ধরছেন দলটির নেতাদের বড় অংশ। তারা তাদের সরকারের পতনের পেছনে 'ষড়যন্ত্র' তত্ত্বকেই হাজির করছেন।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র রাজনীতি নিয়ে বই লিখেছেন মহিউদ্দিন আহমদ। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ৫৪ বছরে কোনো রাজনৈতিক দলের তাদের নেতিবাচক কোনো কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা চাওয়ার নজির নেই। আওয়ামী লীগও একই পথে হাঁটছে।

দল নিষিদ্ধের ভয়

আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকেই দলটিকে নিষিদ্ধ করার দাবি করা হচ্ছিল। এখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি নতুন করে এ দাবি সামনে এনেছে। এর আগে সরকারের উপদেষ্টাদের কেউ কেউ বলেছিলেন, অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে চায় না। বিএনপির নেতারাও বলে আসছেন, তারা কোনো দল নিষিদ্ধের পক্ষে নন। জনগণ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সর্বশেষ একদিন আগে এক অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেছেন, যারা আওয়ামী লীগ করেছেন, কিন্তু কোনো প্রকার অন্যায় এবং গণহত্যা কিংবা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নন, তারা ক্ষমা চেয়ে আবার মূল ধারায় (মেইনস্ট্রিম) স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেন এবং সেই জায়গা থেকে যদি কেউ স্থানীয় সরকার নির্বাচন করেন, তাতে কোনো বাধা নেই। তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করছে। এ ক্ষেত্রে তাদের বড় ইস্যু হচ্ছে, ফ্যাসিবাদ ও আওয়ামী লীগের বিরোধীতা করা। ফলে সরকারের ওপর এ ব্যাপারে চাপ বাড়তে পারে।

দেশে আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতাদের মধ্যে এ নিয়ে ভয় কাজ করছে। তারা মনে করেন, দল নিষিদ্ধ হলে আইনগত দিক থেকে তাদের তৎপরতায় বাধা দেওয়া সহজ হবে সরকারের জন্য। কিন্তু বিদেশে থাকা দলটির নেতারা মনে করেন, এতে তাদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বাড়বে। আন্তর্জাতিক মহলেও তাদের জন্য সুবিধা হবে।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বড় ধাক্কা

আওয়ামী লীগ নেতারা যারা এখন বিভিন্ন দেশে রয়েছেন, তারা গত কয়েক মাসে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করতে পেরেছেন। তারা দেশের ভেতরেও অনেক নেতাকর্মীকে যোগাযোগের মধ্যে এনেছেন। এই যোগাযোগের ভিত্তিতে দলটি কিছু কর্মসূচিও নিচ্ছে দলের নেতাকর্মীদের মনোবল বাড়াতে। যদিও সেই কর্মসূচি নিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে বিদেশে থাকা নেতাদের মতপার্থক্য রয়েছে। কারণ তৃণমূলের নেতারা মনে করেন, রাজনৈতিক বিভিন্ন পক্ষের আক্রমণ ও গ্রেপ্তার আতঙ্কের মাঝে রাস্তায় কর্মসূচি পালনের কোনো সুযোগ নেই। সেই বাস্তবতা বিবেচনায় না নিয়ে হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি দেওয়া হচ্ছে; এগুলো বাস্তবায়ন করতে না পারার ব্যর্থতা হাস্যরস সৃষ্টি করছে।

সর্বশেষ গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ দেশে হরতাল ডেকেছিল। তা শেষ পর্যন্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের ডাক দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে দলটির সংগঠিত হওয়ার এই চেষ্টাও বড় ধাক্কা খেয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনে। সেখানে বলা হয়েছে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হত্যা ও নির্বিচারে গুলির একাধিক বড় অভিযান হয়েছে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ ও তদারকিতে। এই প্রতিবেদন আন্তর্জাতিকভাবে আওয়ামী লীগের জন্য ক্ষতিকর হবে বলে দলটির নেতারা মনে করেন।

আওয়ামী লীগের নেতা যারা এখন বিদেশে রয়েছেন, তাদের মধ্যে সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বিবিসি বাংলাকে বলেন, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে তাদের কিছু প্রশ্ন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও লন্ডনে আইন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে সে সব প্রশ্নের জবাব তৈরি করছেন তারা। যা তারা জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের কাছে তুলে ধরবেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদন আওয়ামী লীগের ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

লেখক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ও আন্দোলনের পক্ষগুলো যত বেশি ভুল করবে, আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফেরত আসার সুযোগ তত বাড়বে।

নাইকো মামলায় খালাস পেলেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন আদালত। গতকাল ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক রবিউল আলম এ রায় দেন। আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেন, নাইকো দুর্নীতি মামলায় রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করতে অন্যায়ভাবে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আসামি করা হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া কোনো দুর্নীতি করেননি। এমনকি তিনি ক্ষমতার অপব্যবহারও করেননি।

খালাসের পর বিএনপি'র আইন বিষয়ক সম্পাদক ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মহাসচিব ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে নাইকো দুর্নীতি মামলা জিইয়ে রাখা হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর হলেও আদালত বেগম খালেদা জিয়াকে খালাস দিয়েছেন। আদালতে ন্যায় বিচার পেয়েছেন তিনি। খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে নাইকো মামলা যে সাজানো ছিল খালাসের রায়ে তা প্রমাণিত হয়েছে।

আদালতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) রেজাউল করিম এবং খালেদা জিয়ার পক্ষে ছিলেন এডভোকেট আমিনুল ইসলাম। পরে আমিনুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, রায় ঘোষণার সময় আদালত বলেন, এই মামলায় ৩৯

> কানাডার কোম্পানি নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিপুল আর্থিক ক্ষতিসাধন ও দুর্নীতির অভিযোগে ২০07 সালের ৯ই ডিসেম্বর খালেদা জিয়াসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলাটি করে দুদক। দুদকের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম বাদী হয়ে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় মামলাটি করেছিলেন।

জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। কোনো সাক্ষী মামলার ঘটনার সঙ্গে খালেদা জিয়ার জড়িত থাকার তথ্য বলেননি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হয়রানির জন্য খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় প্রত্যেককে খালাস দেয়া হয়েছে।

খালাস পাওয়া অপর আসামিরা হলেন- ব্যবসায়ী গিয়াসউদ্দিন আল মামুন, জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহিদুল ইসলাম, ঢাকা ক্লাবের সাবেক সভাপতি সেলিম ভূঁইয়া, সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সিএম ইউসুফ হোসেন, সাবেক মুখ্যসচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেডের (বাপেক্স) সাবেক মহাব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক ও নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লিমিটেডের সাবেক প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি এ মামলার যুক্তি-তর্ক ও শুনানি শেষ হয়। এরপর রায় ঘোষণার জন্য বুধবার দিন ধার্য করেন আদালত।

কানাডার কোম্পানি নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিপুল আর্থিক ক্ষতিসাধন ও দুর্নীতির অভিযোগে ২০07 সালের ৯ই ডিসেম্বর খালেদা জিয়াসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলাটি করে দুদক। দুদকের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম বাদী হয়ে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় মামলাটি করেছিলেন। মামলায় অভিযোগ করা হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনটি গ্যাসক্ষেত্র পরিত্যক্ত দেখিয়ে কানাডার কোম্পানি নাইকোর হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে আসামিরা রাষ্ট্রের প্রায় ১৩ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকার ক্ষতি করেছেন।

মামলায় ২০০৮ সালের ৫ই মে খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় দুদক। ২০২৩ সালের ১৯শে মার্চ অভিযোগ গঠন করেন আদালত। মামলায় ৬৮ সাক্ষীর মধ্যে ৩৯ জনের সাক্ষ্য নেয়া হয়।

মানুষের মধ্যে গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা তৈরি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে তরুণদের ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যেই তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ আয়োজন করা হয়েছে। তাদের উজ্জীবিত করতে এবং ট্রমা থেকে বের করে আনাও এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। তবে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা সম্ভব হবে না। কারণ এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আন্দোলন সফল হয়েছে। তাই আরও এমন অনেক উৎসবের আয়োজন করতে হবে।

তিনি বলেন, তরুণরা পরিবর্তনের জন্য লড়াই করেছে, দেশের মানুষ পরিবর্তন চায় যাতে দেশে আরও একটি আওয়ামী লীগ, আরও একটি শেখ হাসিনা তৈরি হতে না পারে। কারণ ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ দেশের সকল প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ধ্বংস করেছে, মানুষের স্বাধীনতা ধ্বংস করেছে।

নাহিদ ইসলাম বলেন, দেশের পরিবর্তন ও সংস্কার যত দ্রুত সম্পন্ন হবে, তরুণরা তত দ্রুত ট্রমা কাটিয়ে উজ্জীবিত হবে। দেশের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। এই অভ্যুত্থান বিশ্বের অন্যান্য দেশেও প্রভাব ফেলেছে। অভ্যুত্থানকে দেশের জন্য ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে হবে। তাহলেই দেশ উপকৃত হবে।

তিনি বলেন, দেশের তরুণরা দীর্ঘদিন নানা ধরণের অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেছে। পূর্ববর্তী প্রজন্মের ব্যর্থতার জন্য ছাত্র, তরুণ ও মাদ্রাসার ছাত্রদের রাস্তায় নেমে আসতে হয়েছে। গঠনমূলক কাজে তরুণদের শক্তি ব্যবহার করতে হবে। আগামী দু'দশক তরুণরা দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে।

নাহিদ ইসলাম বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে পক্ষের দোষ থাকে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে দেশে পেশীশক্তি নির্ভর রাজনীতির অবসান ঘটানো যায়। তাহলেই আমরা আগামীর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব। তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে আমরা তুলে ধরতে পারব।

নতুন বিনিয়োগ নিয়ে শঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমছে সাধারণ মানুষের।

দেশের শিল্পোদ্যোক্তারা বলছেন, গত ৫ই অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দেশের অর্থনীতিতে ভালো বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি হয়নি। নতুন বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকছেন অনেকেই। বিদেশি বিনিয়োগেও নেতিবাচক ধারা দেখা যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতির জন্য এসব চিত্র বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-শিল্পকারখানা চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন বলে জানিয়েছে বাণিজ্য সংগঠনগুলো। কোনো কোনো সংগঠন দ্রুত নির্বাচনও চাচ্ছেন। তাদের মতে, সরকার বিনিয়োগকারীদের সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে অনুধাবন করতে পারছে না। এ কারণে এখন নতুন বিনিয়োগের চিন্তা কেউ করছে না। যেসব উদ্যোক্তা ব্যবসা সমপ্রসারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছিলেন, তারা এখন পর্যবেক্ষণ করছেন। ফলে উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি সংকুচিত হয়েছে অন্তত ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুরু থেকে ক্রমাগতভাবে ব্যাংক ঋণের সুদহার বাড়ছে। এরই মধ্যে নীতি সুদহার ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন মুদ্রানীতিতেও সুদহার একই রেখেছে। ফলে কিছুটা স্বস্তির কথা বলেছে ব্যবসায়ীরা।

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি মন্দা: কয়েক বছর ধরেই দেশের বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি বেশ মন্থর। গত ছয় মাসে তা আরও মন্থর হয়ে এসেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দেশের বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বেড়েছে মাত্র ১.৪১ শতাংশ। যেখানে এর আগে গত অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের জুন শেষে বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণের স্থিতি ছিল প্রায় ১৬ লাখ ৪১ হাজার ২২৯ কোটি টাকা। নভেম্বর শেষে ঋণের এ স্থিতি বেড়ে ১৬ লাখ ৬৪ হাজার ৩২৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। সে হিসাবে পাঁচ মাসে বেসরকারি খাতে ঋণ স্থিতি বেড়েছে মাত্র ২৩ হাজার ৯৫ কোটি টাকা। আর ঋণ প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১.৪১ শতাংশ। বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ এর আগে এতটা মন্থর হয়ে আসতে দেখা যায়নি। এখন ঋণের যে প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে এরও বড় অংশ এসেছে অনাদায়ী সুদ ও সুদহার বৃদ্ধির প্রভাবে।

বিদেশি বিনিয়োগে খরা: দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) খরা কাটছে না, উল্টো পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) নিট ১০ কোটি ৪৩ লাখ ডলারের এফডিআই এসেছে। গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে যা ৭১ শতাংশ কম। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এক প্রান্তিকে এত কম এফডিআই গত ১১ বছরে কখনো আসেনি।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে: বিনিয়োগ কমার চিত্র উঠে এসেছে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ঋণপত্র বা এলসি খোলা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬ শতাংশ কমেছে। একইভাবে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ঋণপত্র নিষ্পত্তি কমেছে প্রায় ২২ শতাংশ।

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, বর্তমানে দেশে বিনিয়োগের কোনো পরিবেশ নেই। গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট, ব্যাংকের সুদের হার বেশি, নানা রকমের সমস্যা, ব্যাংকগুলোর চরম অসহযোগিতাসহ নানা কারণে একেবারেই বিনিয়োগ নেই।

উদ্যোক্তারা বলেন, বর্তমানে সার্বিকভাবে পরিস্থিতি অনিশ্চিত। অর্থনীতিতে নতুন বিনিয়োগের চিন্তা এখন কেউ করছে না। অনেকে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে থমকে আছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক রয়েছেন। তারা যখন দায়িত্ব নিয়েছেন তখন দেশের অর্থনীতির অবস্থা নাজুক অবস্থায় পেয়েছেন। এ পরিস্থিতিকে গুছিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগছে। অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি রপ্তানি বাজার নিয়ে অস্বস্তি রয়েছে।

প্রাণ আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী এক অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিয়ে বলেন, ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যয় নিয়ে কষ্টের মধ্যে আছে। তাদের লোনের টাকা শোধ করতে বেগ পেতে হচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শঙ্কিত নয় প্রাণ আরএফএল গ্রুপ। তবে বিনিয়োগে একটা ভাটা তৈরি হয়েছে।

ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়াম্যান ও এফবিসিসিআইএর সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে একটা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় সেটা এখনো হয়নি।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক মুস্তফা কে মুজেরি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এ সময়ে অর্থনীতিতে সফলতা নেই বললেই চলে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি রয়ে গেছে। অন্যান্য যেসব সমস্যা আছে সেখানেও খুব একটা সফলতা নেই। ফলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, ঘুষ দুর্নীতি এগুলো কিন্তু কমে নাই। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ জিডিপি'র ২৩.৫ শতাংশ এবং বিদেশি বিনিয়োগ সেটা জিডিপি'র এক শতাংশের নিচে ছিল। সেটা কমে কমে ০.৩ এর কাছাকাছি রয়েছে। একটা বড় সময় ধরে বাংলাদেশে বিনিয়োগে স্থবিরতা দেখা যাচ্ছে।

বিনিয়োগকারীরা কোনো সময়ই সারা পৃথিবীতেই কোনো জায়গায় বিনিয়োগ করতে চাইবে না যদি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা থাকে। এবং অনেকেরই আমাদের সঙ্গে তো কথাবার্তা হয়, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের। তারা বলেছে যে ইলেকশনের আগে তারা নতুন বিনিয়োগ করার কথা ভাবছে না। এটা দুশ্চিন্তার কারণ। ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে সিপিডির জরিপে ১৭টি সমস্যা সামনে এসেছে, এর মধ্যে দুর্নীতি এক নম্বর।

অন্তর্বর্তী সরকার দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা এবং আর্থিক খাতে নানা সংস্কার শুরু করেছে। বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যেও পদক্ষেপ নিচ্ছে। আগামীতে ব্যবসা সংকট উত্তরণে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন সেটি নিয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে।

অর্থনীতিসংক্রান্ত টাস্কফোর্সের ৩১ সুপারিশ: অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে অর্থনীতি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স ৩১টি সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। সুপারিশগুলোতে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রস্তাব রয়েছে, যেমন-১০ লাখ ডলারের সমপরিমাণ পণ্য রপ্তানির সক্ষমতা রয়েছে এমন ১ হাজার ৫০০ কোম্পানিকে বিশেষ নীতির আওতায় আনা, এসএমই খাতকে সমর্থন করতে 'ঢাকা হাট' প্রকল্প স্থাপন, আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য বিদেশি বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধ করা এবং বিভিন্ন শিল্পে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ানোর উদ্যোগ। প্রতিবেদনে দেশের বিনিয়োগযোগ্য খাতগুলোর বিশদ বিবরণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের উন্নয়ন এবং সরকারি দপ্তরগুলোর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

সূত্র : মানবজমিন

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

মৎস্যজীবী লীগ নেতাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিল বিএনপি-জামায়াত

ঢাকা ডেস্ক

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় মৎস্যজীবী লীগ নেতা ইকবাল হোসেন রিজনকে পুলিশ আটক করার পর থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন উপজেলা বিএনপি ও জামায়াতের দুই নেতা। এ নিয়ে জেলাজুড়ে চলছে নানা আলোচনা।

পুলিশ বলছে, আওয়ামী লীগ সরকার পতনের দুই মাস আগে মৎস্যজীবী লীগের ওই নেতা জামায়াতে যোগদানের একটি ফরম দেখানো হয়েছে। যদিও তিনি ২০১৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে কুলাউড়া উপজেলা মৎস্যজীবী লীগের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া তিনি স্থানীয় আমতলা বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে ফরমও কিনেছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাতে ইকবাল হোসেন রিজনকে উপজেলার রাউৎগাঁও ইউনিয়নের আমতলা বাজার থেকে আটক করে কুলাউড়া থানার পুলিশ। আটকের খবর পেয়ে তাঁকে ছাড়াতে কুলাউড়া থানায় যান উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল জলিল জামাল ও রাউৎগাঁও ইউনিয়ন জামায়াতের নেতা ইকবাল সালাম।

মৎস্যজীবী লীগের উপজেলা কমিটির আহ্বায়ক ইকবাল হোসেন রিজন গত বছরের ১৪ জুন জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন বলে পুলিশে জানান জামায়াত নেতা ইকবাল সালাম। স্থানীয় লোকজনও এ সময় তাঁকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলে পুলিশ রাতেই তাঁকে ছেড়ে দেয়।

ইকবাল হোসেন রিজন ও উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল জলিল জামালের মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও বন্ধ পাওয়া যায়।

জেলা মৎস্যজীবী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অভিনাষ চন্দ্র দেব বলেন, 'কয়েকজন এসে আমাদের থেকে কুলাউড়ার কমিটি নিয়েছিল। পরে কেউ আর কোনো যোগাযোগ করেনি। উপজেলা মৎস্যজীবী লীগের আহ্বায়ক ইকবাল হোসেন রিজন পরে পদত্যাগ করেছেন কি না, আমার জানা নেই। তিনি জামায়াতে যোগ দিয়েছেন এমন খবরও জানি না।

নিউইয়র্কে ট্রাভেল এজেন্ট মালিকদের সংগঠন আটাবের সংবাদ সম্মেলন

উত্তর আমেরিকা অফিস

এয়ার লাইন্সের টিকেট ক্রয় কিংবা ভ্রমন সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আটাব এনলিস্টেড প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেয়ার আহবান জানিয়ে নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলন করেছে ট্রাভেল মালিকদের সংগঠন আটাব। মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এ সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি।

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ তথা আটাবভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়ে প্রতারিত না হতে গ্রাহকদের সতর্ক করেছেন সংগঠনটির নেতৃবৃন্দরা। আটাবভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়ে গ্রাহক হয়রানি শিকার হয়েছে এমন অভিযোগ এলে সাংগঠনিকভাবে খতিয়ে দেখে দোষী এজেন্সীর বিরুদ্ধে সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তারা।

ডিজিটাল ট্রাভেল এস্টোরিয়া কর্ণধার নজরুল ইসলাম বলেন, আটাবভুক্ত নয় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান নুসুকের কোটা আছে বলে হজ্বযাত্রীদের সাথে প্রতারণা করছেন। প্রকৃত অর্থে বর্তমানে হজ্জ ভিসার কোন এজেন্সীর কাছে কোটা নেই। ২০২১ সালের পর কোন এজেন্সীকে সৌদি হজ্ব মন্ত্রনালয় ভিসার কোটা দেয়নি। বর্তমানে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সরাসরি নুসুক থেকে হজ্ব ভিসার আবেদন করতে হয়।

ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল ও বাংলা ট্রাভেলের সিইও বেলায়েত হোসেন বলেন, নুসুক হলো সৌদি আরবের হজ্ব রেজিস্ট্রেশনের একটা প্লাটফর্ম। নিজের হজ্বের জন্য নিজেই নিবন্ধন করা যায়। কেউ নিজে না বুঝলে কোন ট্রাভেল এজেন্ট তাকে এপ্লিকেশন করতে হেল্প করতে পারে। কিন্তু হজ্ব নিবন্ধনের জন্য নুসুকের কোন এজেন্ট নেই।

কর্ণফুলী ট্রাভেলের সিইও ও আটাব সভাপতি মোহাম্মাদ সেলিম হারুন বলেন, ইতোমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত আসাসহ বিভিন্ন বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে গ্রাহকরা। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের সমস্যায় পড়তে না হয় সেজন্যই গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে আমাদের এ সতর্ক বার্তা।

তিনি আরও বলেন, নুসুক হলো একটি অ্যাপ। যার মাধ্যমে সরাসরি হজ্ব নিবন্ধন করা যায়। এখানে কোন ক্যাশ লেনদেন হয়না, অনলাইনেই করতে হয় পেমেন্ট।

প্রতিহিংসার রাজনীতি প্রোমোট করা হচ্ছে: জিএম কাদের

ঢাকা ডেস্ক

সরকার নিজেদের ইচ্ছেমতো দেশের মানুষকে ফ্যাসিবাদের পক্ষের ও বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে ঘৃণা ও প্রতিহিংসার রাজনীতির চর্চা করছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের। বৃহস্পতিবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বনানীর কার্যালয়ে জাতীয় শ্রমিক পার্টির যৌথসভা শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন তিনি এ অভিযোগ করেন।

গোলাম মোহাম্মদ কাদের বলেন, 'তাঁরাই নাকি আন্দোলন করেছে, আর কেউ করে নাই। এখন তাঁরা যাদেরকে বলবেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, তাঁরাই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। আর যাদের বলবেন ফ্যাসিবাদের দোসর, তাঁরাই ফ্যাসিবাদের দোসর, ফ্যাসিবাদ। এভাবে নিজেদের ইচ্ছায় দেশকে ভাগ করেছেন। ফ্যাসিবাদের দোসরদের ঘৃণা করেন, প্রতিহিংসা নেন, তাদের বিরুদ্ধে লেগে যান, ঘরবাড়ি, বিল্ডিং ভেঙে দেন। এই ধরনের রাজনীতি সরকারিভাবে প্রোমোট করা হচ্ছে।'

জিএম কাদের বলেন, 'ঘৃণা আর প্রতিহিংসা বাড়াতে হবে-এটাই যেন এখন সরকারের ধর্ম হয়ে গেছে।

নিউইয়র্কে দিনাজপুর জেলা সমিতির নব-নির্বাচিত কমিটির অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

'বাংলাদেশে যে কোন উন্নয়ন কিংবা দুর্যোগে এগিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া। সম্মিলিতভাবে কাজ করলে সফলতা আসবেই।' যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে দিনাজপুর জেলা সমিতির নব-নির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বক্তারা।

কুইন্সে বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকার একটি রেস্টুরেন্টে এ অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তোলোয়াত ও বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। বাংলা ভাষা-ভাষী এক জেলার সকলে একত্রিত হতে পরে অভিষেক অনুষ্ঠান পরিণত হয় মিলনমেলায়। এসময় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। সুর আর সঙ্গীতের মূর্ছনার মেতে উঠেছিল উপস্থিত সবাই।

অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্বে পালন করেন সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা ড. রুহুল কুদ্দুস। তিনি বলেন, বাংলাদেশি আমেরিকানদের মূল ধারার রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার সময় এসেছে। সবার মাঝে একতা তৈরি হলে যা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানটি উপাস্থাপনায় ছিলেন আরিফুর রহমান।

নতুন কমিটির সভাপতি মো: জাবেদ চৌধুরী ভুট্টু ও সাধারণ সম্পাদক মো: বিপুল সরকার সমিতিকে সুসংগঠিত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে এসময় নানা পরিকল্পনার কথা জানান।

২৯ সদস্যের নতুন কমিটির অন্যান্যরা হলেন সহ-সভাপতি ফতেনূর আলম বাবু, সহ-সভাপতি মো: গোলাম কিবরিয়া, সহ-সভাপতি রেজাউল করিম বাপ্পি, সহ-সভাপতি আমিনুর রহমান ইনসান, সহ-সভাপতি ডা: মহিদুল চৌধুরী, যুগ্ম মোস্তাক আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: শাহীন চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামীম সরকার, মো: এফ আলম (নিউমুন), যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো: লুতফর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মো: মাসুদ বেগ, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ মো: এস রহমতুল্লাহ, সাহিত্য ও প্রচার সম্পাদক মো: আমিনুর ইসলাম, যুগ্ম সাহিত্য ও প্রচার সম্পাদক আরিফুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক মো: তারিকুল ইসলাম, যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক মো: রানা পারভেজ, ক্রীড়া সম্পাদক মো: শফি উল্লাহ, যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক মো: কিবরিয়া হাবিব, আপ্যায়ন সম্পাদক সামিউর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা: নার্গিস রহমান, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফারহানা চিশতী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা বিলকিস বি. চৌধুরী, সমাজ কল্যান সম্পাদক, শেখ জুয়েল, কার্যকরী সদস্য মো: তারেক জাহেরী, কার্যকরী সদস্য মো: টি. ইসলাম, কার্যকরী সদস্য শামিমা ইসলাম সুমী, কার্যকরী সদস্য মো: আব্দুর রশিদ।

নিউইয়র্কে দিনাজপুর জেলা সমিতির নব-নির্বাচিত কমিটির অভিষেক

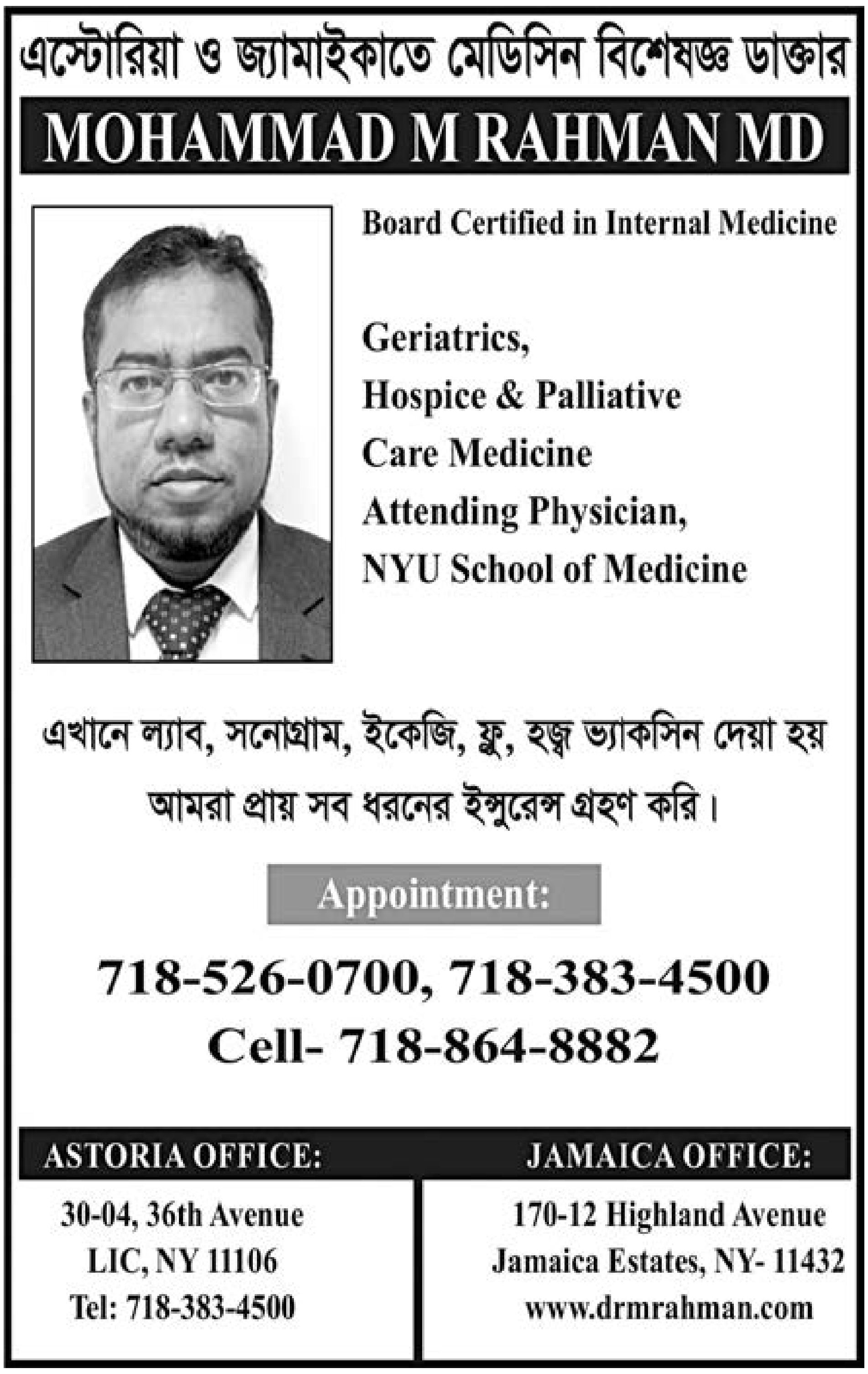

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTRACT

healthfirst · CenterLight · Anthem · Hamaspik · MetroPlusHealth · SWH

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

CALL US NOW!
718-516-3425

A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG

CONTACT US:
Off: 718-516-3425 | FAX: 646-568-6474 | newyorksadc.com | intake@ny-sadc.com | 116-33 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375 | 78-06 101 Ave, Suit C Ozone Park, NY 11416

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

কম্পট্রোলারের উদ্বেগ

নিউইয়র্কের বাজেটে বড় কাটছাঁটের শঙ্কা

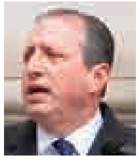

টম ডিনাপোলি

নিউইয়র্ক স্টেটের কম্পট্রোলার টম ডিনাপোলি সম্প্রতি গভর্নর কাথি হোকুলের বাজেট পরিকল্পনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি সতর্ক করেছেন, ফেডারেল সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের বাজেটে বড় কাটছাঁট হতে পারে, যা রাজ্য অর্থনীতির উপর গুরুতর প্রভাব ফেলবে।

ডিনাপোলি বিশেষভাবে ৩ বিলিয়নর ডলার অতিরিক্ত বাজেট ফান্ডের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, এত বিশাল পরিমাণ অর্থ ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সঠিক ব্যবহার নিয়ে রাজ্য সংসদকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঋণ পরিশোধ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামগুলোর জন্যও এই অর্থ ব্যবহৃত হতে পারে।

ফেডারেল সহায়তার ব্যাপারে ডিনাপোলি আরও বলেন, নিউইয়র্ক রাজ্যের বাজেটের ৪০ শতাংশ ফেডারেল তহবিলের ওপর নির্ভরশীল। যদি ফেডারেল তহবিল কমে যায়, তা হলে রাজ্যের স্বাস্থ্য সেবা, মেডিকেড, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামগুলোতে গুরুতর প্রভাব পড়বে। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্যানডেমিক-কালীন সহায়তা এখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

এছাড়া, ডিনাপোলি রাজ্য বাজেটের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্য বাজেটের ব্যয় অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু রাজস্ব সেই অনুযায়ী বাড়ছে না। এই ব্যবধান বাড়তে থাকলে পরবর্তী বছরে একটি বড় বাজেট ঘাটতি তৈরি হতে পারে। আমাদের অবশ্যই টেকসই আর্থিক নীতির দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

কম্পট্রোলার আরও উল্লেখ করেন,

‘আইকন অফ টাইম অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ পেলেন কাজী জহিরুল

নিউইয়র্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক

বর্তমান সময়ের বরেণ্য কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবী কাজী জহিরুল ইসলামকে তার জন্মদিনের প্রাক্কালে ‘আইকন অফ টাইম অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ দিয়েছে গ্রেস ফাউন্ডেশন।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের হলিউডে কবির বাসভবনে গেল ৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কবির হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন গ্রেস ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) দিমা নেফারতিতি। তিনি কবির হাতে ‘আইকন অফ টাইম অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ সম্মাননার স্মারক তুলে দেন এবং কবিকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উনবাঙাল সাহিত্য সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মুক্তি জহির, মানবাধিকার নেত্রী কাজী ফৌজিয়া, সাংবাদিক রওশন হক, কবি সুমন শামসুদ্দিন, আবৃত্তিশিল্পী আহসান হাবীব, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ ফজলুর রহমান, শিল্পী নজরুল ইসলাম ও সৈয়দ মাসুদুল ইসলাম টুটুল, কবি রেনু রোজা, আবৃত্তিশিল্পী মুন্না চৌধুরী, শেলি ইয়াসমিন। সকলে কবিকে ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন। এ সময় কবি কাজী জহিরুল ইসলাম তার অভিব্যক্তিতে দিমা নেফারতিতি ও গ্রেস ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

তিনি বলেন, ‘গ্রেস ফাউন্ডেশন সমাজের আলোকিত মানুষদের সম্মান জানায় প্রতি বছর। এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় এবং অনুপ্রেরণার। ‘আইকন অফ টাইম’ একটি যুগান্তকারী সম্মান। এই সম্মান ও অর্জন আমার সাহিত্যিক স্বত্তা থেকে সমাজের জন্য আলোকিত কাজ করবার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিলো।’

দিমা নেফারতিতি বলেন, ‘কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা ও গদ্যের অসাধারণ প্রভাব রয়েছে বাংলা সাহিত্য, সমকালীন সমাজ ও সমাজের সার্বজনীন মানবতাবাদী প্রয়াসে। গ্রেস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাভাষার বহুমাত্রিক কবি ও লেখক কাজী জহিরুল ইসলামের হাতে ‘আইকন অফ টাইম অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত।’

মুক্তি জহির কবির জন্মদিনে গ্রেস ফাউন্ডেশনের এমন সুন্দর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘আপনারা সবাই আমাদের সুহৃদ, শিল্পের সারথি। আপনাদের ভালোবাসা, শুভেচ্ছায় কবি কাজী জহিরুল ইসলামের জন্মদিন উদযাপনের এই সন্ধ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে, আলোকিত হয়েছে। গ্রেস ফাউন্ডেশন প্রতি বছর আলোকিত মানুষদের সম্মান জানায়। একটি সুন্দর সমাজ নির্মাণে এমন অনুপ্রেরণা ভীষণ সময়োপযোগী।’

‘আইকন অফ টাইম অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ প্রদান ও কাজী জহিরুল ইসলামের জন্মদিন উদযাপনে সুন্দর প্রাণবন্ত সন্ধ্যা উপভোগ করেন কবির ভক্ত, অনুরাগী, প্রিয়জনেরা।

মজলুম ছিলেন, জালিম হবেন না

ছাত্রদলকে হাসনাত

ঢাকা অফিস

হাসনাত আব্দুল্লাহ

ছাত্রলীগ হতে চাইলে সংগঠনটির মতো পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে ছাত্রদলকে সতর্ক করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) সংঘর্ষের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, ‘যারা ছাত্রলীগ হয়ে উঠতে চাইবে, তাদের পরিণতি ছাত্রলীগের মতোই হবে। শিক্ষার্থীদের ভাষায় কথা বলুন, তাদের মনোভাব বুঝে রাজনীতির আহ্বান জানাই। কিন্তু ক্যাডার পলিটিক্স করতে চাইলে তাদের প্রতিহত করতে হবে। আপনারা (ছাত্রদল) মজলুম ছিলেন, জালিম হবেন না।’

মঙ্গলবার কুয়েটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত ১৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সংঘর্ষের জন্য পরস্পরকে দায়ী করেছে সংগঠন দুটি।

ঢাবিতে ছাত্রদল-বৈষম্যবিরোধীদের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ ঢাবিতে ছাত্রদল-বৈষম্যবিরোধীদের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ

এ ঘটনার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে একটি পোস্টে বলা হয়, ‘ছাত্রদলের সন্ত্রাস, রুখে দাঁড়াও ছাত্র সমাজ।’

অপরদিকে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মল্লিক ওয়াসি উদ্দিন তামী স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বিকেলে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)-এ সাধারণ শিক্ষার্থী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারকে অপব্যবহার করে ফরম বিতরণের অভিযোগ এনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর নৃশংস হামলা চালিয়েছে গুপ্ত সংগঠন শিবির ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের কতিপয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী।’

ওই বিবৃতিতে বলা হয়, ‘নিষিদ্ধ ঘোষিত ফ্যাসিবাদী সংগঠন ছাত্রলীগ যেমন অতীতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নামকে ভাঙিয়ে নিজেদের নানান অপকর্মের সাফাই দিতো, ঠিক সেভাবেই ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে গুপ্ত সংগঠন শিবির সাধারণ শিক্ষার্থীদের নামকে কলুষিত করছে এবং এই নাম ব্যবহারের মাধ্যমে হামলা চালিয়ে সহিংস ফ্যাসিবাদী কায়দা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।’

যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরতেই ডাকাতের কবলে

ঢাকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরা এক ব্যক্তির গাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাত দল প্রায় ৫০ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে হাজীগঞ্জ-গৌরীপুর সড়কের হাজীগঞ্জ মডেল মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, লক্ষ্মীপুর সদরের দক্ষিণ মজুপুর কাজীবাড়ীর জাহাঙ্গীর আলম ও তাঁর মা নুরজাহান বেগম গত মঙ্গলবার রাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে আসেন। বিমানবন্দর থেকে একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ডাকাত দল একটি পিকআপ ভ্যান দিয়ে গাড়িটির গতিরোধ করে দেশীয় অস্ত্রসহ হামলা করে। এ সময় ডাকাতেরা মাইক্রোবাসটি ভাঙচুর করে ১০ ভরি সোনা, ৩০ হাজার ইউএস ডলার, কিছু নগদ টাকাসহ প্রায় ৫০ লাখ টাকার মালপত্র নিয়ে যায়।

বিসিএ'র মাতৃভাষা দিবস ও বই উৎসব আগামী শনিবার

ডেস্ক রিপোর্ট

আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি মহান একুশে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও বই উৎসবের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ইনক, মেরিল্যান্ড। রোসকো আর নিক্স এলিমেন্টারি স্কুল অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এবারের অনুষ্ঠানমালায় থাকছে, অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, একুশের গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও শিশু-কিশোরদের জন্য অংকন।

একুশে উদযাপন কমিটির আহবায়ক নিয়তি নির্মলা রেগো জানান, এই প্রথম একুশে অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে যাচ্ছে বই উৎসব। বই উৎসবে সার্বিক সহযোগিতায় থাকছে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফোরাম, মেট্রো ওয়াশিংটন। ফোরামের তত্ত্বাবধানে বইয়ের স্টলে থাকবে বাংলা বই।

সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক লিমা কোরাইয়া ও মুক্তা মেবেল রোজারিও জানায়, অনুষ্ঠানের শুরুতে থাকবে শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণ, বাংলাদেশের পতাকা হাতে শিশুদের শোভাযাত্রা, মঞ্জুরি নৃত্যালয় ও সৃষ্টি নৃত্যাঙ্গনের পরিবেশনা, আবৃত্তি ও একুশের গান।

সাবওয়েতে ভাড়া ফাঁকি রোধে ধাতব গেইট স্থাপন

নিউইয়র্কের গণপরিবহন কর্তৃপক্ষ (এমটিএ) সাবওয়েতে ভাড়া ফাঁকি রোধে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি ব্রুকলিন ব্রিজ-সিটি হল স্টেশনের টার্নস্টাইলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির ধাতব বাধা স্থাপন করা হয়েছে, যা যাত্রীদের বিনা টিকিটে প্রবেশ প্রতিরোধে সহায়ক হবে। এটি এমটিএর নতুন উদ্যোগের অংশ, যা ‘সাবওয়ে স্পাইকস’ ইনস্টলেশনের কয়েক সপ্তাহ পর বাস্তবায়িত হয়েছে।

এমটিএ জানিয়েছে, জানুয়ারি মাসে লেক্সিংটন অ্যাভিনিউর ৫৯ স্ট্রিট স্টেশনে ‘সাবওয়ে স্পাইকস’ স্থাপন করা হয়েছিল। যা সাবওয়ে যাত্রীদের হাতের রেলিং ধরে লাফিয়ে প্রবেশ রোধ করে। ২০২৩ সালে, এমটিএ কিছু স্টেশনে বৈদ্যুতিক দরজা স্থাপন করেছিল, কিন্তু টিকটকের একটি ভিডিওতে তা খোলার উপায় প্রকাশ পাওয়ায় এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

নতুন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হোচুল ঘোষণা করেছেন, ১০০টি অতিরিক্ত স্টেশনে নতুন বাধা স্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি স্টেশনে উজ্জ্বল এলইডি লাইট সংযোজন করা হবে। তিনি বলেন, ‘ভাড়া ফাঁকি দেওয়া ব্যক্তিদের প্রতিরোধে আধুনিক গেট স্থাপন করা হবে।’

এছাড়াও, ট্রেন ও প্ল্যাটফর্মে পুলিশ মোতায়েন বাড়ানো হবে এবং ২০২৫

সালের মধ্যে ২০টি স্টেশনে আধুনিক ভাড়া গেট বসানো হবে। এই সংখ্যা ২০২৬ সালের মধ্যে আরও ২০টি স্টেশন পর্যন্ত বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

এমটিএর তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় মাসে তাদের পদক্ষেপের ফলে ভাড়া ফাঁকি ২৬ শতাংশ কমেছে। ২০২৪ সালে পুলিশ ১,৪৩,০০০ এর বেশি ‘সার্ভিস চুরি’ সংক্রান্ত সমন ইস্যু করেছে। এমটিএ তাদের পাঁচ বছরের নতুন মূলধনী পরিকল্পনার জন্য ৬৮.৪ বিলিয়ন ডলার তহবিলের আবেদন করেছে।

এমটিএ চেয়ারম্যান জান্নো লিবার বলেন, ‘আমরা জননিরাপত্তা এবং ভাড়া ফাঁকি রোধে বাস্তবসম্মত অগ্রগতি করছি, তবে আরও অনেক কিছু করার বাকি রয়েছে।’ এমটিএ নতুন প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তবে কার্যকারিতা কেমন হবে, তা সময়ই বলে দেবে।

আসিফ মাহমুদ

আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন করতে হবে

ঢাকা অফিস

আসিফ মাহমুদ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এই মন্তব্য করেন তিনি।

নিজের ফেসবুক আইডিতে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া লেখেন, 'আওয়ামী লীগকে শুধু নিষিদ্ধ নয়, রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এটাই আমার ব্যক্তিগত অবস্থান। এখন সেটা করার প্রসেস (প্রক্রিয়া) কী হবে, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে এমন নজির আছে।'

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আরও লেখেন, 'আমার চোখের সামনে ওদের (আওয়ামী লীগ এবং দলটির সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী) গুলিতে ভাইদের শহীদ হতে দেখেছি। গুমের শিকার হয়েছি, মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখেছি।'

নিজের গতকাল মঙ্গলবার দেওয়া এক বক্তব্যের জের ধরে আসিফ মাহমুদ বলেন, 'আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের চিন্তাও আসা অসম্ভব। বিস্তারিত না বলায় আমিও ঠিকভাবে বোঝাতে পারিনি। কিছু কিছু মিডিয়াতেও বক্তব্য ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে আওয়ামী লীগ হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়নি। বিচারের পূর্বে এই প্রশ্নই অবান্তর।'

'তবে এই প্রশ্নের একটা স্থায়ী সমাধানে পৌঁছাতে হবে, তা যদি না হয় তবে আজ বা কাল আওয়ামী লীগ আবার ফিরে আসার সুযোগ পাবে। আওয়ামী লীগ, জামায়াতকে (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি) নিষিদ্ধ করেছিল, তাতে কি জামাতের রাজনীতি করা আটকাতে পেরেছে? এটা যদি ইন্টিগ্রেটেড প্রসেসের মধ্য দিয়ে না হয় তাহলে সম্ভব হবে কি না প্রশ্ন থেকে যায়।

দেশে ও প্রবাসে সিলেট প্রদেশ দাবি নিয়ে মুখর বৃহত্তর সিলেটবাসী

ডা: জিয়াউদ্দীন আহমেদ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্যোগে চারটি প্রদেশ করার যে প্রস্তাব রেখেছেন তাকে আমরা স্বাগত জানাই। আজকে দেশ গড়ার জন্য দেশ ও প্রবাসের সিলেটবাসীদের পক্ষ থেকে আমাদের আবেদন সিলেট বিভাগকে আরেকটি প্রদেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ১৮৭৫ থেকে যে বঞ্চনা শুরু হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটানো। ১৮৭৫ এ ব্রিটিশ সরকার তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও 'বেঙ্গল' প্রদেশ থেকে জোর করে সিলেট জেলাকে আসাম প্রদেশের সাথে যুক্ত করে। সিলেটের বাঙালীরা (হিন্দু মুসলিম সবাই) সংখ্যালঘু কিন্তু শিক্ষিত হবার জন্য আসাম প্রদেশের আদিবাসীদের দ্বারা প্রচুর বৈষম্যের শিকার হতেন। ১৯৪৭ সালে সিলেটবাসীরা ভোট দিয়ে ঐতিহাসিক রেফারেন্ডামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা বা পাকিস্তানে যোগ দেন। সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে তখন সামরিক, শিক্ষা ও প্রশাসনিক পর্যায়ে সিলেটিদের আধিক্য ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু বহু দিন বেঙ্গল প্রদেশের বাইরে থাকায় এবং অপরিচিত আঞ্চলিক ভাষাগত ব্যবধানে (যদিও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা আরো কঠিন) তখন তারা একটি বৈষম্যের শিকার হতে থাকেন। তার বহু প্রমাণ বিদ্যমান। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে স্বাধিনতা সংগ্রাম ও সামাজিক উন্নয়নে সিলেটবাসীদের অবদান বিশাল। প্রাকৃতিক সম্পদে, পর্যটনে, রেমিট্যান্সে সব জেলা থেকে অগ্রগণ্য। ভাষা আন্দোলনে সিলেটের ভুমিকা ১৯৪৭ থেকে শুরু হয় সবার আগে। মাঠে আন্দোলন আর আল ইসলাহ ও নও বেলাল পত্রিকা ছিল অগ্রণী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর প্রথম ছয় জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বহু খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, সিলেট মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের দেশের সবচেয়ে বেশি আত্মাহুতি, যুদ্ধকালীন এবং এখনো প্রবাসী সিলেটিদের বিশাল অবদান, বিনিয়োগ, রেমিট্যান্স অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা সবই দৃশ্যমান। সিলেটের মানুষ সব সময় ধর্ম ভীরু কিন্তু ব্রিটিশ আমল থেকেই এমন অসাম্প্রদায়িক উদাহরণ অন্য কোথাও দেখা যায়না। বংক বাবু ১ টাকার বিনিময়ে কুদরতউল্লাহ মসজিদের জমি দান করেন আর তৎকালীন আসামের শিক্ষা মন্ত্রী সৈয়দ আবদুল মজিদ কাপ্তান মিয়া ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে বিরাট ইমারত বানিয়ে নিজের নামে না দিয়ে তখন জীর্ণশীর্ণ বন্ধ হবার মত মুরারীচাদ কলেজ (এম সি কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক মাস আগেও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সময় সিলেটে একজন রাজনৈতিক নেতা ছাড়া কোনো সংখ্যালঘু মানুষের উপর চাপ পড়েনি। অথচ অনেক মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি ঘর প্রতিহিংসায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

সিলেট প্রদেশ প্রতিষ্ঠার দাবিতে লন্ডনে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সভা

দুঃখের বিষয় সমস্ত দেশ যখন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন সিলেট দ্রুত পিছনের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। আজকে সিলেটে যোগাযোগ ব্যবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বহু বছর একনেক এ পাশ হওয়া রাস্তাঘাট, রেল লাইন, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিনিয়োগসহ অনেক প্রকল্পের টাকা অন্য জেলায় চলে যায়। কেন্দ্রীয় এবং রাজনীতি সরকারের দুর্নীতি এবং অসাধু প্রশাসনের সহায়তায় অবিরাম এই ঘটনা ঘটেই চলছে। সিলেটের পর্যটন বিপর্যস্থ, চা বাগানগুলো বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। বঞ্চনার ফর্দ এত বিশাল তার জন্য তথ্য দিয়ে আরেকটি প্রকাশনা করে দিতে হবে।

সিলেটে এই বৈষম্যের কারণে ১৯৮০ সাল থেকে বেশ কিছু প্রতিবাদ শক্তভাবে গড়ে উঠে। গ্রামে-গঞ্জে, হাওরে প্রথমে খাস জমিতে সিলেটের মানুষকে বঞ্চিত করে প্রশাসন তাদের জেলার মানুষদের এনে বসবাস করতে দেন। তাতে সাধারণ মানুষের ভেতর তাদের সাথে একটি বিরোধ তৈরী হয় যেটা এখনও চলমান আছে। তবে প্রজন্মদের সিলেটি হবার জন্য অনেকটা সহনশীল হয়েছে। আজকে সিলেটে পেশাগত কারণে অন্য জেলার অনেকেই স্থায়ীভাবেই বসবাস করেন এবং সিলেটকে নিজেদের জেলা হিসাবেই আপন করে নিয়েছে। তাই সিলেট বৈষম্যের এই আন্দোলন কোনো বিভাজন বা আঞ্চলিকতার আন্দোলন নয় এই প্রচেষ্টা পিছনে পড়ে থাকা সিলেট অঞ্চলকে উন্নত করার করার অভিপ্রায়ে একটি শক্ত পদক্ষেপ।

দেশে ও প্রবাসে সিলেটবাসীদের বহু বছরের এই ক্ষোভ আজকে বড় অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যার জন্য সিলেট প্রদেশ ছাড়া এই বৈষ্যমের অবসান হবেনা বলে সবার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমাদের অনুরোধ আপনি এই তথ্য গুলি জেনে, পরিলক্ষণ করে এত বছরের বৈষম্যকে অবসান ঘটিয়ে সিলেটকে একটি প্রদেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার দাবিকে স্বাগত জানাবেন। প্রবাসী ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সাধারণ মানুষ, এন্টারপ্রেনার সবাই আজ সহায়তা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

জামালপুর সমিতির সভাপতি সিদ্দিক, সম্পাদক জাস্টিস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আমেরিকা—বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক ও সাপ্তাহিক আজকালের জেনারেল ম্যানেজার মো. আবু বকর সিদ্দিকী এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মশিউর রহমান জাস্টিস।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত জমকালো এক অনুষ্ঠানে এই কমিটি গঠন করা হয়। এতে সংগঠনের সদস্যরা ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

নতুন কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে সংগঠনের উপদেষ্টা ফরিদ আলম বলেন, আমরা অনেক আগে থেকেই নিউইয়র্কে সংগঠনের একটি নিজস্ব ভবন করার চিন্তা ভাবনা করছি। আমি আশা করব, এই কমিটির মাধ্যমে আমাদের সেই স্বপ্ন পুরণ হবে। তিনি ভবন ক্রয়ের ব্যাপারে কমিটির পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

উপদেষ্টা জিল্লুর রহমান বলেন, জামালপুর জেলা সমিতির সদস্যদের মধ্যে যেন কোন প্রকার ভুল বোঝাবুঝি না হয়, সে ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

উপদেষ্টা আলমগীর হোসেন নতুন কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে এবং এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য মেনে চললে এই সমিতি নিউইয়র্কে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিতে সক্ষম হবে।

নতুন কমিটির সাফল্য কামনা করে উপদেষ্টা ডিউক খান বলেন, এই কমিটির প্রত্যেক সদস্যের মধ্য আছে সংগঠন চালানোর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। তাদের এই শক্তি দিয়ে সংগঠন চালালে এটি গতীশীল হবে।

নবনির্বাচিত সভাপতি আবু বকর সিদ্দিকী তাঁর বক্তব্যে সংগঠনকে আরও গতীশীল, কার্যকর ও যুক্তরাষ্ট্রের মূলস্রোতের সাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। আবু বকর সিদ্দিকী আরও বলেন, নতুন কমিটির মাধ্যমে জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ একটি শক্তিশালী ও যুগোপযোগী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আমরা সবার সহযোগিতা নিয়ে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিতে চাই।

> সোমবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত জমকালো এক অনুষ্ঠানে এই কমিটি গঠন করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান জাস্টিস বলেন, জামালপুর জেলার ইতিহাস—ঐতিহ্য নিউইয়র্কের মাটিতে তুলে ধরতে এই সংগঠনটি আন্তরিক ভাবে কাজ করে যাবে।

সংগঠনের অন্যান্য বক্তরা বলেন, আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর জামালপুর জেলা সমিতি গঠন করবো। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা চাই ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে। এই সংগঠনকে আরও ওপরে দেখতে চাই।

দুই বৎসর মেয়াদীর কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সহ সভাপতি আজিজুল হক সাইদুর রহমান ও সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সেলিম রেজা, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নূরে আলম সিদ্দিকী, কোষাধ্যক্ষ মিজানুর রহমান, প্রচার সম্পাদক সাইম ইসলাম, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. মোক্তার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. আনিছ মিয়া, ক্রীড়া সম্পাদক সাকির উল্লাহ, মহিলা সম্পাদক মোছা. কনিকা, আপ্যায়ন সম্পাদক কানিজ ফাতেমা, সমাজ কল্যান ও ত্রাণ সম্পাদক মো. মিলন কবির।

সদস্য মো. হোসেন মোক্তার, শফিকুল ইসলাম সাবু, আব্দুর রশিদ, মো. আব্দুল বাছেদ, ফজলুর রহমান, আব্দুল্লহ আল মামুন, সিফাত উল্লাহ, রাকিবুল হাসান সবুজ, সিদ্দীক শেখ ও আব্দুল আল মামুন।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
PROBASHI SHERPUR ZILLA SOMITY USA INC.
EST-2002
প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
নব-নির্বাচিত কার্যকরী কমিটি (২০২৫-২০২৬)
অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
স্থানঃ আল আকসা পার্টি হল (তাজমহল পার্টি সেন্টার), ১৪৮-০১ হিলসাইড এভিনিউ, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫
তারিখঃ ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৫, শনিবার, সময়ঃ বিকাল ৫:০০ ঘটিকা
সভাপতি
ইঞ্জিঃ প্রদোষ চক্রবর্তী
সাধারণ সম্পাদক
মোঃ ছামেদুল হক ঝন্টু
সিনিয়র সহ-সভাপতি
মোঃ আক্তারুজ্জামান
সিনিয়র সহ-সভাপতি
সাবেরা জামান চৌধুরী
সহ-সভাপতি
মোঃ আল আমিন
সহ-সভাপতি
এস এম আসাদুজ্জামান (সেলিম)
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
নাইছ চৌধুরী
সহ সাধারণ সম্পাদক
লিটন জামান
কোষাধ্যক্ষ
মোঃ রাকিবুল ইসলাম (রাসেল)
সাংগঠনিক সম্পাদক
খন্দকার মেহেদী হাসান
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক
শিহাব আহমেদ কিবরিয়া
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সম্পাদক
মোঃ শফিউল আলম (সোহাগ)
কার্যকরী সদস্য
নাহিদ রায়হান লিখন
কার্যকরী সদস্য
মোঃ মাসুদ পারভেজ (মুক্তা)
কার্যকরী সদস্য
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
মোস্তফা সাদী
কার্যকরী সদস্য
মোঃ শহিদুল আলম (শাহীন)
কার্যকরী সদস্য
রেখা জামান চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য
মোঃ শফিকুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
গৌতম চক্রবর্তী (মিন্টু)
কার্যকরী সদস্য
মোস্তারীন আক্তার (লিমু)
কার্যকরী সদস্য
বদিউজ্জামান মিয়া (শিমুল)
সুধী, আসসালামু আলাইকুম, আসছে ২২ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ শনিবার বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় আল-আকসা রেস্টুরেন্ট ও পার্টি হল (তাজ মহল পার্টি সেন্টার) ১৪৮-০১ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকায় প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক এর নব-নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
প্রধান অতিথি ঃ এইচ. এম. জামিল, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বেঙ্গল হোম কেয়ার
গেষ্ট অব অনার ঃ আতাউর রহমান সেলিম, সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
বিশেষ অতিথি ঃ মোঃ ডিউক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি
সভাপতি ঃ নাহিদ রায়হান লিখন
সংগীত পরিবেশনায়ঃ
রুকসানা মির্জা এবং শাহ্ মাহবুব
আমন্ত্রণেঃ
আহবায়ক: মোঃ রাকিবুল ইসলাম
(৩৪৭)৬৫৭-৪২৪৪
প্রধান সমন্বয়কারী: সাংবাদিক মোঃ আবুল কাশেম
(প্রধান উপদেষ্টা) (৩৪৭) ২৩০-৩৫৭৮
সদস্য সচিব: মোঃ নাইছ চৌধুরী
(৩৪৭)৮৩৩-৯২২৩
যুগ্ম আহবায়ক
গৌতম চক্রবর্তী মিন্টু
(৩৪৭)৫৫২-৬৬২২
সদস্য
মোঃ লিটন জামান
(৯২৯)৬৩১-৮০১৭
সদস্য
খন্দকার মেহেদী হাসান
(৩৪৭)২৫৭-৭০৭০
নাহিদ রায়হান লিখন
সভাপতি
(৯১৭) ৪৯৬-৬৯২৬
ধন্যবাদান্তে
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
(৬৪৬) ৩৩৯-৩৫১৫

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগবিষয়ক আলোচনা সভা

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে `তারুণ্যের উৎসব-২০২৫' উপলক্ষ্যে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ বান্ধব সংস্কারের উপর একটি ওয়েবিনারের ভিডিও প্রদর্শন করা হয় যেখানে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভলপমেন্ট অথরিটির নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বক্তব্য প্রদান করেন।

কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা তাঁর স্বাগতিক বক্তব্যে বাংলাদেশকে ব্যবসা-বিনিয়োগের এক অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে উল্লেখ করে সবাইকে বাংলাদেশের আকর্ষণীয় বিনিয়োগ সুবিধাসমূহ গ্রহন করার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনালী ব্যাংক পিএলসি ও সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনকের পরিচালনা পর্ষদ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী। তিনি বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে সকলকে নিয়ে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রবাসীদের বাংলাদেশে বেশী বেশী করে বিনিয়োগের আহবান জানান।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এবিসিসিআই চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ ও সভাপতি আসেফ বারী।

অনুষ্ঠানে সরকারি বেসরকারি এক্সচেঞ্জ হাউসের প্রতিনিধিবৃন্দ, দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, সংস্কৃতি ও মিডিয়া অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

‘বিশ্ব সম্রাট হতে চান ট্রাম্প’

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প “বিশ্ব সম্রাট” হতে চান বলে অভিযোগ করেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা। পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ করেছেন বলে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্তমানে বিশ্ব সম্রাট হতে চান।

ব্রাজিলের স্থানীয় একটি রেডিও স্টেশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লুলা দা সিলভা বলেছেন, “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের গণতন্ত্রই গত ৭০ বছরের ইতিহাসে সেরা শাসনের উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে কাজ করছেন, তাতে তিনি বিশ্বের সম্রাট হওয়ার চেষ্টা করছেন।”

তিনি বলেছেন, তিনি (ডোনাল্ড ট্রাম্প) সবদেশ এবং সব সরকারি নীতি নিয়ে এক সুরে কথা বলার চেষ্টা করছেন। এর আগে, বুধবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির তীব্র সমালোচনা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। জেলেনস্কিকে “স্বৈরশাসক” আখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি দেশটিতে রাশিয়ার হামলার জন্যও তাকে দায়ী করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশের পর লুলা দা সিলভা এসব মন্তব্য করেছেন।

ওয়াশিংটন যুদ্ধ শেষ করার জন্য রাশিয়ার সাথে সরাসরি আলোচনা করে কিয়েভকে চাপ প্রয়োগ করছে বলেও অভিযোগ করেছেন লুলা। তবে অভিযোগের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও উদাহরণ দেননি তিনি। প্রতিটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে ট্রাম্পকে আহ্বান জানিয়েছেন ব্রাজিলের এই প্রেসিডেন্ট।

ডোনাল্ড ট্রাম্প গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলেননি লুলা। যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

Home Care

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
VRF
HEATING & COOLING
914-222-9477 | 917-459-9483
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

CDPAP সার্ভিস নিয়ে

কোন চিন্তা করবেন না।

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা দিতে পারি।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আজ এই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনস্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

Syed Alamin
Administrator

Bestcare Corporate
3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756
Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 W 36th ST Suit 400, New York, NY 10018	1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

ডিমের উচ্চমূল্য ভোক্তা ও রেস্তোরাঁর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ

যুক্তরাষ্ট্রে নিত্যপণ্য

রেস্তোরাঁগুলোয় সকালের নাশতায় ডিমের তৈরি বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় নাশতার চাহিদা বেশি।

রোকেয়া দীপা

যুক্তরাষ্ট্রে সকালের নাশতার প্রয়োজনে রেস্তোরাঁগুলোর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, সম্প্রতি পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও বার্জ ফ্লু সনাক্তকরণে ডিমের দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে, যা খাদ্যসামগ্রীর বাজারে নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে এবং রেস্তোরাঁ ও সাধারণ ভোক্তাদের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রিভিউ ওয়েবসাইট ইয়ালপ জানিয়েছে, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৬ হাজার ৪২১টি নতুন ব্রেকফাস্ট ও ব্রাঞ্চ রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছে, যা ২০১৯ সালের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেশি। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে উৎপাদকরা এই অতিরিক্ত চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলেও বিস্তৃত বার্ড ফ্লু প্রাদুর্ভাবের ফলে খামারগুলোকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫৯ মিলিয়ন মুরগি, টার্কি ও অন্যান্য পাখি হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে এবং শুধুমাত্র ডিসেম্বরের শুরু থেকে ৪৭ মিলিয়নেরও বেশি পাখি নিধন করা হয়েছে। এর ফলে ডিমের সরবরাহ সংকুচিত হয়েছে ও দাম বেড়েছে। এ বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে ডিমের গড় মূল্য রেকর্ড ৪ দশমিক ৯৫ ডলার প্রতি ডজনে পৌঁছেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রেস্তোরাঁগুলোতে সকালের নাশতার চাহিদা ব্যাপক। রেস্তোরাঁগুলোতে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাশতার অর্ডার হল ব্রেকফাস্ট স্যান্ডউইচ, যেখানে ডিমের চাহিদা বেশ। এছাড়া, মার্কেট রিসার্চ ফার্ম 'সারকানা'ও জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের রেস্তোরাঁ মেনুর ৭০ শতাংশ ব্রেকফাস্ট স্যান্ডউইচে ডিম থাকে। 'সারকানা' আরো জানায়, ২০১৯ সালের পর থেকে সকালের খাবারের জন্য রেস্তোরাঁয় যাওয়া গ্রাহকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪ সালে দুপুরের আগের সময়সীমা রেস্তোরাঁয় মোট ভিজিটের সংখ্যা ২১ শতাংশ।

ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ পরিবেশন করা ব্রাঞ্চ 'ফার্স্ট ওয়াচ' গত দশকে তাদের শাখার সংখ্যা প্রায় চারগুণ বাড়িয়ে ৫৭০-তে উন্নীত করেছে। 'এগ আপ গ্রিল'

২০১৮ সালে মাত্র ২৬টি শাখা নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এখন এটি ৯টি দক্ষিণী স্টেটে ৯০টি রেস্তোরাঁ পরিচালনা করছে। ফ্লোরিডাভিত্তিক 'এনাদার ব্রোকেন এগ ক্যাফে' গত বছর তার ১০০তম শাখা উদযাপন করেছে।

ফাস্ট-ফুড চেইনগুলোও সকালের নাশতার মেনুতে নতুন আইটেম যুক্ত করছে। 'স্টারবাক্স' ২০১৭ সালে 'এগ বাইটস' চালু করেছিল, এখন তাদের ব্রেকফাস্ট মেনুতে ১২টি আলাদা ডিমভিত্তিক আইটেম রাখছে। 'উইন্ডি' ২০২০ সালে ব্রেকফাস্ট মেনু পুনরায় চালু করে এবং এখন ১০টি ডিম সংবলিত আইটেম অফার করছে।

'এগ আপ গ্রিল'-এর সিইও রিকি রিচার্ডসন বলেন, 'কোভিড-১৯ মহামারির পর ব্রেকফাস্ট রেস্তোরাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে, কারণ মানুষ সামাজিক সংযোগের জন্য বাইরে বের হতে চেয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'মুদ্রাস্ফীতি খাদ্যের দাম বাড়ালেও গ্রাহকরা ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চকে তুলনামূলক সাশ্রয়ী বাহ্যিক খাবারের বিকল্প হিসেবে দেখছেন।'

কোভিড-১৯ মহামারি ও বার্ড ফ্লুর প্রভাব পড়ার আগে, 'ইউএসডিএ' অনুমান করেছিল যে, আমেরিকানরা আরও বেশি করে ডিম খাবে। তবে ২০২৩ সালে জনপ্রতি ডিম খাওয়ার পরিমাণ কমে ২৪৯টিতে নেমে আসে। এছাড়াও, বিভিন্ন প্রবণতা ডিমের বাজারকে প্রভাবিত করেছে। পশু অধিকারের কথা মাথায় রেখে ম্যাকডোনাল্ড'সসহ কিছু প্রতিষ্ঠান ১০০ শতাংশ খাঁচামুক্ত ডিম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা তাদের সরবরাহের উৎস সীমিত করেছে। এর পাশাপাশি, ক্যালিফোর্নিয়া ও কলোরাডোসহ ১০টি স্টেট আইনে নির্দিষ্ট করেছে যে শুধুমাত্র খাঁচামুক্ত পরিবেশে উৎপাদিত ডিমই বিক্রি করা যাবে।

ডিমের বাড়তি মূল্য রেস্তোরাঁগুলোকে কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেছে। 'ইউএসডিএস'-এর তথ্যানুযায়ী, গত সপ্তাহে পাইকারি ডিমের দাম প্রতি ডজন ৭ দশকি ৩৪ ডলারে পৌঁছেছে, যা বছরের শুরুর তুলনায় ৫১ শতাংশ বেশি। পাইকারি দাম খুচরা দামের চেয়ে বেশি হতে পারে। কারণ সুপারমার্কেটগুলো ডিম কম দামে বিক্রি করে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে চায়।

এ নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফুডসার্ভিস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফিল কাফারাকিস বলেন, 'কিছু রেস্তোরাঁ, যেমন ওয়াফেল হাউস, ডিমের বাড়তি খরচ সামলাতে অতিরিক্ত চার্জ যোগ করেছে। অন্যরা ডিমের বিকল্প, যেমন ট্যাপিয়োকা স্টার্চ ব্যবহার করতে পারে বা মেনু থেকে কিছু ডিমভিত্তিক খাবার বাদ দিতে পারে।'

ফার্স্ট ওয়াচের প্রেসিডেন্ট ও সিইও ক্রিস টোমাসো বলেন, 'ডিম তাদের ব্র্যান্ডের মূল অংশ এবং বেশিরভাগ খাবারেই ব্যবহৃত হয়। এখনো তারা পর্যাপ্ত ডিম পেয়ে যাচ্ছে এবং বাড়তি চার্জ নিচ্ছে না। তবে ডিম ছাড়া খাবার, যেমন মাংস ও আলুর পরিমাণ বাড়াচ্ছে।'

'এগস আপ গ্রিল'-এর রিচার্ডসন বলেন, 'তিনি সম্প্রতি ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তারা অতিরিক্ত চার্জ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

আমেরিকায় মাঝ আকাশে দুই বিমানের সংঘর্ষে নিহত ২

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিমানবন্দরে মাঝ আকাশে দুটি বিমানের সংঘর্ষে অন্তত দুজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় বুধবার সকালে অ্যারিজোনা রাজ্যের মারানা আঞ্চলিক বিমানবন্দরে এ ঘটনা ঘটে।

ইন্দো–এশিয়ান নিউজ এক প্রতিবেদনে বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, দুইজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করছেন কর্মকর্তারা।

মার্কিন জাতীয় পরিবহন সুরক্ষা বোর্ডের প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, বুধবার সকালে রানওয়ে ১২–তে আকাশে থাকা অবস্থায় দুটি বিমান সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বিমানবন্দরের রানওয়ের মধ্যেই এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পর আগুন ধরে যায় বিমানে। হতাহতদের সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি বলে প্রতিবেদন জানিয়েছে।

ফিলিস্তিন বিক্রির জন্য নয়: মাহমুদ আব্বাস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, তাঁর দেশ বিক্রির জন্য নয়। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার পশ্চিম তীরের রামাল্লায় ফাতাহর কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভার উদ্বোধনী বক্তৃতায় মাহমুদ আব্বাস এ কথা বলেন। ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফার বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি।

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেন, 'ফিলিস্তিন বিক্রয়ের জন্য নয়, এমনকি গাজা, পশ্চিম তীর কিংবা জেরুজালেম– ফিলিস্তিনের কোনো অংশই ছেড়ে দেওয়া হবে না।'

আদ্দিস আবাবায় স্থানীয় সময় গত শনিবার শেষ হওয়া আফ্রিকান ইউনিয়নের শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন মাহমুদ আব্বাস। সে কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ফিলিস্তিনি জনগণকে বাস্তুচ্যুত করার যেকোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছি। ফিলিস্তিন বিক্রির জন্য নয়। গাজা, পশ্চিম তীর বা জেরুজালেমসহ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের কোনো অংশই ছেড়ে দেওয়া হবে না।'

বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সাথে সাক্ষাতের সময় মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনি জনগণকে বাস্তুচ্যুত করার যেকোনো প্রচেষ্টাকে দৃঢ় প্রত্যাখ্যানের কথা পুনর্নিশ্চিত করেছেন। এ ছাড়া ফিলিস্তিনি সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের ভিত্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক বৈধতা এবং আরব শান্তি উদ্যোগকে মেনে চলার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন।

২০০২ সালে বৈরুতে আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত আরব শান্তি উদ্যোগে ১৯৬৭ সালের নির্ধারিত সীমানার ভিত্তিতে একটি স্বীকৃত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে, যার রাজধানী হবে পূর্ব জেরুজালেম। আর এর বিনিময়ে আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেবে এবং সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন রেখা গুপ্তা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রেখা গুপ্তা

দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন রেখা গুপ্তা। শালিমার বাগ আসন থেকে প্রথমবারের মতো বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় বিজেপির নির্বাচিত বিধায়কেরা দলীয় বৈঠকে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেন।

৫০ বছর বয়সী রেখা গুপ্তা আম আদমি পার্টির অতিশির স্থলাভিষিক্ত হবেন। এর মধ্য দিয়ে দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ১০ বছরের শাসনের অবসান ঘটবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দিয়েছে দিল্লি বিজেপি। বিজেপির পোস্টে বলা হয়েছে, 'বিধানসভার দলনেতা নির্বাচিত হওয়ায় রেখা গুপ্তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। আমরা আশাবাদী, আপনার নেতৃত্বে রাজ্য আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।'

বিজেপির বিধায়কেরা এখন রাজধানী দিল্লির গভর্নর বিনয় কুমার সাক্সেনার বাসভবনের (রাজভবন) দিকে যাচ্ছেন, যেখানে রেখা গুপ্তা তাঁর কাছে সরকার গঠনের দাবি পেশ করবেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, তাঁর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। বিজেপিকে সমর্থন দেওয়া সব সম্প্রদায়—জাট, বণিয়া, পাঞ্জাবি, পূর্বাঞ্চলী, ব্রাহ্মণ ও দলিত এই মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবে।

In Pursuit of Excellence

LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC

260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001

ATTORNEY CHANDA THAPA

INJURED

CALL
929-707-8656

FREE
CONSULTATION
24/7

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম

আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই

Attorney Eitan Magendzo

ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা

একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

নির্মাণ সাইট বা রেস্তোরাঁয় কাজ করতে গিয়ে আহত?

উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?

নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত

সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?

যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা আমাদের কল করুন

Mohammad Zahid Hossain
LLM, USA

আমরা বাংলায় কথা বলি

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
এটি একটি বিজ্ঞাপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**

বললেন ইলন মাস্ক

শিশুরা মরছিল, জেলেনস্কি তখন ফটোশ্যুট করেছিল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গতকাল বুধবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির তীব্র সমালোচনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি তাকে ‘নির্বাচনবিহীন স্বৈরাচার’ হিসেবেও অভিহিত করেন। এবার জেলেনস্কির সমালোচনায় মেতেছেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ও ট্রাম্পের বন্ধু ইলন মাস্ক।

জেলেনস্কি ও তার স্ত্রীর ২০২২ সালের ২৬ জুলাই ‘ভগ ম্যাগাজিনে’ প্রকাশিত ছবি ও সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলের সংবাদের স্ক্রিনশট নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে প্রকাশ করেছেন মাস্ক। এতে তিনি বলেছেন, যুদ্ধে যখন শিশুরা মারা যাচ্ছিল তখন জেলেনস্কি তার স্ত্রীকে নিয়ে ভগের ম্যাগাজিনে মডেল হয়ে ফটোশ্যুট করেছিলেন। ডেইলি মেইল ওই সময় জেলেনস্কির সমালোচনা করে তাদের শিরোনাম করেছিল, “রিড দ্য রুম, জেলেনস্কি ও তার স্ত্রী সবাইকে অবাক করেছেন, বিখ্যাত ফটোগ্রাফার অ্যানি ল্যাবিউইৎজের জন্য ভগের হয়ে ছবি তুলে। যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ছে।” সংবাদটি শেয়ার করে ইলন মাস্ক বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) এক্সে লিখেছেন, “শিশুরা যখন যুদ্ধের সম্মুখভাবে পরিখায় থেকে মারা যাচ্ছে, তখন জেলেনস্কি এই কাজ করেছিলেন।”

জেলেনস্কিকে স্বৈরাচার বলা ছাড়াও তাকে নিয়ে যা-তা কথা বলেছেন ট্রাম্প। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে ‘কৌতুক অভিনেতা’ বলে কটাক্ষ করে তিনি লিখেছেন, “সফল কৌতুক অভিনেতা, ভলোদিমির জেলেনস্কি, ভাবুন যুক্তরাষ্ট্র ৩৫০ বিলিয়ন ডলার খরচ করে একটি যুদ্ধে যুক্ত হয়েছে, যেটি কখনো জেতা যাবে না। যেটি কখনোই শুরু হওয়া উচিত ছিল না। এটি এমন যুদ্ধ যা জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্র ও ‘ট্রাম্পকে’ ছাড়া কখনো সমাধান করতে পারবে না।”

ট্রাম্প আরও লিখেছেন, “আমি ইউক্রেনকে ভালোবাসি, কিন্তু জেলেনস্কি (ইউক্রেনের) ক্ষেত্রে ভয়াবহ কাজ করেছেন। তার দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। লাখ লাখ মানুষ অপ্রয়োজনে মারা গেছে। আর এই মৃত্যু অব্যাহত আছে।”

এদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে রাশিয়ার সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে এতে দ্বিমত করেছেন জেলেনস্কি। সঙ্গে করেছেন সমালোচনা। এরপরই জেলেনস্কির বিরুদ্ধে বিষেদাগার শুরু করলেন ট্রাম্প ও ইলন মাস্ক।

আমাদের প্রতিটি শাখায় PCA, HHA সার্টিফিকেট সংগ্রহকারীদের রেজিস্ট্রেশন চলছে

নিজস্ব স্কুল থেকে সার্টিফিকেট প্রদান

পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে লেক্সা LHCSA সার্ভিস

এডাল্ট ডে কেয়ার চালু হচ্ছে ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আরো ৫টি নতুন সেবা আসছে

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity

অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার
বাঙলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস

BANGLA CDPAP SERVICES

Sir Dr. Abu Zafar Mahmood
President & CEO
646-769-0966, 718-290-8249
netlake111@gmail.com

LOCATIONS

Corporate Office
72-26 Broadway (2nd Floor)
Jackson Heights, NY 11372
646-769-0966 888 487 0928

Jackson Heights Office
72-28 Broadway (1st Floor)
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237, 646-769-0966

Ozone Park Office
1127 Liberty Avenue
Brooklyn (Ozone Park),
NY 11208
888-486-0764, 347-673-5525
929- 434- 5618, 646-769-0966

Buffalo Office
Ideal BD Inc. 3178 Bailey Avenue
Buffalo, NY 14215
646-769-0966, 718-290-8249

Jamaica Office
15338 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
888 228 5803 646 769 0966

Brooklyn Office
544 McDonald Avenue
Brooklyn, NY 11218
888-209-7805, 718-310-8586
718-500-2388, 646-769-0966

Bronx Office
1452 & 1454 East Avenue
Bronx, NY 10462
888-420-0168, 646-769-0966
718-290-8249

Albany Office
Suite 2009, 150 State Street
Albany, NY 12207
646-769-0966

দরদী মানব সেবার অঙ্গীকার

ওয়ালমার্টে কর্মী সঙ্কট: দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ কাস্টমাররা

কুলসুম আক্তার সুমী

কর্মী সঙ্কটের কারণে ওয়ালমার্টের ক্রেতাদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। কর্মী সঙ্কটের কারণে অনেকগুলো 'চেকআউট লেন' বন্ধ রেখে ক্রেতাদের সেল্ফ চেকআউটে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ নিয়ে হতাশ ও বিরক্ত ক্রেতারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এক নিউইয়র্কবাসী এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, 'স্টোর নম্বর ৩৫৮৩ সব লাইন বন্ধ করে দিয়েছে। মানুষ ১০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছে, অথচ সবাইকে সেল্ফ চেকআউটে যেতে বলা হচ্ছে। এমনকি '১৫ আইটেম বা তার কম' লেনেও এখন বেশি আইটেম নিয়ে চেকআউট করা হচ্ছে। ফলে সবাইকে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে।'

অপর এক ক্ষুব্ধ গ্রাহক সেলফ-চেকআউট রেজিস্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনের ছবি তুলে শেয়ার করে অভিযোগ করেন যে, এই বিশৃঙ্খলা ঘটেছে নিউইয়র্কের গ্লেনমন্টে অবস্থিত ওয়ালমার্ট সুপার সেন্টারে।

ওয়ালমার্টের এক মুখপাত্র নিউইয়র্ক পোস্টকে দেওয়া বিবৃতিতে বলেন, 'সেল্ফ চেকআউট এবং স্টাফ রেজিস্টার বিষয়ক সিদ্ধান্ত ম্যানেজারের বিচক্ষণতা, কর্মী ও ক্রেতার ফিডব্যাক, ক্রয় বিক্রয়ের ধরণ ও নির্দিষ্ট এলাকার ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে।'

ফ্লোরিডা থেকে অপর এক ক্রেতা ওয়ালমার্টের বৈকালিক চেকআউট প্রক্রিয়া সমালোচনা করেন।

অন্য এক ক্রেতা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেন, 'আপনারা 'স্ক্যান এন্ড গো' সেকশন ৭:৩০ পর বন্ধ করে দিয়েছেন, তারপর বাকি খোলা রেজিস্টারগুলোর অর্ধেকও বন্ধ করে দিয়েছেন। সবগুলো এক্সপ্রেস লেন বন্ধ এবং ১ জন ক্যাশিয়ার দিয়ে কাজ চলছে। আমি ৩টি আইটেম নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে বিবেচনা করতে হবে।'

আরো একজন ক্রেতা হতাশ হয়ে জানান, তাদের লোকেশনেও সেলফ-চেকআউট এবং অধিকাংশ রেজিস্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবং কর্মীরা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি।

'বিকাল ৬:৩০ এর দিকে সেলফ-চেকআউট বন্ধ, শুধুমাত্র ৫টি রেজিস্টার খোলা। লাইনে খুব দীর্ঘ অপেক্ষা। অনেক কর্মী দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই করছে না," এক ক্রেতা এক্স-এ পোস্টে লিখেছেন।

এক গ্রাহক বলেন, আলাবামার মন্টগোমেরির ওয়ালমার্ট সুপার সেন্টারটি সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়। এ নিয়ে কিছু করার জন্য-তিনি ওয়ালমার্টের কাছে আবেদন করেছেন।

সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে রক্তাক্ত বছর ২০২৪

নিউজ ডেস্ক

বিশ্বজুড়ে গত বছর (২০২৪) রেকর্ড সংখ্যক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। এ তথ্য জানিয়েছে সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠন কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে)।

১২ ফেব্রুয়ারি বুধবার প্রকাশিত সিপিজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব নিহতের ঘটনার প্রায় ৭০ শতাংশের পেছনে এককভাবে দায়ী ইসরাইল।

সিপিজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে বিশ্বের ১৮টি দেশে অন্তত ১২৪ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। ২০২৩ সালে সংখ্যাটি ছিল ১০২ জন। আর ২০২২ সালে ৬৯ জন। খবর রয়টার্সের।

তিন দশকের বেশি সময় ধরে সাংবাদিক আর সংবাদমাধ্যমের ওপর আঘাতের তথ্য সংরক্ষণ করছে সিপিজে। সংগঠনটি এক বিবৃতিতে বলেছে, তাদের হিসাব রাখার পর থেকে এর আগে এক বছরে এত বেশিসংখ্যক সাংবাদিক নিহতের ঘটনা ঘটেনি।

এর আগে ২০০৭ সালে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ১১৩ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছিল বলে জানিয়েছে সিপিজে। ওই সময় ইরাক যুদ্ধের কারণে এক বছরে এতজন সাংবাদিকের জীবন গিয়েছিল।

এদিকে ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ চলাকালে ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর হামলায় ৮৫ জন সাংবাদিক নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছে সিপিজে। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ৭৮ জন।

এ বিষয়ে সিপিজের পক্ষ থেকে জানতে চাইলে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানায়, 'তাদের কাছে পর্যাপ্ত কোনো তথ্য নেই। তবে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী কখনোই সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু বানায়নি, বানাবেও না।'

সিপিজের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর সুদান ও পাকিস্তানে ৬ জন করে, মেক্সিকোয় ৫ জন, মিয়ানমার, লেবানন ও ইরাকে ৩ জন করে এবং হাইতিতে ২ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

সংগঠনটির হিসাবে, বিশ্বজুড়ে গত বছর ৪৩ জন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। আগের বছর নিহত হয়েছিলেন ১৭ জন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে সংখ্যাটি ছিল ১২ জন।

সিপিজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এক বিবৃতিতে বলেন, সংগঠনের ইতিহাসে বর্তমান সময়কে সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক বিবেচনা করা হচ্ছে।

এদিকে চলতি বছর এখন পর্যন্ত বিশ্বে অন্তত ছয়জন সাংবাদিক নিহত হওয়ার খবর দিয়েছে সিপিজে।

ওয়েস্ট টেক্সাসে হাম প্রাদুর্ভাব, বাড়ছে সংক্রমণের আশঙ্কা

টেক্সাসের গেইনস কাউন্টিতে প্রথম শনাক্ত হওয়া হামের প্রাদুর্ভাব গত সপ্তাহে দ্বিগুণ হয়ে ৪৮ জনে পৌঁছেছে। টেক্সাস স্টেট স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, আক্রান্তদের বেশিরভাগই ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু, যাদের ভ্যাকসিন নেওয়া হয়নি বা টিকার তথ্য অজানা।

গেইনস কাউন্টিতে ৪২টি, টেরি কাউন্টিতে তিনটি, ইয়োকাম কাউন্টিতে দুটি এবং লিন কাউন্টিতে একটি সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। এছাড়া, নিউ মেক্সিকোর লিয়া কাউন্টিতেও তিনটি কেইস রিপোর্ট হয়েছে।

হাম একটি অত্যন্ত সংক্রামক রোগ, যা ফুসকুড়ি, জ্বর, লাল চোখ ও কাশির সৃষ্টি করতে পারে। মারাত্মক ক্ষেত্রে এটি নিউমোনিয়া, এনসেফালাইটিস বা অন্ধত্বের কারণ হতে পারে। গেইনস কাউন্টিতে শিশুদের মধ্যে ভ্যাকসিন গ্রহণের হার অত্যন্ত কম। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে, নতুন ভর্তি হওয়া কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীদের প্রায় ১৮ শতাংশ প্রয়োজনীয় টিকা নেয়নি, যা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ হার।

প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো বিনামূল্যে 'এমএমআর' টিকা প্রদান করছে। গত সপ্তাহে কমপক্ষে ৮০ জন এই টিকা পেয়েছেন, এবং স্বাস্থ্য বিভাগ প্রতিদিন ক্লিনিক চালু রাখার পরিকল্পনা করছে।

কোয়েকার ওটস ও ক্যানড টুনা: মার্কিন এফডিএ'র সতর্কতা

ডেস্ক রিপোর্ট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) কোয়েকার ওটসের কিছু পণ্য এবং কিছু ক্যানড টুনা নিয়ে গুরুতর সতর্কতা জারি করেছে। বৃহস্পতিবার এফডিএ কোয়েকার ওটসের প্যানকেক মিক্স সংক্রান্ত সতর্কতাকে সর্বোচ্চ স্তরের "ক্লাস ওয়ান" সতর্কতায় উন্নীত করেছে, যার অর্থ এটি মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে এবং মৃত্যুর ঝুঁকিও সৃষ্টি করতে পারে।

পেপসিকোর মালিকানাধীন কোয়েকার ওটস জানিয়েছে, তাদের পার্ল মিলিং কোম্পানির 'অরিজিনাল প্যানকেক অ্যান্ড ওয়াফেল মিক্স' পণ্যটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। মূলত, এই পণ্যে দুধের উপস্থিতি ঘোষণা করা হয়নি, যা দুধে অ্যালার্জি থাকা ব্যক্তিদের জন্য গুরুতর অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এই মিক্সটি যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি রাজ্যে বিক্রি করা হয়েছিল, তবে কোম্পানির দাবি, এখন পর্যন্ত কোনো ভোক্তা অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়ার অভিযোগ করেননি।

এফডিএ জানিয়েছে, কোয়েকার ওটস অতীতেও একাধিকবার পণ্য প্রত্যাহার করেছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে স্যালমোনেলা সংক্রমণের ঝুঁকির কারণে বেশ কয়েকটি গ্রানোলা বার ও সিরিয়াল বাজার থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

এদিকে, ক্যানড টুনা সম্পর্কেও ভোক্তাদের সতর্ক করেছে এফডিএ। ট্রাই-ইউনিয়ন সিফুডস নামের একটি কোম্পানি তাদের কিছু ক্যানড টুনা পণ্য বাজার থেকে তুলে নিচ্ছে, কারণ কিছু ক্যানের সিল ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া গেছে। এই ত্রুটির কারণে খাবার বটুলিজম নামক মারাত্মক খাদ্য বিষক্রিয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) জানিয়েছে, বটুলিজমের ফলে শ্বাসকষ্ট, পেশির পক্ষাঘাত এবং মারাত্মক ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

এফডিএ পরামর্শ দিয়েছে, কেউ যদি সম্প্রতি ট্রেডার জো'স, এইচ-ই-বি, কস্টকো বা ওয়ালমার্ট থেকে ক্যানড টুনা কিনে থাকেন, তবে তা না খেয়ে ফেলে দেওয়া উচিত। নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করতে, ভোক্তাদের এফডিএ'র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রিকল সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত চেক করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

একাধিক অভিবাসন বিচারককে বরখাস্ত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন

এইচ বি রিতা

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ শুক্রবার (ফেব্রুয়ারি ১৪) একাধিক অভিবাসন বিচারককে বরখাস্ত করেছে। দুইটি সূত্র এবং এক বিচারকের লিঙ্কডইন স্টেটমেন্টের মাধ্যমে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এই বরখাস্তের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন বিচার বিভাগে অভিবাসন আদালত পরিচালনা করা নির্বাহী অফিসের অস্থায়ী পরিচালক।

ট্রাম্প প্রশাসন দ্রুত ফেডারেল কর্মীবাহিনীকে পুনর্গঠন করার পদক্ষেপ নেওয়ার সাথে সাথে এই পদক্ষেপটি ইতোমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়া অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও বিঘ্নিত করতে পারে।

একটি ইউনিয়ন জানিয়েছে যে, ট্রাম্প প্রশাসনের শুরু থেকে দুই ডজনেরও বেশি অভিবাসন বিচারক, ব্যবস্থাপক এবং নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। শুক্রবার পাঁচজন মধ্যম স্তরের সহকারী প্রধান অভিবাসন বিচারক এবং ১৩ জন নতুন বিচারক প্রার্থীর বরখাস্তের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

আইএফপিটিই-এর প্রেসিডেন্ট ম্যাট বিগস বলেছেন, 'এখন একজন প্রেসিডেন্ট আছেন যিনি অভিবাসন এবং দেশের বাইরে লোক পাঠানোর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন। কিন্তু অন্যদিকে, তিনি এমন বিচারকদের বরখাস্ত করছেন যাদের এই মামলাগুলি শুনতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটা আসলে অসংলগ্ন।'

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথগ্রহণের পর থেকে, প্রশাসন ইমিগ্রেশন রিভিউয়ের নির্বাহী অফিসের কমপক্ষে চারজন শীর্ষ ব্যবস্থাপক এবং পঞ্চম একজন সিনিয়র ব্যবস্থাপককে বরখাস্ত করেছে বলে, ইউনিয়ন জানিয়েছে।

ক্যারি ডয়েল, একজন সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত অভিবাসন বিচারক, লিঙ্কডইনে জানান যে, তিনি ও অন্যরা যারা বাইডেন প্রশাসনের সময় নিয়োগ পেয়েছিলেন, তারা শুক্রবার একটি ইমেইল পেয়েছেন যার মাধ্যমে জানানো হয় যে তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে। ডয়েল পূর্বে বাইডেন প্রশাসনের সময় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের ডেপুটি জেনারেল কাউন্সেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ডয়েল অভিযোগ করেছেন যে, এই বরখাস্ত রাজনৈতিক কারণে করা হয়েছে, যেহেতু তারা বাইডেন প্রশাসনের অধীনে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আদালত বর্তমানে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন দায়েরকৃত মামলার স্তূপে আটকে রয়েছে এবং বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের কাছে আরও কর্মী নিয়োগের জন্য অর্থ অনুরোধ করা হচ্ছে।

গত বছর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে বিধানিক বল প্রয়োগের রেকর্ড উচ্চ স্তর ছিল, যার ফলে ১.৮ মিলিয়ন নতুন মামলা দাখিল হয়েছে, সিআরএস জানিয়েছে।

এই বরখাস্তের সিদ্ধান্তে মামলা জমে যাওয়ার প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাবে, যা গত তিন বছরে রেকর্ড পরিমাণে পৌঁছেছে। ২০২৪ সালের শেষে অভিবাসন মামলার মোট সংখ্যা ৩.৬ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে, যদিও বাইডেন প্রশাসন অভিবাসন বিচারক নিয়োগ এবং প্রক্রিয়া দ্রুততর করার চেষ্টা করেছে।

আইএফপিটিই-এর বিগস বলেছেন, 'প্রত্যেক পক্ষেরই অভিবাসন বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে দ্বিদলীয় সমর্থন রয়েছে। এখন মামলার স্তূপ প্রায় ৪ মিলিয়ন, আর এই প্রশাসন এসব বরখাস্তের মাধ্যমে স্তূপ আরও বৃদ্ধি করতে সফল হয়েছে।'

যুক্তরাষ্ট্রে শীতকালীন ঝড় ও বন্যায় ৯ জনের মৃত্যু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

তীব্র শীতকালীন ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত ৯ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে শুধু কেন্টাকিতেই মারা গেছেন ৮ জন। এ ছাড়া প্রবল বর্ষণে স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন। বার্তা সংস্থা এপি এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে।

কেন্টাকি রাজ্যের গভর্নর অ্যান্ডি বেসিয়ার বলেছেন, বন্যায় আটকে পড়া শত শত মানুষকে গতকাল রোববার উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তার আগেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে পানিতে আটকে যাওয়া একটি গাড়ির ভেতর সাত বছরের এক শিশু ও তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে।

ঝড় ও বন্যাকবলিক মানুষদের সতর্ক করে অ্যান্ডি বেসিয়ার বলেন, 'আপনারা এই মুহূর্তে রাস্তায় বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং নিজেদের নিরাপদ জায়গায় রাখুন।'

ঝড়ের কারণে প্রায় ৩৯ হাজার বাড়ির বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলেও জানান গভর্নর অ্যান্ডি বেসিয়ার।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।
যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

রুম ম্যাট আবশ্যক

তৃতীয় তলায় একটি রুমে শেয়ার করে থাকার জন্য একজন পুরুষ সদস্যের নিকট চলতি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ করুন বাড়ি নং ৩৩-৩৭ ৭১স্ট্রিট মোবাইল: ৯১৪ ৪৪৭ ৭২৪৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে স্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫''। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএএর নতুন কমিটির বর্ণিল অভিষেক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএএর নতুন কমিটির অভিষেক হয়েছে। রোববার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাতে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে এক বর্ণাঢ্য আয়োজনে এই অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বৃহত্তর খুলনার ৩ জন গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন এক লাখ টাকা করে বৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়।

নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. খন্দকার মাসুদুর রহমান। সংগঠনের ২০২৫-২০২৬ সালের জন্য নির্বাচিত ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির অভিষিক্তরা হলেন- সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি শেখ ফারুকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি শেখ হাসান আলী, ইসমত জাহান পলি ও শেখ আল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হাওলাদার শাহিনুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক শেখ কামাল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ শেখ আনোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ সবুর।

সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ ঈদ ই আমিন, প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ আনারুল হক, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ইসমত জাহান পপি, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ শাহীনুর হোসেন, কার্যকরী সদস্য বিলকিস ফাতিমা লাভলী, জাভেদ ইকবাল, শামসুদ্দিন নান্টু, আরিফ শাহরিয়ার এবং উজ্জ্বল হোসেন।

সংগঠনের সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিনের সভাপতিত্বে এবং নবনির্বাচিত সিনিয়র সহ-সভাপতি শেখ ফারুকুল ইসলামের পরিচালানায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়ার সহ সভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, সারাহ হোম কেয়ারের ডাইরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল খালেক।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখের আয়োজক সংগঠনের উপদেষ্টা নিউইয়র্ক পুলিশ কর্মকর্তা সৈয়দ এনায়েত আলী, সাবেক সভাপতি মুরারী মোহন দাস, সিনিয়র সহ-সভাপতি শেখ মো. নওশাদ আক্তার, সহ-সভাপতি শেখ হাসান আলী, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ কামাল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ শেখ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, গ্রেটার খুলনা সোসাইটিকে সাথে নিয়েই তারা সোসাইটির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ডা. খন্দকার মাসুদুর রহমান এবছর থেকে বৃহত্তর খুলনার ৩জন গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন এক লাখ টাকা করে বৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দেন।

বক্তারা নতুন কার্যকরী কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএকে আরো এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক জুম মিটিং অনুষ্ঠিত

সিলেট প্রদেশ প্রতিষ্ঠার দাবী

১৬ ফেব্রুয়ারি লন্ডনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিশিষ্টজনদের অংশগ্রহণে এ আন্তর্জাতিক জুম মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়।

সিলেট ডেস্ক

সিলেট প্রদেশ প্রতিষ্ঠার দাবীতে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক জুম মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি রোববার লন্ডন সময় বেলা ৩ টায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিশিষ্টজনদের অংশগ্রহণে এক আন্তর্জাতিক জুম মিটিং এর আয়োজন করা হয়। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিবের সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক ময়নুল হক চৌধুরী হেলালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্বের প্রায় ৪০ টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেন ।

সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট পৌরসভা ও সিলেট সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান বাবরুল হোসেন বাবুল, আমেরিকার ডিক্সেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সিলেট কিডনি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্টাতা ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ,

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি এডভোকেট শেখ আখতারুল ইসলাম, রানা ফেরদৌস চৌধুরী, ইউকে বি সি এর সাবেক প্রেসিডেন্ট এম এ মুনিম ওবিই, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মিঠু চৌধুরী, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের ফাউন্ডার কনভেনর মোহাম্মদ মকিস মনসুর, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ছোটন, সহ সভাপতি অলিউদ্দিন শামীম,আব্দুল মোনেম জাহেদী ক্যারল, সৈয়দ হাসান আহমদ, শেখ ফারুক আহমদ, জামাল আহমেদ খান, কেন্দ্রীয় ট্রেজারার রফিকুল হায়দার, সহ সম্পাদক আবুল হোসেন , ইয়াকুব কামালী, ইসবাহ উদ্দিন , ফয়জুল হক, প্রবাসী কল্যান পরিষদের সভাপতি জাহাংগীর খান, আশিকুর রহমান, অস্ট্রেলিয়া থেকে ইঞ্জিনিয়ার রাসেল আহমদ, বাংলাদেশ ইউনিটের সাধারন সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মহিব উদ্দিন, ট্রেজারার শামীম আলম কোরেশী, এবিসি নিউজের চেয়ারম্যান আলাউর রহমান খন্দকার, ফ্রান্স কমিটির সহ সভাপতি আব্দুল বাসিত স্পেনের সাধারন সম্পাদক সাব্বির আহমদ , পর্তুগাল থেকে আবুল হাসনাত, সাংবাদিক সাহাব উদ্দিন, অধ্যাপক মিছবাহ উদ্দিন ,দুবাই থেকে ছয়ফুল ইসলাম , নিউইয়র্ক বাফেলো থেকে আব্দুল মুক্তাদির, মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী মুরাদ, নিউইয়র্ক থেকে শ্যমল চন্দ , ও ইংল্যান্ড জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ সাদেক আহমদ, বাহরাইন থেকে নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী, বদরুল হক মনসুর ও এ শামীম আহমদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় সিলেট বিভাগ নিয়ে জালালাবাদ প্রদেশ বাস্তবায়নের দাবিতে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সিলেট শাখার পক্ষ থেকে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি বুধবার সিলেটের গোল টেবিল বৈঠকে বাংলাদেশের টিমের সবাইকে যোগ দেওয়ার আহবান জানানো সহ আগামী দিনের নানা কর্মসূচি নেওয়া সহ গুরুত্বপূর্ণ সীদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সভায় বক্তারা বলেন, সিলেট বিভাগ নিয়ে কোনো টালবাহানা মেনে নেওয়া হবে না, চট্টগ্রামের সাথে সিলেটকে যুক্ত করার চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে।

"আমরা সিলেট বিভাগ নিয়ে জালালাবাদ প্রদেশ চাই,, সংস্কার কমিশনের সুপারিশ মতে বাংলাদেশকে যদি কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করতে হয় তাহলে বৃহত্তর সিলেটের চারটি জেলা নিয়ে একটি প্রদেশ গঠন করা হবে যুক্তিযুক্ত। চট্টগ্রামের সাথে যুক্ত করা হবে অবাস্তব ও অযৌক্তিক। বৃহত্তর সিলেটের ভৌগোলিক অবস্থা ও লে-আউট আলাদা একথা সরকারের বুঝা উচিৎ, সিলেট থেকে চট্টগ্রামের চেয়ে ঢাকায় বরং যাওয়া যাবে দ্রুত। তাই চট্টগ্রামের সাথে সিলেটকে যুক্ত করে প্রদেশ করলে সিলেট হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত, এরকম হঠকারি, অবাস্তব এবং অযৌক্তিক সীদ্ধান্ত কোনো অবস্থাতেই বিশ্বময় বসবাসকারী সিলেটের মানুষ মেনে নেবে না।

১৯৪৭ সালে আমরা সিলেট বিভাগ রেফারেন্ডারের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশে আসে তখন থেকেই সিলেটের আলাদা মর্যাদার অংগীকার ছিলো বলে উল্লেখ করে বক্তারা আরও বলেন, বৃহত্তর সিলেট সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেট নিয়ে সিলেট বিভাগ গঠিত আমাদের কাছে 'জালালাবাদ' নামেও পরিচিত। হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর নামানুসারে এ নামকরণ।

এ নামের ব্যাপক পরিচিতি ঘটে, যখন ষাটের দশকে 'জালালাবাদ' প্রদেশ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। আন্দোলনকারীদের যুক্তি ছিল, যেহেতু '৪৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে সিলেট পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেয়, তাই সিলেটের বিশেষ মর্যাদা পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ছিল। ১৯৭১ এর মহাণ মুক্তিযুদ্ধ সহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ণে তথা রাজনৈতিক, সামাজিক,ব্যাবসা বানিজ্য, শিক্ষা - দীক্ষা, জ্ঞান - গরিমা, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে এমনকি প্রবাসের মাটিতে ক্যাটারিং সেক্টর ও ব্যাবসা বানিজ্য এবং বিশ্বময় বাংলাদেশ কমিউনিটির কল্যাণে ব্যাপক ভুমিকা রাখা সহ বাংলাদেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে গ্রেটার সিলেটবাসীর অবদান অনস্বীকার্য।

সিলেট বাংলাদেশের অন্যতম সম্পদশালী এলাকা সিলেটের খনিজ তেল, গ্যাস, পাথর, চা শিল্প, পর্যটন ও দেশের রেমিটেন্সের সিংহভাগই আসে প্রবাসী সিলেটবাসীর মাধ্যমে বলে উল্লেখ করে বক্তারা আরও বলেন বর্তমান সরকার যদি প্রাদেশিক সরকার গঠন করে তাহলে সিলেটের নাম আসবে সবার আগে। কারণ সিলেটের মানুষের এই দাবী দীর্ঘদিনের। সিলেটবসীর ন্যায্য দাবী সিলেট প্রদেশ বাস্তবায়নের ক্যাম্পেইনে দেশে বিদেশে সিলেট বাসীকে আর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার আহবান জানিয়েছেন।

আটলান্টিক সিটিতে অমর একুশে উদযাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। একুশের প্রথম প্রহরে এবসিকন শহরের ৫৩০ পূর্ব এবসিকন বুলেভার্ডে অবস্থিত ট্রাভেল লজে অস্থায়ী শহীদ মিনারের বেদিতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। এ জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি,

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টি ও বেঙ্গল ক্লাব আটলান্টিক সিটি যৌথভাবে 'সার্বজনীন অমর একুশে উদযাপন' উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে।

এ উপলক্ষে মিরাজ খানকে আহ্বায়ক, মো. মনিরুজামান ও ফরহাদ সিদ্দিককে সদস্য সচিব করে 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন' কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আয়োজকরা জানান, আটলান্টিক সিটিতে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, সাংস্কৃতিক,

পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে অস্থায়ী শহীদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান ও সাধারন সম্পাদক সোহেল আহমদ, বেঙ্গল ক্লাব আটলান্টিক সিটির সভাপতি রানা কবির ও সাধারন সম্পাদক কাজল বাড়ৈ আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সংগঠনকে অস্থায়ী শহীদ মিনারের বেদিতে একুশের প্রথম প্রহরে পুষ্পস্তবক অর্পণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

কানাডায় ভিজিট ও ছাত্র ভিসা বাতিলে ক্ষমতা পেল অফিসাররা

ডেস্ক নিউজ

অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর পদক্ষেপ হিসেবে কানাডায় নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। এ আইনে অফিসারদের অস্থায়ী বাসিন্দা ভিসা, দর্শনার্থী ও স্টুডেন্ট ভিসা বাতিল করার এখতিয়ার দেওয়া হবে। ইমিগ্রেশন, রিফিউজি ও সিটিজেনশিপ কানাডা ইমিগ্রেশন এবং রিফিউজি সুরক্ষা নিয়মাবলী আপডেট করেছে। যা প্রয়োজনে ইমিগ্রেশন এবং সীমান্ত পরিষেবা কর্মকর্তাদের অস্থায়ী নথি বাতিল করার স্পষ্ট ক্ষমতা দিয়েছে।

কানাডা সফর শেষে চলে যাবেন এমন নিশ্চয়তা দেখাতে না পারলে ও প্রয়োজনীয় ডকুমেনটস দেখাতে ব্যর্থ হলে ইমিগ্রেশন কতৃর্পক্ষ তাৎক্ষনিকভাবে তাদের স্ট্যাটাস বাতিল করতে পারবে। ওয়ার্ক পারমিট এবং স্টাডি পারমিট বাতিল করার ক্ষমতা পেয়েছেন অফিসারেরা। সংশোধনীগুলোর লক্ষ্য কানাডার অস্থায়ী বাসস্থান কর্মসূচির অখণ্ডতা জোরদার করা এবং সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করা।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

সৈন্যদের খাদ্য ভাতা থেকে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে মার্কিন সেনাবাহিনী

এইচ বি রিতা

মার্কিন সেনাবাহিনী সৈন্যদের খাদ্য ভাতা থেকে সংগৃহীত কোটি কোটি ডলার অন্য খাতে ব্যয় করছে। যা সেনাবাহিনীর জন্য একটি বড় বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ফক্স নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনী ব্যারাকে বসবাসকারী সৈন্যদের খাদ্য ভাতার অর্থ খাবার সরবরাহের জন্য ব্যবহার না করে অন্য কাজে ব্যয় করছে।

তদন্ত অনুযায়ী, গত বছর ১১টি প্রধান ঘাঁটি থেকে সৈন্যদের খাদ্য ভাতা থেকে সংগৃহীত ২২৫ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ১৫১ মিলিয়ন ডলার অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এই অর্থ সাধারণত সৈন্যদের খাদ্য ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ থাকলেও তা এখনো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি কোথায় খরচ করা হচ্ছে।

সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইট অনুযায়ী, একজন সৈন্য প্রতি মাসে ৪৬৫ ডলার খাদ্য ভাতা পান, তবে কর এবং অন্যান্য খরচের কারণে এই অর্থ কিছুটা কমে যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সেনা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই অর্থ সেনা তহবিল হিসেবে ফেরত যায় এবং অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়।

এই বিষয়ে তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন হাওয়াইয়ের প্রতিনিধি জিল টোকুদা। তিনি বলেন, সৈন্যদের খাদ্যের জন্য বরাদ্দ অর্থ চুরি হওয়া সামরিক প্রস্তুতিতে বড় ধরনের ক্ষতি সৃষ্টি করতে পারে।

এদিকে সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, খাদ্য পরিষেবার জন্য আলাদা তহবিল বরাদ্দ থাকে। যা খাদ্য পরিষেবা কর্মীদের বেতন ও ডাইনিং হলের পরিকাঠামোতে ব্যবহৃত হয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেনাবাহিনী সৈন্যদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষত টেক্সাসের ফোর্ট কাভাজোস এবং কলোরাডোর ফোর্ট কারসনের মতো বড় ঘাঁটিতে।

মুখপাত্র মেজর আন্দ্রেয়া কেলি জানিয়েছেন, ডাইনিং হলের খাবারের সংখ্যা সৈন্যদের উপস্থিতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। তবে অতীতে সৈন্যরা অরুচিকর খাবারের কারণে ডাইনিং হলের খাবারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।

গুরুচক্র পরিবারের উদ্যোগে রাম ঠাকুরের ১৬৫তম আবির্ভাব মহোৎসব উদযাপিত

শ্রী রাম ঠাকুর যিনি যুগাবতার, কৈবল্যনাথ, সত্যনারায়ন, কলিযুগের ত্রাতা। যিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এনেছেন সত্য, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতির মিছিলে। তিনি বৈষম্যহীন কুসংস্কার মুক্ত সমাজ বিনির্মানকারী, তিনি আলোকবর্তিকা যুগ যুগ ধরে আলোকিত করেছেন লক্ষ লক্ষ মানব জীবন।

শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের এলাহাস্টে বাংলাদেশ হিন্দু মন্দিরে প্রতি বারের ন্যায় এবারও শ্রী শ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেবের ১৬৫তম আর্বিভাব মহোৎসসব করেছে গুরুচক্র পরিবার ইউএসএ ইন্‌ক। বিকাল ৩টায় হরিনাম সংকীর্তন ও বেদবানী পাঠের মাধ্যমে ঠাকুরের চিত্রপট স্থাপন করা হয়। বেদবানী পাঠ করেন গুরুচক্র পরিবারের সহ-সভাপতি কুমার বণিক মহোদয়। এরপর সমেবেত হরিনাম সংকীর্তন, গুরুচক্র পরিবারের শিশু-কিশোরদের ভক্তিমুলক গান, ঠাকুর প্রসঙ্গে আলোচনা, গীতাপাঠ, বেদবানী পাঠ, প্রদোষে শ্রী শ্রী সত্যনারায়নের সেবা পূজা, গুরুবন্দনা, নাম সংকীর্ত্তন, সন্ধ্যারতি, পাঁচালী পাঠ অতপরঃ গানে গানে ঠাকুর লীলা বর্ণনাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবারের ১৬৫তম আর্বিভাব মহোৎসব। অগণিত ভক্তদের উপস্থিতি যেন বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির রূপ নেয় চট্টগ্রামের কৈবল্যধামে।

শিশু-কিশোরদের ঠাকুর প্রসঙ্গে আলোচনা, ভক্তিমূলক গানে অংশগ্রহনে ঋষব বণিক, সৃজা শীল, জয়ীতা নন্দী, অদ্বৈতা নন্দী, কৃতিকা নন্দী, রোমিও দাশ, সংগীতা চক্রবর্ত্তী, স্মরণীকা চক্রবর্ত্তী, জুলি খাস্তগীর, সুপ্তা শীল, শুভ্রা নন্দী। শ্রী শ্রী ঠাকুর প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অপর্ণা কর। শ্রীমদ্ভগবত গীতার অষ্টম অধ্যায় থেকে পাঠ করে শুনালেন সুপ্তা রানী শীল। সংগীতানুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন শ্রীমতি শুভ্রা নন্দী এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গুরুচক্র পরিবারের সাংস্কৃতিক সম্পাদক রতন দাশ।

প্রদোষে শুরু হয় শ্রী শ্রী সত্যনারায়নের সেবা পূজা যাহা পৌরহিত্য করেন অসিত চক্রবর্ত্তি। পুজান্তে মধুর সুরে সন্ধ্যারতি কীর্তন পরিচালনা করেন রামপ্রসাদ দত্ত স্বপন ও পাঁচালী পাঠ পরিচালনা করেন অনুপ দাশ। ঠাকুর রামচন্দ্র দেবের ১৬৫তম আবির্ভাব মহোৎসবে পূজা ও মহাপ্রসাদ স্পন্সর করেন প্রলয় পাল ও সুপর্ণা পালা, প্রাণ গৌবিন্দ কুন্ডু ও সোমা কুন্ডু, মৃদুল দে ও মৌসুমী নন্দী।

দ্বিতীয় পর্বে অতিথি রতন ধরের সুরেলা কণ্ঠে শুরু হয় ভজন সংগীত ও কীর্তন। তার সুরের মুর্চ্ছনায় আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ।

উৎসবের সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন স্বপন দত্ত, জয়ন্ত নারায়ন রায় চৌধুরী, অরুন বিকাশ পাল, অশোকানন্দ দাশ, প্রাণ গোবিন্দ কুন্ডু, হেমন্ত পাল।

বললেন কাইয়ুম চৌধুরী

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যহ্রাস এখন জনদাবি

নিউজ ডেস্ক

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা চরম সংকটে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে চাল, ডাল, তেল, চিনি, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে, যা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যহ্রাস এখন জনগণের প্রধান দাবি।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেন্দীবাগস্থ একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সমাবেশের প্রস্তুতি পর্যালোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভায় দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। জনগণের স্বার্থ রক্ষায় বিএনপি রাজপথে থাকবে এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন- জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি এডভোকেট আশিক উদ্দিন আশুক, সহ-সভাপতি মামুনুর রশিদ মামুন (চাকসু), শাহ জামাল নুরুল হুদা, শহিদ আহমদ (চেয়ারম্যান), নজমুল হোসেন পুতুল, নাজিম উদ্দিন লস্কর, যুগ্ম সম্পাদক ইশতিয়াক আহমদ সিদ্দিকী, সিদ্দিকুর রহমান পাপলু, আনোয়ার হোসেন মানিক, কোহিনুর আহমদ ও আবুল কাশেম, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক জয়নাল আহমদ রানু, গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আজিজুর রহমান, সহ-দপ্তর সম্পাদক মাহবুব আলম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাদশা আহমদ, অর্জুন ঘোষ প্রমুখ।

সাবেক আইজিপি শহীদুলের দুই বস্তা দলিল মিলল আত্মীয়ের বাসায়

ঢাকা ডেস্ক

শহীদুল হক

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হকের আত্মীয় বাসায় অভিযান চালিয়ে দুই বস্তা দলিলসহ বিপুল পরিমাণ সম্পদের সন্ধান পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল মধ্যরাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান চালায় দুদক।

বুধবার বিকেলে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান দুদক মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।

তিনি বলেন, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক একেএম শহীদুল হকের আত্মীয়র বাসা থেকে দুই বস্তা দলিল ও নথিপত্র উদ্ধার করেছে দুদক। তাঁর বিরুদ্ধে অসাধু উপায়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনের একটি অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে। শহীদুল হক তাঁর অবৈধ সম্পদ অর্জনের তথ্যসংবলিত নথিপত্র এক নিকটাত্মীয়ের কাছে দুটি বস্তায় ভরে পাঠিয়েছিলেন।

দুদক মহাপরিচালক বলেন, নথিপত্রগুলো গোপন রাখার জন্য সেই আত্মীয় আবার অপর এক আত্মীয়ের বাসায় পাঠান। এসব নথিপত্রে শহীদুল হকের বেআইনিভাবে অর্জিত কোটি কোটি টাকার সম্পদের তথ্য রয়েছে। তল্লাশিকালে দুটি বস্তায় মোট ৩৮ ধরনের ৪৮টি আলামত পাওয়া যায়। যার মধ্যে রয়েছে বিপুল মূল্যমানের সম্পত্তির দলিল, বিভিন্ন গোপনীয় চুক্তিপত্র, ডিড অব অ্যাগ্রিমেন্ট, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, সংঘ স্মারকের ছায়ালিপি, অফার লেটার ও ব্যাংক হিসাব বিবরণী।

তদন্তের দায়িত্বে থাকা এক কর্মকর্তা জানান, মজিদ-জরিনা ফাউন্ডেশনের নামে বিভিন্ন ব্যাংকে কোটি কোটি টাকার স্থায়ী আমানত ও এফডিআরের নথি পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ফারমার্স ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকসহ বেশ কয়েকটি ব্যাংকে নিজ ও পরিবারের সদস্যদের নামে বিপুল পরিমাণ টাকা জমা রেখেছেন।

শেখ হাসিনার গাড়িচালকের ছেলে রুবেল গ্রেপ্তার

ঢাকা ডেস্ক

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত গাড়িচালক রাজ্জাক মাতব্বরের ছেলে রুবেল আহমেদকে (৩২) গ্রেপ্তার করেছে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাতে মোহাম্মদপুর থানার মেট্রো হাউজিং এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রুবেল আদাবর থানা এলাকার নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বুধবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা।

এডিসি জুয়েল রানা বলেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাড়িচালক রাজ্জাক মাতব্বরের ছেলে মো. রুবেল আহমেদকে (৩২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশে পলাতক (আওয়ামী লীগের) নেতাদের নির্দেশে মোহাম্মদপুর এলাকায় আন্দোলন ও ধ্বংসাত্মক কাজ চালানোর চেষ্টার অভিযোগ আছে।’

জুয়েল রানা আরও বলেন, ‘তাঁর অপকর্মের বিভিন্ন তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সে আত্মগোপন করে। আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় মোহাম্মদপুরের মেট্রো হাউজিং এলাকায় অভিযান চালিয়ে রুবেলকে গ্রেপ্তার করা হয়।’ তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

সাবেক ডিবিপ্রধান

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন ব্যাংকের ১০টি হিসাব অবরুদ্ধ করারও নির্দেশ দিয়েছেন। এসব হিসাবে জমা রয়েছে ১ কোটি ২৬ লাখ ৯০ হাজার ৪৬৮ টাকা।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন। হারুনের এসব সম্পদ জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আবেদন করেন দুদকের উপপরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, হারুন অর রশীদের নামে ঢাকার উত্তরায় ৭.৪৫ কাঠা জমিতে ৩ কোটি টাকার মূল্যের একটি বাড়ি, গুলশানে ১০.৩৬ শতক জমিতে ৩ কোটি ৯৭ লাখ টাকার আরেকটি বাড়ি, কুড়িলে সেমি পাকা একটি টিনশেড বাড়ি, খিলক্ষেতে একতলা একটি ও সেমি পাকা একটি বাড়ি রয়েছে। এ ছাড়া উত্তরার ১০ নম্বর সেক্টরে ৭ তলা ভবনে দ্বিতীয় তলায় একটি ফ্ল্যাট ও জোয়ার সাহারায় ছয়তলা ভবনের ছয়তলায় আরেকটি ফ্ল্যাট রয়েছে। একটি আবাসন প্রকল্পে ৫ কাঠার একটি প্লট রয়েছে। এগুলো ক্রোকের আবেদন জানালে আদালত তা মঞ্জুর করেন।

এ ছাড়া হারুনের নামে কিশোরগঞ্জ, কক্সবাজার ও নারায়ণগঞ্জে ৯৯ দশমিক ১৮ বিঘা জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কিশোরগঞ্জেই রয়েছে ৯১.৩২ বিঘা জমি।

আবেদনে বলা হয়, হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান ও তদন্তাধীন রয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে আলোচিত-সমালোচিত এই পুলিশ কর্মকর্তা আত্মগোপনে রয়েছেন। এরই মধ্যে এই আদালত তাঁর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

রংপুরে ব্লিং সুজের দ্বিতীয় ইউনিট উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি

উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলায় ব্লিং লেদারের প্রতিষ্ঠান ব্লিং সুজের দ্বিতীয় ইউনিটের উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার ফিতা কেটে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রূপালী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও কাজী মুহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, একজন মানুষ প্রবাসে থাকেন আর দেশে থাকেন যদি সদিচ্ছা, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেন তাহলে অসাধ্যকে সাধন করা অসম্ভব না। ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড এরকমই একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এসময় তিনি প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করে রূপালী ব্যাংক পিএলসির পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার ঘোষণা দেন।

প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান হাসান বলেন, ‘দেশে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বড় ভাই সেলিমের উদ্যোগে নিভৃতপল্লীতে কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। কারখানাটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পাচ্ছি। গ্রামীণ নারীদের ছোঁয়ায় ৩০০ জোড়া থেকে এখন ১০ হাজার জোড়া জুতা উৎপাদন হচ্ছে। ২০২৬ সালের শেষে দৈনিক ৫০ হাজার জোড়া জুতা উৎপাদনের ইচ্ছে আছে। সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।’

নিউইয়র্ক কমিউনিটির প্রিয় মুখ ব্লিং লেদারের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান হাসানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ব্লিং লেদারের নির্বাহী পরিচালক খাজা রেহান, কোম্পানির সিএফও মোঃ কেরামত আলী, ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন জিএম এম এম খালিদ আহসান। আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রশাসন, রূপালী ব্যাংক পিএলসি এর শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাগণ।

ঊনবাঙালের বইমেলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

রাত ১০টা পর্যন্ত। তিনদিনের এই আয়োজনে মঞ্চে চলবে কবিতা পাঠ, বই নিয়ে আলোচনা, পুঁথিপাঠ, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, চিরায়ত বাংলা গানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজন।

আয়োজকরা জানান, ঊনবাঙালের উদ্যোগে আয়োজিত এ বইমেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রকাশক বা বই ব্যবসায়ীদের বদলে স্টল বরাদ্ধ পাবেন প্রবাসী লেখকরা। যার ফলে পাঠকদের সঙ্গে লেখকদের সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হবে। লেখকের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ জুলাই অভ্যুত্থানবিরোধি কারো লেখা বই প্রকাশ হলে সে বইও এ মেলায় জায়গা পাবে বলে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মেলা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ফখরুল আলম, সদস্য সচিব আহসান হাবিব, লেখক রওশন হক, মানবাধিকার কর্মী ফৌজিয়াসহ একাধিক মেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঊনবাঙালের অন্যতম সংগঠক কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, আমাদের মেলার মূল লক্ষ্য বাংলা ভাষার প্রসার ঘটানো এবং পাঠকদের সরাসরি লেখকদের সঙ্গে যুক্ত করা। আমরা চাই, সবাই একসঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বদরবারে আরও উজ্জ্বল করে তুলুক।

এদিকে ২১ থেকে ২৩ বইমেলার সংবাদ সম্মেলন করার সময় মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কর্ণধার বিশ্বজিৎ সাহাকে রেস্টুরেন্টের নিচ তলায় একটি মিটিং করতে দেখা গেছে।

তবে দুই পক্ষের মধ্যকার এই বিভক্তি শেষ পর্যন্ত সাহিত্যপ্রেমী বাঙালিদের জন্য কতটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, তা এখন দেখার বিষয়। এক ছাদের নিচে সব সাহিত্যপ্রেমীদের একত্রিত করার যে প্রয়াস এতদিন ধরে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন চালিয়ে এসেছে, সেটি ভাঙার ফলে নিউইয়র্কের বাংলা বইমেলার ঐতিহ্যে পরিবর্তন আসতে পারে।

নির্মানের পেছনের মানুষ হায়দার

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্যারের কাছে গিয়ে তাঁর এই মনের ভাবনার কথা বলেন। সেই সাথে শহীদ মিনারের একটি ডিজাইনও দেখান। কয়েকদিন পরে ডেকে নিয়ে স্যার তাঁর শহীদ মিনার তৈরীর অনুমোদন দেন এবং এর জন্য কলেজ থেকে ৮০০ টাকা অনুদানও দেন। পুরো শহীদ মিনার তৈরীতে কলেজ থেকে দেওয়া ৮০০ টাকার সাথে আরো ৩০০ টাকা লেগেছিল। বাকী টাকা হায়দার হোসেন চৌধুরী নিজেই যোগাড় করেছিলেন।

'৮ই'-এর এই স্থাপনার পিছনে কি ভাবনা কাজ করেছিলো? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সেই সময়ে আমার একটি নিজস্ব ভাবনা ছিল। ভাবনাটা ছিল এমন, বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করলাম, কিন্তু উদযাপনটা কেন বাংলায় হয় না? ২১শে ফেব্রুয়ারি তো ইংরেজি মাসের তারিখ, বাংলার তারিখ তো ছিলো ৮ই ফাল্গুন? এই ভাবনা থেকেই '৮ই' সৃষ্টি। এই স্থাপনায় '৮' সংখ্যাটা কিন্তু কিছুটা অন্যভাবে সাজানো হয়েছে। হাতের কনুই থেকে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত দেখানোর প্রয়াস রাখা হয়েছে। আর ‘ই’ অক্ষরটি খুব সংযতভাবে নির্মাণ করা। এই দুটো এভাবে নির্মাণ করার পিছনের কারণ হলো, তখন পরাধীন ছিলাম আমরা। আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান লুকোনো আছে এই ৮ই-তে। বারবার কেন ২১শে বলা হয়, কেন ৮ই ফাল্গুন নয়, যে ভাষার জন্য এতো রক্ত ঝরলো, সেই বাংলায় না বলাটা কি মানানসই - এই প্রশ্নটা হায়দার হোসেন চৌধুরীর।

শহীদ মিনারে কালো রঙের ৮, লাল রঙের ই এবং কালো রঙের বেদী - এর পেছনে কি ভাবনা কাজ করেছে? তিনি বলেন, কালো রঙ হলো শোকের প্রতীক, লাল রঙ হলো রক্তের রঙ, ভাষার জন্য বুকের রক্ত দিয়ে শহীদ হয়েছেন অনেকে আর কালো বেদি হলো ধরণী শোকে কাতর।

১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি মদন মোহন কলেজে সিলেটের দ্বিতীয় শহীদ মিনার নির্মিত হয়। মদন মোহন কলেজে স্নাতক পড়া অবস্থায় ঐ শহীদ মিনারের নকশাও করেন হায়দার হোসেন চৌধুরী।

শহীদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে যখন তিনি কথা বলছিলেন গভীর মমতায় দেখছিলেন তাঁরই সৃষ্টিকে। তাঁর চোখে ছিলো গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। পকেট থেকে রুমাল বের করে ৮ই- এর উপর জমে থাকা ধূলা মুছে দিয়েছেন, বেদীর উপর থেকে ঝরা পাতাগুলো সরিয়ে দিয়েছেন। ঘুরে ঘুরে পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন শহীদ মিনারে।

> জীবনের এই সময়ে এসে নিভৃতচারী হায়দার হোসেন চৌধুরীর একটাই চাওয়া সঠিক ইতিহাস জানা এবং সেই সাথে শহীদ মিনার ও ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি সঠিকভাবে যেনো শ্রদ্ধা জানানো হয়।

নিভৃতচারী মানুষ হায়দার হোসেন চৌধুরী নীরবে এসে শহীদ মিনারে উনার শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতেন। তাঁকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করতেই ছোট্ট করে হেসে দিয়ে বললেন, এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় সব সময় কলেজের সামনে এসে তাঁর গাড়িটার গতি শ্লথ হয়ে যায় বলে উনার মেয়ে বলেন সবসময়।

সিলেট নগরীর জিন্দাবাজার এলাকা বাসিন্দা হায়দার হোসেন চৌধুরী, এখন যেখানে লতিফ সেন্টার সেখানে ছিলো তাদের বাসা। ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলেও এখন আর রাজনীতিতে সক্রিয় নন। পেশায় ব্যবসায়ী হায়দার হোসেন চৌধুরী মুক্তা নামে সবার কাছে পরিচিত। উনার সহধর্মিণী শিরিন চৌধুরী একজন অর্কিডপ্রেমী। অবসরজীবনে দুজনেই এখন সময় কাটান গাছেদের সাথে। হায়দার হোসেন চৌধুরী দম্পতির তিন মেয়ে।

প্রায় ৫৪ বছর পর ‘৮ই’ নকশাকার ও নির্মাতা নিভৃতে থাকা আমাদের অগ্রজ হায়দার হোসেন চৌধুরীকে খুঁজে বের করেছিলো সিলেটের ‘শিশু ও তরুণদের বুদ্ধি বিকাশ মঞ্চ—সম্পর্ক’ নামের একটি সংগঠন। সম্পর্ক-এর প্রধান উদ্যোক্তা উত্তম কুমার সিনহা নিজ উদ্যোগে ইতিহাস তৈরি করা মানুষটাকে খুঁজে বের করা এবং প্রথম শহীদ মিনারের নকশাকার ও নির্মাতা হিসেবে হায়দার হোসেন চৌধুরীর স্বীকৃতির জন্য কাজ করেছেন। ২০১২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রথম আলোতে '৫৪ বছর পর খোঁজ মিলল সিলেটের প্রথম দুই শহীদ মিনার নির্মাতার' এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। এরপরেই সিলেটের প্রথম শহীদ মিনার সরকারি কলেজের '৮ই' এর নকশাকার হিসেবে হায়দার হোসেন চৌধুরীকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতায় সিলেট সরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর হাতে তুলে দেয় প্রথম ভাষাশহিদ মিনার নির্মাতার স্বীকৃতি হিসেবে একটি সম্মাননা। সহধর্মিনী শিরীন চৌধুরীকে সাথে নিয়ে হায়দার হোসেন চৌধুরী কলেজ কর্তৃপক্ষের দেওয়া সম্মাননা গ্রহণ করেন।

শহীদ মিনার তৈরীর কথা কেন কখনো নিজে থেকে প্রকাশ করেননি এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তখনকার সময়ের অনুভূতি, ভাবনা ছিলো অন্যরকম। সহপাঠী, বন্ধু, সমসাময়িক পরিচিতজনরা জানতেন শহীদ মিনার তৈরীর কথা। তাছাড়া তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায়ও শহীদ মিনার নির্মাণ করে অন্তরালে ছিলেন। পরে কেউ জানতে চায়নি বলে তিনিও আর নিজ থেকে কাউকে জানাননি।

শহীদ মিনার তৈরীর পেছনের গল্প শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল অগ্রজ হায়দার হোসেন চৌধুরীর মতো দেশের জন্য ভালোবাসা, অনুভব যেনো আমাদের সবার মধ্যে গড়ে উঠে। কতোটুকু নিরহংকারী, কতোটুকু দেশাত্ববোধ থাকলে এরকম একজন হায়দার হোসেন চৌধুরী হওয়া যায়। সিলেটের প্রথম ও দ্বিতীয় শহীদ মিনারের নকশাকার হয়েও নিভৃতচারী ছিলেন। কতো বছর চলে গেলো তাঁকে খুঁজে পেতে, কিন্তু এই দেরি যেনো আর না হয় তাঁকে সম্মান জানাতে, শ্রদ্ধা জানাতে। আমাদের সিলেটের গর্ব নির্মাতা হায়দার হোসেন চৌধুরী এবং সেই সাথে সিলেটের প্রথম শহীদ মিনার তৈরীর পেছনের ইতিহাস সঠিকভাবে যেনো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হয়।

জীবনের এই সময়ে এসে নিভৃতচারী হায়দার হোসেন চৌধুরীর একটাই চাওয়া সঠিক ইতিহাস জানা এবং সেই সাথে শহীদ মিনার ও ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি সঠিকভাবে যেনো শ্রদ্ধা জানানো হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি/ ৮ ফাল্গুন - বলা হয়ে থাকে এই দিনেই বাঙালি জাতি সব ধরনের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে প্রথমবারের মতো নিজের আত্মপরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছিল রাজপথের আন্দোলন, যা ছিল আমাদের স্বাধিকারের লড়াইয়ের সূচনা। পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলনই এই জাতিকে শোষণের বেড়াজাল ছিন্ন করে নিজের দেশ, স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। আর একুশের সেই মাতৃভাষাকে রক্ষার চেতনাই এ দেশের মানুষকে পৃথিবীর বুকে বাঙালি হিসেবে দিয়েছে বিশেষ মর্যাদা। ২০২৫ এর এই ভাষার মাসে অগ্রজ হায়দার হোসেন চৌধুরীর '৮ই' সৃষ্টির ভাবনার সাথে মিশে গিয়ে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরে মুষ্টিবদ্ধ শক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি নূতনদের এই হউক আমাদের প্রত্যয়।

রেকর্ড উচ্চতায় আমেরিকানদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

গবেষকরা জানান যে, উচ্চ সুদের হার ক্রেডিট কার্ড ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার অন্যতম কারণ। তবে নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভের গবেষকরা জানান যে, সাধারণত বছরের শেষে ক্রেতারা ছুটির কেনাকাটা করার ফলে ক্রেডিট কার্ডের ঋণ বৃদ্ধি পায়। তারা আশা করছেন যে, বছরের শুরুতে এই ঋণের পরিমাণ কমতে শুরু করবে, কারণ ক্রেতারা ধীরে ধীরে তাদের দেনা পরিশোধ করবেন। তবে, ঋণের পাশাপাশি আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অর্থনীতি স্থিতিশীলতার জন্য একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত।

বর্তমানে আমেরিকানদের মোট অটো লোন ঋণের পরিমাণ প্রায় ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার। বিশ্লেষকদের মতে, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি সুদের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ঋণ পরিশোধে ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২৪ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে ক্রেডিট কার্ড বিল পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলছে।

নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভের গবেষকদের মতে, মহামারির পর নতুন ও ব্যবহৃত গাড়ির উচ্চমূল্য অনেক আমেরিকানকে তাদের অটো ঋণ পরিশোধে পিছিয়ে দিয়েছে।

'যদিও মর্টগেজ ডেলিনকোয়েন্সি হার মহামারির আগের স্তরের কাছাকাছি রয়েছে, অটো লোনের ডেলিনকোয়েন্সি হার এখনও উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে,' বলেছেন নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভের অর্থনৈতিক গবেষণা উপদেষ্টা উইলবার্ট ভ্যান ডের ক্লাউ।

তিনি আরো বলেন, 'এই উচ্চ অটো লোন ডেলিনকোয়েন্সি হার সব ধরনের ক্রেডিট স্কোর ও আয়ের স্তরের ক্ষেত্রে বিস্তৃতভাবে দেখা যাচ্ছে।'

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা সতর্ক করছেন যে, ক্রমবর্ধমান ঋণ ও উচ্চ সুদের হার ভবিষ্যতে সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

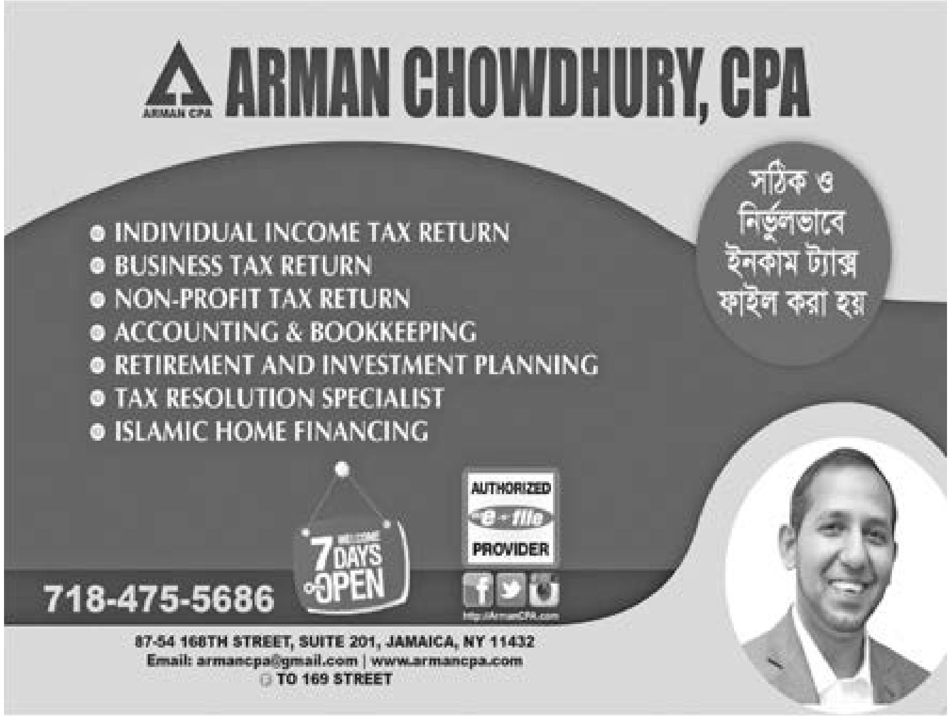

‘ট্রেডার জো’স’-এর ফার্টিলাইজড ডিম বিক্রি নিয়ে হৈ চৈ

কুলসুম আক্তার সুমী

একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটর ট্রেডার জো’স থেকে কেনা ফার্টিলাইজড ডিম ইনকিউবেটরে রেখে তা ফুটিয়ে বাচ্চা মুরগি বের করেছেন। যদিও ‘ডেলিশ’-এর প্রতিবেদনে বলা হযেছে, খাদ্যপ্রেমীদের এ নিয়ে ভয়ের কিছু নেই।তবে, বিষয়টি নিয়মিত ক্রেতাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

টিকটক ব্যবহারকারী, দ্যা ক্যালিফোর্নিয়াহোমের মতে, ২৪ দিন আগে বাজার থেকে কেনা এক ডজন ফার্টিলাইজড ডিম মাত্র তিন সপ্তাহ ইনকিউবেটরে রাখার পর বাচ্চা ফুটিয়েছে।

এখন সেই পরিবারে আটটি বাচ্চা মুরগি রয়েছে। তিনি রসিকতা করে বলেন, ‘এখন আর ডিমের সংকট নেই!’

তবে অনেক দর্শক এটিকে মজার হিসেবে নেননি, আবার কেউ কেউ নিজেরাই পরীক্ষা করতে ইনকিউবেটের কেনার পরিকল্পনা করছেন। এ নিয়ে একজন মন্তব্য করেছেন, ‘এখন আর

আমি ডিম খেতে পারব না।’

আরেকজন নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, ‘কেন ওরা এ ফার্টিলাইজড ডিম বিক্রি করলো? আমি পুরো সপ্তাহ এই ডিম খেয়েছি।’

‘এরা কি উন্মাদ?’ প্রশ্ন করেছেন একজন। আরেকজন বলেছেন, ‘আমি আর কোন দিন ডিম খাব না।’

যদিও মুদি দোকান থেকে ফার্টিলাইজড ডিম কেনা বা খাওয়া নিয়ে অনেকের আপত্তি থাকতে পারে। তবে বিক্রেতা ও শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট ‘ব্যাকইয়ার্ড চিকেন কোপস্’ বলছে, ‘এগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ।’

তাদের ব্লগে লেখা আছে, ফার্টিলাইজড ডিম খাওয়ার ফলে কোনো ক্ষতি হয় না, স্বাদেও কোনো পার্থক্য থাকে না। ফার্টিলাইজড ও আনফার্টিলাইজড ডিম একইভাবে রান্না করা এবং খাওয়া যায়।’

‘ডেলিশ’-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘ফার্টিলাইজড ডিম হলো এমন ডিম যা মুরগি ও মোরগের সংস্পর্শে এসে উৎপন্ন হয়। তবে খাদ্যপ্রেমীদের ভয়ের কিছু নেই। কারণ, তাদের অমলেটের ভেতর কোন ভ্রূণ পাওয়ার আশঙ্কা নেই।’

প্রতিবেদন অনুসারে, যদি কোনো ডিম সফলভাবে নিষিক্ত হয়ও, সেটি দ্রুত ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়, ফলে ইনকিউবেশন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যে উপায়ে বাড়িতে মুরগির বাচ্চা ফোটানো সম্ভব, তা হলো ডিমগুলোকে ইনকিউবেটরে প্রায় ১০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় দীর্ঘ সময় ধরে রাখা।’

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

জামায়াতের লাগাতার কর্মসূচির হুমকি

ঢাকা ডেস্ক

মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি জামায়াতের নেতা এ টি এম আজহারুল ইসলামের মুক্তি না হলে সারা দেশে বিক্ষোভ-সমাবেশ চালিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘এ টি এম আজহারের মুক্তি না হলে জামায়াতের সমাবেশ, বিক্ষোভ, আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে সরকারের কাছে দাবি, অবিলম্বে দলের নিবন্ধন ফিরিয়ে দেওয়া হোক।’

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলামের মুক্তির দাবিতে আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগরসহ দেশের সব মহানগরে এবং জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে দলটি। বিকেলে রাজধানীর পল্টন মোড়ে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। সমাবেশ অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন আমিরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান। সমাবেশ শেষে পল্টন থেকে শাহবাগ পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন দলের নেতা-কর্মীরা।

বেলা ৩টা থেকেই খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে সমাবেশস্থলে আসেন জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। সমাবেশে জামায়াতের নেতারা বলেন, ‘সংগঠনের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলাম ১৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাগারে আটক রয়েছেন। তাঁকে বারবার রিমান্ডে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। ন্যূনতম চিকিৎসাসেবাও দেওয়া হয়নি। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার শাসনামলের বিচারিক কার্যক্রমগুলো সারা বিশ্বে বিতর্কিত, প্রশ্নবিদ্ধ ও প্রত্যাখ্যাত। স্বৈরাচারের আমলে গ্রেপ্তার হওয়া এ টি এম আজহারুল ইসলামকে কারাগারে আটক রাখা তাঁর প্রতি চরম জুলুম ও অন্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়।’

জামায়াতের আমির বলেন, ‘১৩টি বছর তাঁকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। আর ১৩টি মিনিট তিনি জেলের ভেতরে থাকুন, আমরা তা চাই না। আমরা ভদ্র; কিন্তু আমরা বোকা নই। ভদ্রতার এই উপহারকে কেউ যেন দুর্বলতা মনে না করে।’

জামায়াত কারও চোখরাঙানি পরোয়া করে না জানিয়ে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমাদের নতুন করে আর কেউ চোখ রাঙাবেন না।

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 | EB3
L1A | EB5
SIJS | VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের ‘কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড’ থেকে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি’তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

হাঁটার উপকারী কিছু জুতার পরামর্শ ড. মিগ্যালের

রোকেয়া দীপা

হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী, তবে যদি আপনি হাঁটার জন্য সঠিক জুতা পরেন, তা আপনার অভিজ্ঞতাকে অনেক বেশি আরামদায়ক এবং নিরাপদ করতে পারে। হাঁটার জন্য সেরা জুতা নির্বাচন করতে নিউ ইয়র্ক পোস্ট, নিউ ইয়র্ক সিটির গথাম ফুটকেয়ারের পায়ের যত্ন বিশেষজ্ঞ ড. মিগ্যাল কুনহাহ এর সাথে আলাপ করেছেন। ড. কুনহা ২০২৫ সালের জন্য সেরা হাঁটার জুতার তালিকা তৈরি করেছেন, যেখানে বিভিন্ন দিক যেমন আরাম, সমর্থন, স্থায়িত্ব এবং ফিটনেসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, 'এ্যাসিকস্' ওয়েবসাইটের মতে, প্রায় চারজনের মধ্যে তিনজন দৌড়বিদ এমন জুতা পরে থাকে যা তাদের দৌড়ানোর স্টাইলের সাথে মানানসই নয়, এবং চোটের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তাই সঠিক জুতা নির্বাচন করা হলে হাঁটার অভিজ্ঞতা আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয় এবং আঘাতের ঝুঁকি কমে।

এখানে আমরা কিছু সেরা হাঁটার জুতার সুপারিশ জানাবো।

১.স্কেচার্স স্লিপ-ইন্স: গো ওয়াক এভরিহোয়ার-জুতাগুলি সহজ পরিধান এবং আরামের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এতে রয়েছে 'স্কেচার্স হ্যান্ড ফ্রি স্লিপ ইন্স- প্রযুক্তি, হিন পিলো সুরক্ষিত ফিট, আলট্রা গো কুশনিং, এয়ার কুল মেমোরি ফোম ইনসোল এবং নমনীয় ট্র্যাকশন। এই জুতাগুলি হাঁটা ও ক্রস-ট্রেনিংসহ বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য উপযুক্ত। স্নিকার্স প্লাস-সদস্য হলে আপনার জন্য থাকছে ফ্রি শিপিং, এক্সক্লুসিভ অফার ও ২০ শতাংশ ডিসকাউন্ট। প্রস্থ: মিডিয়াম, সাইজ রেঞ্জ: ৬.৫ – ১০ এবং হিল ড্রপ: ১৩.৩ মিমি।

২.সকোনি ম্যান'স কোহিজন ১৬: পায়ের জন্য এই জুতা প্রশস্ত, আরামদায়ক, এবং দুর্দান্ত গোড়ালি ও আর্জ সাপোর্ট প্রদান করে। এবং সবচেয়ে ভালো হল এগুলোর দাম মাত্র $৭৫। এর প্রস্থ: নিয়মিত এবং প্রশস্ত। সাইজ রেঞ্জ: ৭ – ১৫, হিল ড্রপ: ১২ মিমি এবং উপাদান-সিন্থেটিক রাবার (হিল)

৩.হোকা ক্লিফটন ৯ ম্যান'স রানিং শ্যুস: এটি হালকা এবং আরও বেশি কুশনিং সহ তৈরি। যাদের পায়ের সামনের অংশ প্রসস্ত এবং সাধারণ জুতা ফিট হয় না, এটি তাদের পায়ের জন্য উপযুক্ত। এর বৈশিষ্ট্য: প্রশস্ত টু-বক্স, উচ্চ কুশনিং, এবং আরামদায়ক সাপোর্ট। সাইজ রেঞ্জ: স্ট্যান্ডার্ড-প্রসস্ত, উপাদান-হালকা এবং কুশনিং সহ ডিউরেবল। এটি বিভিন্ন রঙে উপলব্ধ।

৪.কিন ডব্লিউকে৪০০ ওয়াকিং শ্যুস: টেকসই আরামদায়ক হাঁটার জুতা, যা প্রয়োজনীয় গতি এবং আরামের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর রকার বটমসোল(নিচের অংশে) এবং EVA মিডসোল(জুতার মাঝ বরাবর) প্রতিটি পদক্ষেপে আরাম দেয়। লুগড রাবার আউটসোল শক শোষণ করতে সাহায্য করে। এর প্রস্থ: সাধারণ, সাইজ রেঞ্জ:৭-১৫। উপাদান: রাবার, মেশ। মূল্য: $১৭০→ $১২১.৪০ (আমাজন)

৫.নিউ ব্যালেন্স মেইড ইন ইউএসএ ৯৯৩: যারা একটু বেশি খরচ করতে প্রস্তুত, তাদের জন্য এই জুতাটি যা দীর্ঘস্থায়ী এবং স্থিতিশীলতার জন্য ডিজাইন করা। এই জুতা দীর্ঘস্থায়ী কুশনিং, শক শোষণ এবং গোড়ালির স্থিতিশীলতার জন্য ভালো। এর প্রস্থ: স্ট্যান্ডার্ড, প্রশস্ত, অতিরিক্ত প্রশস্ত। সাইজ রেঞ্জ: ৭-১৬। উপাদান: স্যুয়েড, রাবার। মূল্য: $১৯৯.৯৯

৬.এসিকস্ জেল ক্যায়ানো ২৯: এই স্নিকারটির ফোরফুটে কুশনিং এবং আর্চ সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ফফ ব্লাস্ট প্লাস ফুটবেড ডিজাইন করা হয়েছে। প্ল্যান্টার ফাসিয়া সমর্থনের জন্য এটি অতিরিক্ত সাপোর্ট দেয়, এবং অতিরিক্ত

শক শোষণের জন্য উন্নত রিয়ার ফুট সাপোর্ট রয়েছে এতে। এর প্রস্থ: সাধারণ, প্রশস্ত, অতিরিক্ত প্রশস্ত। সাইজ রেঞ্জ: ৬-১৬। হিল ড্রপ: ১০মিমি। উপাদান: রাবার। মূল্য: ১৬০-৮৯ (আমাজন)

৭.অন ক্লাউড ৫ ম্যান'স স্নিকার: যারা হালকা ওজনের আরামদায়ক স্নিকার্স চান, তাদের জন্য 'অন রানিং ক্লাউড ৫' একটি ভালো পছন্দ হতে পারে। এটি ৪৪ শতাংশ পুনঃপ্রক্রিয়াকৃত উপাদান দিয়ে তৈরি এবং দুর্দান্ত আরাম, বাউন্স এবং সাপোর্ট দেয়। এর প্রস্থ: সাধারণ। সাইজ রেঞ্জ: ৪-১৭। হিল ড্রপ: ৭ মিমি। উপাদান: রাবার, ফোম। মূল্য: $১১০।

৮.ড্যানার ৪" ট্রেইল ২৬৫০ মিড জিটিএক্স: এই জুতো হালকা ও টেকসই, হাইকিংয়ের জন্য উপযোগী। গোড়ালির সমর্থন দেয় এবং পাথুরে বা ভেজা জায়গায় ভালো গ্রিপ থাকে। টো বক্স প্রশস্ত, যা পায়ের আঙ্গুলের জন্য আরামদায়ক। এর প্রস্থ: রেগুলার। আকার: ৮.৫ – ১৩। উপকরণ: চামড়া, টেক্সটাইল। মূল্য: $১৩৯.৯৩ (মূল $১৯৯.৯৫)

৯.অলবার্ড ম্যান'স প্ল্যান্ট পেচার্স: এই জুতোগুলি পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি, যার মধ্যে প্ল্যান্ট লেদার আপার এবং পুনঃব্যবহৃত পলিয়েস্টার লাইনিং রয়েছে। এগুলি স্টাইলিশ এবং আরামদায়ক। এর প্রস্থ: রেগুলার। আকার: ৪১ – ৪৭ (ইউরোপীয়)। উপকরণ: প্রাকৃতিক রাবার, প্ল্যান্ট অয়েল, কৃষি বাইপ্রোডাক্ট। মূল্য: €১২৪ (মূল €১৪৫)

১০ভায়োনিক অল জেন্ডার ব্লিসফুল রিজুভেনেট রিকভারি স্যান্ডল: এই স্যান্ডেলগুলি পেডিয়াট্রিস্ট দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে এবং শক শোষণকারী মিডসোল, মাইক্রোফাইবার-ঢাকা ফুটবেড এবং অ্যাডজাস্টেবল স্ট্র্যাপ সহ পা এবং আর্চকে আরাম এবং সমর্থন দেয়। গ্রীষ্মে পরার জন্য এই জুতা ভালো। এর প্রস্থ: রেগুলার। আকার: ৫ – ১২.৫। মূল্য: $৬.৭৮ – $৮০.০৫।

এছাড়া ড. মিগ্যাল কুনহা পরামর্শ দিয়েছেন, হাঁটার জন্য জুতা বাছাইয়ের সময় যেন নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী, সাইজ, আর্চ সাপোর্ট, উন্নত কুশনিং, সুবিধাজনক নকশার ব্যাপারগুলো যাচাই করা হয়। তিনি বলেন, সঠিক জুতা নির্বাচন করলে হাঁটার অভিজ্ঞতা যেমন আরামদায়ক হয়, তেমনি পায়ের সুস্থতাও বজায় থাকে।

এক ক্ষনজন্মা মহাপুরুষ এ কে এম তারেক কালাম

এমডি জে রানা

এ. কে. এম তারেক কালাম। একটি চলমান ইতিহাসের নাম। বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের ঘনিষ্ট সহচর হিসেবে আন্দোলনের এক স্ফুলিঙ্গ। অনলবর্ষী বক্তা। তরুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা। যাঁর ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞান, দেহসৌষ্ঠব, সাহসিকতা, নেতৃত্ব, সালিসি মেধা, প্রজ্ঞা ও এলাকা পরিচালনা সব কিছু মিলিয়ে লাখো মানুষের মাঝ থেকে তাকে সহজেই আলাদা করা যেত। এলাকার উন্নয়নের রূপকার এক ক্ষনজন্মা মহাপুরুষ। জীবদ্দশায় এলাকার সার্বিক উন্নয়নে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তা সিলেট সদর তথা বৃহত্তর টুকের বাজারের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

এই ক্ষনজন্মা মহাপুরুষ ১৯৫৭ সালের ৩০ অক্টোবর সিলেট সিটি করপোরেশনের ৩৮নং ওয়ার্ড বৃহত্তর টুকের বাজারের হায়দরপুর গ্রামের একটি স্বনাধন্য মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আব্দুল হক চাঁনমিয়া। মাতা মরহুমা মহিতুননেছা। তাঁর মাতা ছিলেন টুকের বাজারের এক সময়ের প্রভাবশালী জমিদার মুসলিম আলীর নাতনী। তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে।

ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অসম্ভব আন্তরিক, অমায়িক ও বন্ধুত্বসুলভ একজন মানুষ। তিনি শুধু বাংলাদেশের নয়, দেশের বাইরেও একজন পরিচিত মুখ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন মানসিকতা ও প্রতিবাদী চরিত্রের জন্য ক্রমশ জড়িয়ে যান রাজনীতিতে। তিনি সিলেট জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি, সিলেট সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক। জেলা মৎসজীবী দলের আহ্বায়ক ও ২০১৬ সালে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও ১৯৯৭-১৯৯৮ সালে টানা দুইবার সদর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। একসময় বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বিশ্বনাথ-বালাগঞ্জ আসনের সাবেক এমপি নিখোঁজ এম ইলিয়াস আলীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এছাড়া সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী অর্থনীতিবিদ মরহুম এম সাইফুর রহমান সাথেও ছিল তাঁর সখ্যতা।

১৯৭৯ সালে তিনি শ্রমিক সংগঠনের সাথে জড়িত হন। সেই সাথে তিনি আম্বরখানা সিএনজি অটোরিক্সা শ্রমিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি সিলেট জেলা সিএনজি চালিত অটোরিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। তাঁর রাজনীতির হাতেখড়ি মূলত এখান থেকেই।

এদিকে ১৯৮৮ সালে দিকে প্রথমবারের মত ৬নং টুকের বাজার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ইউপি সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। তখনকার সময় টুকের বাজারের গোপাল থেকে শুরু করে নগরীর সাগরদিগির পার পর্যন্ত একটি ওয়ার্ড ছিল। তিনজন ইউপি সদস্য পুরো ওয়ার্ডের দায়িত্ব পালন করতেন। সেই সাথে ১৯৯৩ ও ১৯৯৮ সালের দিকে টানা তিনবার ইউপি সদস্য হিসাবে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। লাগাতার ১৫ বছর ইউপি সদস্যের দায়িত্ব পালন করার পর পরবর্তীতে তিনি আর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। বৃহত্তর টুকের বাজার নদী ভাঙ্গন রোধে টুকের গাঁও থেকে চরুগাও পর্যন্ত পাথর দিয়ে বাঁধ নির্মাণে তাঁর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। হায়দপুর, পীরপুর, খালিগাঁও গ্রামের রাস্তা নির্মাণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম তাঁর দ্বারা সংগঠিত হয়। সেই সাথে তিনি সিলেট রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য ছিলেন।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি সোমবার বিকালে তিনি ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তাঁর জানাজাকে কেন্দ্র করে টুকের বাজার শাহী ঈদগাহ ময়দান প্রাঙ্গণ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। হাজার হাজার মানুষ তাঁকে একনজর দেখার জন্য ছুটে আসেন। সেটি টুকের বাজারের ইতিহাসে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ নামাজে জানাজা হয়। ভালোবাসা আর ভক্তির চরম সৌন্দর্যের সাথে শেষ বিদায় জানাতে ছুটে আসেন মানুষ। এ যেন অঘোষিত এক মহাসম্রাটের বিদায়। মানুষের বুকফাটা কান্না, করুণ আহাজারিতে পুরো টুকেরবাজার জুড়ে এক শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

নিউইয়র্ক

অপরাজনীতি কবি আল মাহমুদকে করেছে অবমূল্যায়িত

ইমরান ইমন

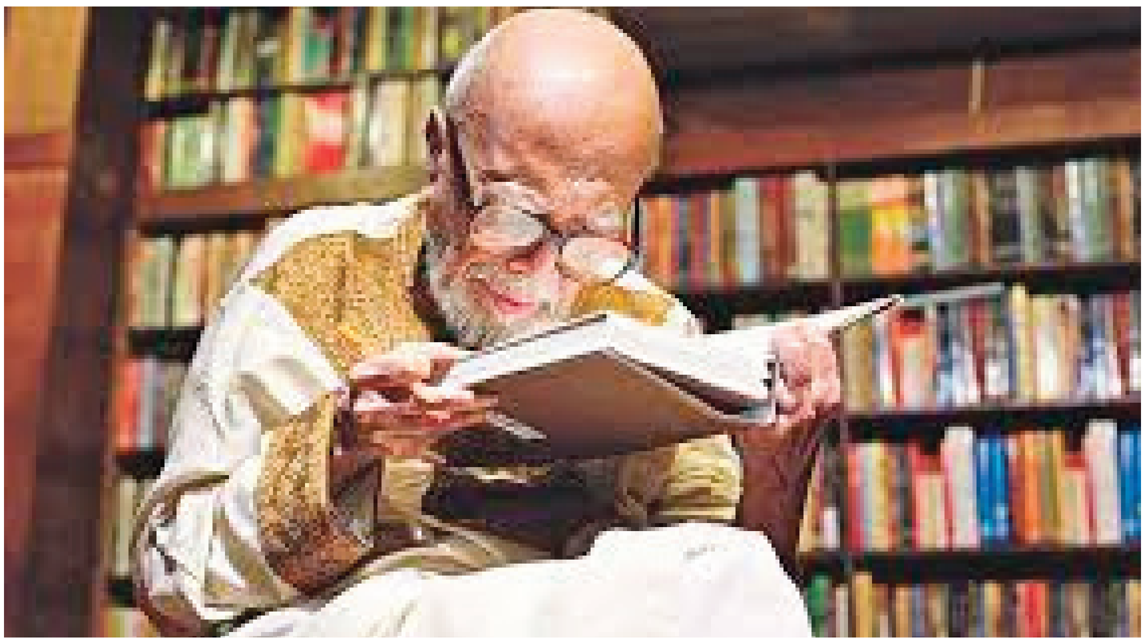

'সোনালী কাবিন' খ্যাত কবি আল মাহমুদের ষষ্ঠ প্রয়াণ দিবস আজ। ২০১৯ সালের এই দিনে না ফেরার দেশে চলে যান বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান এই কবি। ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌড়াইলের মোল্লা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন আল মাহমুদ। তার প্রকৃত নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ।

তুমুল আলোচিত-সমালোচিত কবি আল মাহমুদ তিন দশক ধরে আধুনিক বাংলা কবিতার শহরমুখী প্রবণতার মধ্যেই ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের জীবনপ্রবাহ এবং নর-নারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহকে পরম আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে এনেছেন তার কবিতায়। বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন নতুন আঙ্গিকে, তৈরি করেছেন আধুনিক আবহ। আধুনিক বাংলা কবিতার ঝাঁঝ বুঝতে হলে আল মাহমুদের কবিতা পান করতে হবে।

আল মাহমুদ কুমিল্লার দাউদকান্দি থানার সাধনা হাই স্কুল ও পরে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। তিনি বেড়ে ওঠেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে। ১৮ বছর বয়স থেকে প্রকাশিত হতে থাকে তার কবিতা। সংবাদপত্রে লেখালেখির সূত্র ধরে ১৯৫৪ সালে কবি ঢাকায় আসেন। সাহিত্যের প্রতি প্রতিশ্রুতির সূত্রে 'সেন্ডেল পায়ে একটি টিনের বাক্স বগলদাবা করে' ঢাকা শহরে আসার বৃত্তান্ত আল মাহমুদ তিনি তার লেখায় বর্ণাণা করেছেন। সমকালীন বাংলা সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার মধ্যে কবি আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক কাফেলায় লেখালেখি শুরু করেন তিনি। আর কর্মজীবনের শুরু হয় দৈনিক মিল্লাতে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে। ১৯৫৫ সালে কবি আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী কাফেলার চাকরি ছেড়ে দিলে তিনি সেখানে সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন।

আল মাহমুদ একজন সংগ্রামী কবি। তিনি জীবনকে নাড়িয়ে দেখেছেন নানাভাবে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও কবি সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত সমকাল, কলকাতার নতুন সাহিত্য, চতুষ্কোণ, ময়ূখ, কৃত্তিবাস ও কবি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত বিখ্যাত 'কবিতা' পত্রিকায় লেখালেখির সুবাদে ঢাকা-কলকাতার পাঠকদের কাছে সুপরিচিত হয়ে ওঠে তার নাম।

১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'লোক লোকান্তর', ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'কালের কলস' ও ১৯৭৩ সালে 'সোনালি কাবিন' কবিতাগ্রন্থ বাংলা কবিতার প্রথম সারির একজন কবি হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ 'সোনালী কাবিন' সমকালীন বাংলা কবিতার একটি বাঁকের নাম। বলা হয়ে থাকে, তিনি যদি শুধু এই একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ রেখে যেতেন, তাতেও বাংলা কবিতার রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে থাকতেন।

'সোনালী কাবিন' এর প্রথম সনেটের শেষে আল মাহমুদ উচ্চারণ করেছেন: 'পরাজিত নই নারী, পরাজিত হয় না কবিরা/ দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা-উপশিরা।' একই সনেটে কবি বলেছেন: 'ছলনা জানিনা বলে আর কোন ব্যবসা শিখিনী'। 'কবিতা এমন' কবিতায় আল মাহমুদ মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন এমন কালজয়ী লাইন লিখে: 'কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার'। এসব লাইন বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে।

কবি হিসেবে খ্যাতিমান হলেও বাংলা গল্পের এক আশ্চর্য সাহসী রূপকার আল মাহমুদ। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত আল মাহমুদ ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বামপন্থীদের মুখপত্র এবং সরকারবিরোধী একমাত্র রেডিক্যাল পত্রিকা 'গণকণ্ঠ' বের হলে তিনি এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। গণকণ্ঠ সে সময় বেশ আলোচিত পত্রিকা। গণকণ্ঠ পত্রিকা সম্পাদনা করতে গিয়ে তৎকালীন আওয়ামী সরকারের রোষানলে পড়ে তিনি এক বছর কারাভোগ করেন। পরে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু তাকে বাংলাদেশ শিল্পকলা অ্যাকাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহ-পরিচালক পদে নিয়োগ দেন। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর অ্যাকাডেমির পরিচালক হিসেবে ১৯৯৩ সালে অবসরে যান আল মাহমুদ।

বাংলা কবিতায় অনন্য অবদানের জন্য ১৯৮৬ সালে আল মাহমুদ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার একুশে পদকে ভূষিত হন। এছাড়াও বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার, ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার, ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার, জীবনানন্দ দাশ স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা থেকে কবিতার জন্য কাফেলা সাহিত্য পুরস্কার এবং ছোটগল্পের জন্য বাংলাদেশে হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কারসহ নানা পুরস্কার ও সম্মাননায় তিনি ভূষিত হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান কবি হয়েও এদেশের অপরাজনীতির ভয়াল থাবায় আল মাহমুদ ছিলেন অবমূল্যায়িত। তাকে একটা গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, বিশেষ করে অতি প্রগতির ধ্বজাধারী 'অগতিশীল' গোষ্ঠী একটা রাজনৈতিক বলয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তার শিল্পসত্তা সবকিছুই এতে ম্লান হতে থাকে। প্রথমজীবনে আল মাহমুদ বামপন্থী ছিলেন, শেষজীবনে তিনি ইসলামিস্ট তথা ধর্মানুরাগী হয়ে ওঠেন। শুধু আল মাহমুদ কেন, পৃথিবীর বহু খ্যাতিমান লেখক ও শিল্পীর শেষজীবনে ধর্মের প্রতি দুর্বল হয়ে ওঠার, ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর এটাই তার শিল্পসত্তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে তার শেষজীবন কাটে পরম দুঃখ-কষ্ট, অবমূল্যায়ন আর অবহেলায়। যেখানে সাধারণ চুনোপুঁটির মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক জানানো হয়, সেখানে আল মাহমুদের একজন শক্তিমান কবির মৃত্যুতে তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী কেউই শোক প্রকাশ করেনি। এমনকি আল মাহমুদের মতো একজন ভাষাসৈনিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধাকে জাতীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন ও বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করতে দেওয়া হয়নি।

আল মাহমুদকে একটা রাজনৈতিক বলয়ে ঠেলে দেওয়া প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'দাড়ি রেখেছি বলে মৌলবাদী হয়ে গেছি'। অথচ আল মাহমুদ তারুণ্যে ভাষা আন্দোলনের লিফলেটে কবিতা ছাপার কারণে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অসংখ্য কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি ভাষাসৈনিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হয়েও কেন জামায়াতের অনুষ্ঠানে যেতেন!

এ প্রসঙ্গে আল মাহমুদ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'আমি সব সভা-সেমিনারেই যাওয়ার চেষ্টা করি। যেমন সমাজতন্ত্রের সেমিনারেও যাই, তেমনি জামায়াত-শিবিরের সেমিনারেও যাই। আর জামায়াত-শিবিরের সভাতে যাই বলে আমাকে রাজাকার বলা হয়, কিন্তু ওদের সভা-সেমিনারে গিয়ে আমি কী বলি সেটা শোনার জন্য কেউই যায় না। এখন মনে হয়, দেশের জন্য যুদ্ধ করে রাজাকার উপাধিটাই আমার প্রাপ্য।'

সেই সাক্ষাৎকারে আল মাহমুদ আরও বলেন, 'প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তারা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পুরস্কার নিয়েছেন। শেখ মুজিবের ৬ দফা সমর্থন করেননি, তাদের বেশিরভাগই শেখ মুজিবুর রহমানের সমালোচনা করতেন, তারাই এখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় বড় কথা বলছেন।'

ব্রাত্য রাইসু ও রাজু আলাউদ্দিনের সঙ্গে আরেক সাক্ষাৎকারে আল মাহমুদ বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের ওপর আমার একটা উপন্যাস আছে, নাম হলো উপমহাদেশ। আমি মনে করি যে আমি দেখে-লিখেছি, আমি এর মধ্যে দিয়ে গমন করেছি। আমাদের দেশে কোনো মুক্তিযুদ্ধের লেখক নেই। একজনও লেখক নাই, নট অ্যা সিঙ্গল। একমাত্র আমি ছাড়া কোনো মুক্তিযোদ্ধা লেখক বাংলাদেশে নাই।'

বাংলাদেশে 'জামায়াত' বা 'মৌলবাদী' ট্যাগ দিয়ে আল মাহমুদকে কোণঠাসা করে রাখা হলেও ভারতে আল মাহমুদ বেশ প্রাসঙ্গিক। আল মাহমুদকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন এভাবে: 'বাংলাদেশে দেড়খান কবি, একখান আল মাহমুদ আর আধখানা গুণ (নির্মলেন্দু গুণ)।' আল মাহমুদের মৃত্যুর পর কলকাতার গণমাধ্যমে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় কবি জয় গোস্বামী বলেছেন, 'কবি আল মাহমুদের সাথে সাক্ষাতের ঘটনা আমার কাছে তীর্থ দর্শনের মতো, তিনি বড়ো কবি।' একেই বলে শিল্পসত্তার আন্তর্জাতিকতাবাদ। আল মাহমুদ তার সৃষ্টিগুণে ছাড়িয়ে গেছেন সব সীমানা, লাভ করেছেন অমরত্ব।

একজন আল মাহমুদকে আমরা তার সৃষ্টি দিয়ে মূল্যায়ন করতে পারিনি। এদেশের অপরাজনীতির ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার শিকার আল মাহমুদ। এদেশে সব জায়গায় সুপরিকল্পিতভাবে রাজনীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি কোথাও বাদ যায় না রাজনীতির এই ভয়াল থাবা থেকে। এখানকার মতো বিশ্বের আর কোথাও এমন নোংরামি নেই।

কবি আল মাহমুদ নিজের মৃত্যুকে তার কবিতায় কামনা করেছেন এভাবে: 'কোনো এক ভোরবেলা, রাত্রিশেষে শুভ শুক্রবারে/ অপ্রস্তুত এলোমেলো এ গৃহের আলো অন্ধকারে/ ভালোমন্দ যা ঘটুক মেনে নেবো এ আমার ঈদ।' কবির সে ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। কবির মৃত্যুর দিন ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ছিল শুক্রবার, সেদিন বসন্তের মৃদু কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে তিনি না ফেরার দেশে চলে গেলেন।

সাংবাদিক ও কলামিস্ট।
emoncolumnist@gmail.com

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

ভাষা আন্দোলনে নারীদের অবদান উপেক্ষিত, বিস্মৃত এক অধ্যায়

রোমেনা রোজী

ভাষার জন্য, দেশের জন্য নারীদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবির আন্দোলনে সহযোদ্ধা হয়ে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নারীরা। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নারীদের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। মিছিল, মিটিং থেকে শুরু করে সবখানেই ছিল নারীর সক্রিয় অবস্থান। বিশেষ করে, আন্দোলনের পোস্টার, ব্যানার, কার্টুন লেখায় নারীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

পাকিস্তান আর্মি ও পুলিশের তাক করা বন্দুকের নলকে উপেক্ষা করে ভাষার দাবির মিছিলগুলোতে নারীরা ছিলেন সামনের কাতারে। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা রক্ষার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন সালাম, জব্বার, রফিক, শফিকসহ অনেকেই। ভাষা আন্দোলনে মেয়েদের দৃশ্যমান ভূমিকাগুলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রে একে চরম অবহেলা বা অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নারীদের অনবদ্য ভূমিকা ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাতে লুকিয়ে ভাষার দাবির বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত পোস্টার এঁকেছেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে নারীরাই পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙেন। আহতদের চিকিৎসায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা। আহতদের চিকিৎসা সাহায্যের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েরা চাঁদা তুলে আনেন। পুলিশের তাড়া খাওয়া ছাত্রদের নিজেদের কাছে লুকিয়ে রাখেন। আন্দোলনের খরচ চালানোর জন্য অনেক গৃহিণী অলঙ্কার খুলে দেন। শুধু তাই নয়, ভাষা আন্দোলনে জড়িত হওয়ায় অনেক নারীকে জেলও খাটতে হয়েছে। কেউ হারিয়েছেন সংসার। কেউ আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে হয়েছেন বহিষ্কৃত। সে সময়য়র ঘটনা নিয়ে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, ভাষাসৈনিকদের স্মৃতিচারণা এবং দলিল ও বইতে এর প্রমাণ রয়েছে।

১৯৪৭-এ করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের একটি ঘোষণাপত্রে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সুপারিশ করা হয়। তখন থেকে ভাষা আন্দোলনের দানা বাঁধে। বাংলাভাষার দাবিকে জোরদার করতে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'তমুদ্দিন মজলিস' নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। অন্দরমহলে অবস্থান করেও আবুল কাসেমের স্ত্রী রাহেলা, বোন রহিমা এবং রাহেলার ভাইয়ের স্ত্রী রোকেয়া ভাষা আন্দোলনের জন্য কাজ করে গেছেন। ১৯৫২ সালের ২৩ জানুয়ারি রাত ৪টার দিকে আবুল কাশেমের বাসা ঘিরে ফেলে পাকিস্তান পুলিশ। ভিতরে আবুল কাশেম ও আব্দুল গফুরসহ অন্যরা ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র 'সৈনিক' পত্রিকা প্রকাশের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পুলিশ দরজায় বারবার আঘাত করলে মিসেস রাহেলা কাশেম গভীর রাতে পারিবারিক বাসায় পুলিশ প্রবেশের চেষ্টার বিরুদ্ধে পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ তর্কবিতর্ক জড়িয়ে পড়েন। এ সুযোগে আবুল কাশেমসহ অন্যরা পেছনের দেয়াল টপকে পালাতে সক্ষম হন। এরপর পুলিশ ভিতরে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে চলে যায়। ভাষা আন্দোলন শুরুর দিকে অন্দরমহলে নারীর এই অবদান আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচিগুলো এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্তে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রাজপথের সেই মিছিলে সামনের সারিতে অবস্থান ছিল ছাত্রীদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের ছাত্রীরা আন্দোলনকে চাঙা করতে অর্থ সংগ্রহ ও রাতভর পোস্টার লেখার কাজ করেন। এদের মধ্যে রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া আহমদ, হালিমা খাতুন, সারা তৈফুর, শামসুন্নাহার আহসান, শরীফা খাতুন, শামসুন নাহার প্রমুখ অন্যতম। সেই সময়ে পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেলে অনেক ছাত্রী আহত হয়। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার মূল কাজটা রওশন আরা বাচ্চুসহ আরও কয়েকজন ছাত্রীর দ্বারাই সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে ১৯৫২ সালে সুফিয়া আহমদ তুরস্কে পাকিস্তান সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের ছাত্রী সদস্য হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম নারী, যিনি দুইবার জাতিসংঘে কোনো দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

ঢাকার বাইরে নারীরা ভাষা আন্দোলনে একাত্ম হতে গিয়ে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নারায়ণগঞ্জের মমতাজ বেগম। নারায়ণগঞ্জের মরগান হাইস্কুলে হেড মিস্ট্রেস মমতাজ বেগম স্থানীয়ভাবে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে নেতৃত্ব দেন। কারানির্যাতনের একপর্যায়ে সরকারের চাপে স্বামী তাকে তালাক দেন। মমতাজ বেগমের ছাত্রী ইলা বকশী, বেনু ধর ও শাবানীর মতো কিশোরীকেও পুলিশ সেদিন গ্রেপ্তার করে। সিলেটের কুলাউড়ার সালেহা বেগম ময়মনসিংহ মুসলিম গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী থাকাকালীন ভাষা শহীদদের স্মরণে স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলণ করেন। এই অপরাধে সেখানকার জেলা প্রশাসকের আদেশে স্কুল থেকে তাঁকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। তখন সালেহা বেগমের পক্ষে আর পড়ালেখা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। চট্টগ্রাম ও সিলেটে ছাত্রীরা আন্দোলনে জোড়ালো ভূমিকা রাখেন। এদের মধ্যে স্কুলের কোমলমতি কিশোরীদের অংশগ্রহণই ছিল সবচেয়ে বেশি।

ভাষা সৈনিক চেমন আরা বলেছেন ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যারা তমদ্দুন মজলিসের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আনোয়ারা খাতুন। তিনি ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং বায়ান্নর ভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য। গাইবান্ধার বেগম দৌলতুন্নেছা ও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনিও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন ১৯৫৪ সালে। নাদেরা বেগম ও লিলি হকের নামও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। হামিদা খাতুন, নুরজাহান মুরশিদ, আফসারী খানম, রানু মুখার্জী প্রমুখ মহিলারাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর নৃশংসতার প্রতিবাদে অভয়দাশ লেনে এক সভায় নেতৃত্ব দেন বেগম সুফিয়া কামাল ও নুরজাহান মুরশিদ। ধর্মঘট উপলক্ষে প্রচুর পোস্টার ও ব্যানার লেখার দায়িত্ব পালন করেন ড.শাফিয়া খাতুন ও নাদিরা চৌধুরী। ১৯৪৭ সালে আজাদ পত্রিকায় বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে একটি লেখা প্রকাশ হলে যশোরের হামিদা রহমান একটি নিবন্ধ লেখেন। পরবর্তীতে তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন। এ সময় সুফিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন নামে দুজন মহিলার নাম শোনা যায়। যারা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমি রেখেছিলেন। সিলেটের মেয়েরাও ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের নিকট প্রতিনিধিও পাঠায়। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সিলেটের মুসলিম লীগের নেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরী। অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সাহারা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা, রাবেয়া বেগম প্রমুখ। বিপ্লবের দেশ, বিদ্রোহের দেশ চট্টগ্রাম। যে কোনো সময়ে দেশ ও জাতির প্রয়োজনে চট্টগ্রামের ভূমিকা অগ্রগামী। ভাষা আন্দোলনেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। চট্টগ্রামেও বেশ কিছু কলেজছাত্রী এবং সে সময়ের ভদ্র মহিলারাও ভাষা আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম তোহফাতুন্নেছা আজিম, সৈয়দা হালিমা, সুলতানা বেগম, নুরুন্নাহার জহুর, আইনুনু নাহার, আনোয়ারা মাহফুজ, তালেয়া রহমান, প্রতিভা মুৎসুদ্দি। খুলনাতেও কাজ করেছেন তমদ্দুন মজলিসের কর্মী আনোয়ারা বেগম, সাজেদা আলী এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজপড়ুয়া ছাত্রীরা। সাতক্ষীরায় সক্রিয়ভাবে এ আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন গুলআরা বেগম ও সুলতানা চৌধুরী। টাঙ্গাইলে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন নুরুন্নাহার বেলী, রওশন আরা শরীফ। রংপুরে এই সময় মহিলারা রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন নিলুফা আহমেদ, বেগম মালেকা আশরাফ, আফতাবুন্নেছা প্রমুখ। ভাষা আন্দোলনে রাজশাহীতে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ড. জাহানারা বেগম বেনু, মনোয়ারা বেগম বেনু, ডা. মহসিনা বেগম, ফিরোজা বেগম ফুনু, হাফিজা বেগম টুকু, হাসিনা বেগম ডলি, রওশন আরা, খুরশিদা বানু খুকু, আখতার বানু প্রমুখ।

২১ ফেব্রুয়ারিতে নারী ভাষা সৈনিকরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে দেয়ার মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের দমাতে পুলিশের জারি করা ১৪৪ ধারা প্রথমেই ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হন। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার মূল কাজটা রওশন আরা বাচ্চুসহ আরো কয়েকজন ছাত্রীরা দ্বারাই হয়। কারণ ১০ জন করে বের হওয়া প্রথম দুটি দলের অনেকেই গ্রেপ্তার হন। ছাত্ররা ব্যারিকেডের ওপর ও নিচ দিয়ে লাফিয়ে চলে যায়। পরে তৃতীয় দলে বেরিয়ে ব্যারিকেড ধরে টানাটানির কাজ শুরু করেন ছাত্রীরাই। সেদিন পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেলে অনেক ছাত্রী আহত হন। এরমধ্যে রওশন আরা বাচ্চু, সারা তৈফুর, বোরখা শামসুন, সুফিয়া ইব্রাহীম, সুরাইয়া ডলি ও সুরাইয়া হাকিম ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রণে সবচেয়ে বড় ক্ষতির দিন হলো ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। সেদিন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ জন ছাত্রী গ্রেপ্তার হন। তাঁদের মধ্যে লায়লা নূর, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, রওশন আরা বেনু, ফরিদা বারি, জহরত আরা, কামরুন নাহার লাইলি, হোসনে আরা, ফরিদা আনোয়ার ও তালেয়া রহমান অন্যতম। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রক্টরের অনুমতি নিয়ে এবং প্রক্টরের সামনে পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে হতো। গ্রামের নারীরা তো ছিল পর্দা প্রথার আড়ালে বন্দি। এমন সময় সামাজিক, ধর্মীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় বাধা-বিপত্তি ঠেলে বাংলাভাষার দাবিতে নারীদের রাজপথে নেমে আসা কঠিন ছিলো। তারপরেও আন্দোলনে অংশ নিতে সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটাই নিয়েছে নারীরা। ভাষা আন্দোলনে নারীদের ছিল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান, যা তাদের সাহসিকতাকে আরও সমৃদ্ধ করে। পরবর্তী সময়ে সেই চেতনা ধারণ করেই তাঁরা এগিয়ে যান, বাংলাদেশের মানচিত্রে লাল-সবুজের পতাকা আঁকতে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকশায় ছিলেন চট্টগ্রামেরই এক সৃজনশীল নারী ভাস্কর নভেরা আহমেদ। তিনি শিল্পী হামিদুর রহমানের সাথে শহীদ মিনারের নকশা তৈরি করতে নিরলস শ্রম দিয়েছেন। অথচ শহীদ মিনারের নকশা নির্মানের কথা বলতে গিয়ে যে ভাবে হামিদুর রহমানের কথা বলা হয় সেভাবে নভেরা আহমেদের কথা বলা হয় না।

ভাষা আন্দোলনে নারীরা সক্রিয়ভাবে মিছিল প্রতিবাদ সভা ও সাংগঠনিক কাজ ছাড়াও তাঁরা তহবিল গঠন, চাঁদা সংগ্রহ এবং পোস্টার তৈরি করে বিক্রি করেছেন। পুরুষের পাশাপাশি বক্তব্য রেখেছেন গণ জমায়েতে, নেতৃত্ব দিয়েছেন মিছিলে-সহ্য করেছেন পুলিশী নির্যাতনের সকল প্রক্রিয়া। কারাবরণ, হুলিয়া ভোগ, সাময়িক আত্মগোপনকারীদের আশ্রয় দিয়ে একাত্ব প্রকাশ করেছেন।

ইতিহাস বলে, প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণের খরচ যোগার করতে অনেক মেয়ে গায়ের অলংকার খুলে দিয়েছেন। কিন্তু নারীর সে সব অবদান ইতিহাসে উঠে আসে না।

বলা প্রাসঙ্গিক, ভাষা আন্দোলনে সুপ্তছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ, আর এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী নারীদের পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়নি আজও। নানা রচনায় বা ইতিহাসে নারীরা উপেক্ষিত হয়েছেন বারে বারে।

আর এভাবেই ইতিহাসে নারীদের অবদান উপেক্ষিত, বিস্মৃতির আড়ালেই রয়ে গেছে।

ভাষা আন্দোলনে নারীদের অবদান ইতিহাসে যোগ্য স্বীকৃতি পায়নি। ভাষা আন্দোলনে মেয়েদের দৃশ্যমান ভুমিকাগুলোকে বিগত ৭৩ বছরেও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হয়নি, চরম অবহেলা বা অগ্রাহ্য করা হয়েছে। নারী ভাষা সংগ্রামীদের নাম উচ্চারিতই হয় না বললেই চলে। ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস সঠিকভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এখনি আমাদের উদ্যোগী হতে হবে নতুবা ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

নারী ভাষাসৈনিকদের অনেকেরই জীবনাবসান ঘটেছে নীরবে। ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজের অবদানের কথা ভুলে থাকা আমাদের 'আজন্ম পাপ'। দিন গত হয়েছে অনেক, তবু তৈরি হউক প্রায়শ্চিত্তের পথ। কালো কালির অক্ষরে ভরে উঠুক পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তৃপ্ত হোক আত্মা।

জিন্নাহর ভাষণ, ছাত্রদের নো নো নো

জাহীদ রেজা নূর

বোন ফাতেমা জিন্নাহকে নিয়ে ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় এসে পৌঁছালেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। জনতা তাঁকে বরণ করে নিল। এরই মধ্যে ১৫ মার্চ প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে ২১ মার্চ ছিল রেসকোর্স ময়দানে তাঁর জনসভা। সেখানে নামল মানুষের ঢল। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাকে একনজর দেখতে আসা অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন রাজপথে।

জিন্নাহ যখন আসেন, তখন পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগ সরকার নাজুক অবস্থার মধ্যে ছিল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসেছিলেন লীগের পায়ের নিচে মাটি শক্ত করতে। তাঁকে মুসলিম লীগের নেতারা বুঝিয়েছিলেন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার আপামর সাধারণ মানুষের নয়, এটা গুটিকয় স্বার্থান্বেষী মানুষের ষড়যন্ত্র।

২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে ভাষণ দিলেন জিন্নাহ। তিনি তিনটি বিষয়ে জোর দিলেন। এক, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, দুই. কমিউনিস্ট ও বিদেশি চরদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র রক্ষার প্রয়োজনে সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। তিন. মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে জাতির খেদমতে যুক্ত হতে হবে।

নিরাশ হলো ভাষণ শুনতে আসা মানুষ। জিন্নাহর ভাষণে স্পষ্ট হলো, তিনি আসলে মুসলিম লীগবিরোধী যে কারও ক্ষেত্রেই দমন-পীড়নের

স্বাধীনতা দিতে চাইছেন। অর্থাৎ সরকারের সমালোচনাকারী সকলেই বুঝি রাষ্ট্রবিরোধী।

জিন্নাহর ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে তমদ্দুন মজলিস ২২ মার্চ যে বিবৃতি দেয়, তা ছিল তাদের 'কায়েদে আজমের' প্রতি প্রশস্তি ভিন্ন আর কিছু নয়। রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। তিনি ২৩ মার্চ দেওয়া এক বিবৃতিতে জিন্নাহর দেওয়া ২১ মার্চের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। দৈনিক আজাদ শেরে বাংলার সমালোচনায় মুখর হয়ে শিরোনাম করে, 'হক ছাহেবের হুংকার, কায়েদে আজমের প্রতি জঘন্য আক্রমণ'।

২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে শিক্ষার্থীরা কোন ভূমিকা নেবে, তা আগে থেকে ঠিক করেনি। তখন পর্যন্ত জিন্নাহর প্রতি সাধারণ মানুষের ছিল অন্ধ ভক্তি। তাই তাঁর কথার প্রতিবাদ করা ছিল কঠিন। তারপরও কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একই ভাষা উচ্চারণ করলে ছাত্রদের কয়েকজন 'নো নো' বলে প্রতিবাদ জানান। জিন্নাহ সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থেকে তাঁর বক্তব্য চালিয়ে যান।

সেদিন সন্ধ্যায় জিন্নাহ সাহেব সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাশেম, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখ। জিন্নাহর সঙ্গে তাঁদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। সঙ্গে করে নিয়ে আসা স্মারকলিপিটিও তাঁরা গভর্নর জেনারেল জিন্নাহকে দিয়ে আসেন।

এরপর জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও ডাকসু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে অমুসলিম ছাত্র থাকায় জিন্নাহ আর মুখ খোলেননি। তিনি শুধু মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গেই বৈঠক করতে চেয়েছিলেন। তাহলে কি সে সময় জিন্নাহ তাঁর অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়ার অঙ্গীকার থেকে সরে এসেছিলেন?

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

পরীর মত ফুটফুটে শিশু মেয়েটি এসে আমার হাতে একটা ঘড়ি দিয়ে বলল, 'ঘড়িটা তোমার। ফেলে এসেছিলে। হারিয়ে ফেলো না, রেখে দাও!'

দুবাই বিমানবন্দরে এমন একটা ঘটনায় হচকিয়ে গেলাম আমি। কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, মেয়েটি মুখে স্বর্গীয় হাসি ধরে রেখে দৌড়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ আগে আমি ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম, তবে হাতঘড়ি ফেলে আসিনি। এখনও রাডো ঘড়িটা ডান হাতের কব্জিতে ঝুলে আছে। কিন্তু যে ঘড়িটা মেয়েটি দিয়ে গেল, এটাও আমার। একসময় এই সিকো ফাইভ ঘড়িটাই ছিল আমার অহংকার। বা বলা যায়, আমার প্রেম। আমার জন্মদিনে ঘড়িটা উপহার দিয়েছিল অপ্সরা। তিরিশ বছর আগের কথা! ঘড়িটা একদিন অপঙ্গরাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। ওর বিয়ের দিন ঘড়িটা ফিরিয়ে দিয়েছি। ঐ সময় ওকে বলেছিলাম, 'আমার জীবন থেকে তোমার নাম ও স্মৃতি মুছে ফেলতে না পারলে কীসের পুরুষমানুষ আমি! প্রবঞ্চকদের আমি ঘৃণা করি!'

অপ্সরার ঘড়ি তিরিশ বছর পর বিমানবন্দরে ফিরে এলো কেন? প্রশ্নটা আমাকে কাঁপিয়ে দিল। ভেতরে সেকি তোলপাড়! আমি দ্রুত পা বাড়ালাম। শিশুটিকে পেলাম। ও একটি ওয়েটিং এরিয়ার চেয়ারে বসে আছে। ওর পাশে মধ্যবয়স্ক এক নারী। এগিয়ে গেলাম। শিশুটি আমাকে দেখেই ফিক করে হাসলো। আমি দেখলাম মধ্যবয়স্ক রমণীটাও ফিক করে হাসছে। আমার দৃষ্টি আটকে গেল অপন্সার চোখে, হাসিতে উদ্ভাসিত ওর মুখে। আমি হতভম্ব! তিরিশ বছর পর অপ্সরার সঙ্গে দেখা। অপ্সরা আমাকে দেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,

'তিতলি হচ্ছে আমার নাতনী। তোমাকে দেখে ভাবলাম, আমি সামনে দাঁড়ালে ফের অভিশাপ দেবে। তাই নাতনীকে কথা শিখিয়ে ঘড়িটা পাঠিয়েছি। জানি, চমকে যাবে। চমকে গিয়েছো তো?'

আমি কিছু বলতে পারি না। বুকের ভেতরে ঝড় বইছে। এই ঝড় সৃষ্টির, নাকি প্রলয়ের তা জানি না। ঝড়টা জয়ের নাকি পরাজয়ের, তাও জানি না। কান্নার নাকি আনন্দের, এটাও বুঝতে পারছি না। বড় অদ্ভুত জীবন! যাকে ঘৃণা করে যাব আজীবন-এমনটাই ভেবে বসে আছি। এখন তার মুখের মুচকি হাসিটা কীযে ভাল লাগছে! অস্ফূট কণ্ঠে বললাম,

'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি। ঘড়িটা ফিরিয়ে দিয়েছিলে। সেই থেকে আমি ঘড়িটা নিজের সঙ্গে রাখতাম। হাতছাড়া করিনি কোনদিন। সবসময় মনে হতো ঘড়ি নয়, তুমি আমার সঙ্গে আছো। আজ ফিরিয়ে দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এই ঘড়িটা পড়ে থেকো। তাহলে আমার কথা মনে পড়বে '

বলেই অপ্সরা মিষ্টি করে হাসলো, সেই আগের মতো! আমি নিজের ভেতরে তুমুল বৃষ্টিপাতের মত ঝরতে থাকি। নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করি। চোখে কঠিন দৃষ্টি ফুটিয়ে বলি,

'তোমার কথা আমি মনে করতে যাব কেন? জানোই তো আমি তোমাকে ঘৃণা করি!'

'তা জানি। ঘৃণা করতে গেলেও তো আমার মুখটা স্মরণে আনতে হবে, তাইনা ?'

'তোমাকে আমি স্মরণ করতেও চাই না!'

কথাটা বলেই আমি রাগে মুখ ফিরিয়ে যে ই হাঁটতে যাব, পেছন থেকে অপ্সরা বলল,

'তুমি উল্টোদিকে যাচ্ছো। নিউইয়র্কের ফ্লাইট ঐদিকে!'

রাগলে আমার মাথা ঠিক থাকে না। আমি দেখলাম উল্টোদিকে যাচ্ছিলাম। আমি ঘুরে বললাম,

'আমি কোনদিকে যাব, এটা আমার ব্যাপার। আগেও তুমি বলতে আমি নাকি উল্টোদিকে হাঁটি। ওসব কথা আর বলবে না !'

'ঠিক আছে আর বলব না। তবে চোখের সামনে ভুল করলে তো না বলেও থাকতে পারি না।'

'আচ্ছা। যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আর কথা বলতে চাই না।'

কথাটা বলে অকারণে দাঁড়িয়ে থাকি। অপ্সরা বলল,

'যাও। তবে যাবার বেলায় একটা কথা বলতে পারি?'

'কী কথা? তিরিশ বছর পর কী কথা বলার আছে?'

'তুমি তো অনেকবছর হল নিউইয়র্ক শহরে থাকো। আমি যাচ্ছি এই প্রথমবার। আমার মেয়ে ও মেয়ের জামাই আর তিতলি থাকে তোমাদের শহরে।'

'তোমার মেয়ে আর ওর স্বামী এখন কোথায়?'

'ওরা গিয়েছে কফিশপে। আমি আর তিতলি এখানে বসে আছি।'

'আর কিছু কি বলবে?' জানতে চাইলাম।

অপ্সরা বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে নিউইয়র্ক শহরের সেন্ট্রাল পার্কটা ঘুরে ঘুরে দেখার। কাল ভ্যালাইন্টাইন ডে। তোমার কী সময় হবে? আমাকে নিয়ে যদি সেন্ট্রাল পার্কে একটু ঘুরতে।'

আমার রাগটা ফের বেড়ে যায়। এতোবছর পর কী ধরনের প্রস্তাব দিল অপ্সরা? বিয়ে করবে একজনকে, আর সেন্ট্রাল পার্কে ঘুরবে আমার সঙ্গে। কী আবদার! আমি বলি,

'তা তোমার স্বামী কই? আমার সঙ্গে পার্কে ঘুরতে চাচ্ছো কেন? আমি কিন্তু তোমাকে ঘৃণা করি, কথাটা ভুলে যেও না!'

আমার কথা যেন গ্রাহ্য করলা না অপ্সরা। ম্লান হেসে বলল, 'আমার মেয়ের জন্মের দু'বছর পর এক সড়ক দূর্ঘটনায় তিনি মারা যান। অভিশাপ হয়তো লেগেছে। কার অভিশাপ লাগতে পারে, আমি জানি।'

এ কথায় আমি একটু বিব্রতবোধ করি। বলি,

'আমি এমন অভিশাপ দেইনি মানে এমনটা ক্ষতি কামনা করিনি।'

'ঘৃণা যখন করতে পেরেছো, ক্ষতি কামনা করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'না না, সত্যি বলছি। দুঃখিত, তোমার সঙ্গে আমার দুর্ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। আচ্ছা, আমি এখন যাই।'

এ কথা বলে আমি অপ্সরার সামনে থেকে সরে আসি। পেছনে ফিরে তাকাই না। অপ্সরা কি আমার চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে আছে? ভাবতে থাকি। ফ্লাইটে কি ওদের সঙ্গে ফের দেখা হবে? আমার সিটটা কি ওদের সিটের কাছাকাছি পড়বে? যাকে ঘৃণা করে আসছি, তাকে নিয়ে একরাশ ভাবনা মনে পেখম ছড়িয়ে যাচ্ছে। মানুষের মন বড় অদ্ভুত! আমার চোখের সামনে সেন্টাল পার্কটা ভেসে উঠে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় জলরাশি!

শীতকালটা এমনই, দুপুর না পড়তে শেষবিকেলের আমেজে মজে যায়। তবে আজ প্রকৃতি জুড়ে ফাগুনের গুণগুণ হাওয়ার কমতি নেই। এমন আদৃত প্রকৃতিস্পর্শ গায়ে জড়িয়ে আমরা ব্যাসিলিকা অফ সেন্ট ভ্যালেন্টাইন'এ অর্থাৎ বিশ্বজুড়ে ভালোবাসা দিবসের উপলক্ষ যাকে ঘিরে সেই সেন্ট ভ্যালেন্টাইন'র সমাধিস্থলে পৌঁছে যাই। প্রবেশদ্বারে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ি! গায়ের লোমগুলো সকলে একত্রে যেন কচিধানের চারার মতো জেগে উঠল! জায়গাটির সর্বত্র কেমন জানি এক রোমাঞ্চকর অথচ কবর-নিস্তব্ধতার আবহে ঢেকে আছে! দূর থেকে শাদা ধবধবে গির্জাটি চোখে পড়ল। সমাধিস্থলকে গির্জা করা হয়েছে' সে ইতিহাস অনেকের মতো আমিও জেনেছি। তারপরও কেমন যেন এক অব্যাখ্যায় অনুভূতি আমাকে যেন একটু বেশিই কাবু করে ফেলল!

গির্জার চারপাশে প্রচুর গাছগাছড়া, সেসবও নৈঃশব্দ্যের ভারি চাদরে ঢাকা! জনশূন্য! তবে একটু আগে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনেছি,হয়তো প্রার্থনার-সময় হয়েছে। প্রবেশদ্বারে, অতি প্রাচীন কারুকাজের নকশা আমাকে দলছুট হয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াতে উৎসাহ যোগাল। আমার যা অভ্যাস; প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের ভাঙ্গা দালানকোঠা, ইটসুরকি হাত বুলিয়ে স্পর্শ না করলেই নয়! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদ্যপ্রান্ত পরখ করতে,নিজেকে সেইসময়ের একজন আবিষ্কার করি, অবর্ণনীয় সেই জগতের কল্পবিলাস!

আমরা ক'জন দল বেঁধে এসেছি। বাকিরা অভ্যাস মতো আমাকে ফেলে হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে! অবশ্য আমার স্বভাবচরিতে তারা বহুকাল ধরে অভ্যস্ত। আমাকে নড়াবার সাধ্য কার, যতক্ষণে তৃপ্ত না হই! এরপর প্রবেশদ্বার ঠেলে ভেতর-পথে পা বাড়াই। পথের দু'পাশে সারি সারি ওক গাছ, যারা পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে গির্জার সন্মুখপ্রান্তে। শান্ত কোমল হাওয়ার তালে তালে পথের দু'পাশের গাছের পাতা ঝিরঝিরিয়ে দুলছে। সবে সূর্য ডুবেছে এখনো তার কমলারঙের আবেশ জংলীশাড়ির আঁচলের মতো ছোপ ছোপ পশ্চিম আকাশজুড়ে রয়ে গেছে। এমন পথ-প্রকৃতির মাঝে অবলীলায় হেঁটে যাওয়া যায় হাজার বছর ধরে। এমনটা ভাবতে,আবার পা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে! পথের একপাশে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের মূর্তি! যা অতি স্বাভাবিক কিন্তু দাঁড়ানো ভাস্কর্য দেখে অভ্যস্ত আমি, কফিনে শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে ভাস্কর্যে বিস্মিত হই!

এমন সময় জাভেদ মুচকি হেসে, ধীর পায়ে খানিকটা ডানদিকে হেলে এমন ঢংগে সে সবসময় হাঁটে, উল্টো পথ ধরে আমার দিকে এগিয়ে আসে! আমি এমনতর চমকে, কেঁপে উঠি! কিন্তু জাভেদ খুব স্বাভাবিক, যেন সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের সমাধিপাশে আমাদের হাত ধরে দাঁড়াবার যে প্রতিজ্ঞা ছিল,তা সে কোনো অজুহাতে ভুলে যায় নাই! আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে,তার পাশাপাশি হেঁটে এগিয়ে যাই। পথের ডানপাশে বিস্তর আমন্ড বাগান। গাছ ভর্তি গোলাপিরঙের অজস্র ফুলেরঝার, হেলেদুলে বাদুরঝুলা ঝুলে আছে। মৃদু গন্ধে চারপাশটা ম ম করছে। আমি বাগানের দিকে এগিয়ে গেলে জাভেদ একটি ফুলেরঝার আমার খোলাচুলের ক্লিপে গোঁজে আর আমাদের আমন্ড গাছটির কথা জানতে চায়।

ভ্যালেন্টাইনের সমাধি পাশে তার বন্ধু কিংবা প্রেমিকা জুলিয়া, একটি গোলাপিফুলে ভরা আমন্ড গাছ লাগিয়েছিল। এবং সেই থেকে আমন্ডগাছ স্থায়ী প্রেম ও বন্ধুত্বের প্রতীক হয়ে বেঁচে আছে। অনেক বছর আগে জাভেদ আমাকে একটি আমন্ড গাছ উপহার দেয়। গাছটি আমার বাড়ির উঠোনের দক্ষিণকোণায় যত্ন করে লাগাই। প্রতিদিন সকাল-বিকাল গাছটির পরিচর্যার কমতি করিনি কিন্তু একদিন সকালে দেখি গাছটি মরে মাটির সাথে নুয়ে আছে! পরিষ্কার মনে আছে, আমি স্বজন হারানো শোকের মতো মর্মাহত হয়েছিলাম। এরপর বহুবার ভালোবাসার প্রত্যাশায় আমন্ড পুঁতেছি বাড়ির উঠোনে, অপেক্ষায় থেকেছি কিন্তু এজীবনে আমন্ডগাছ আমার বাড়ির উঠোনে বেড়ে উঠেনি। আমি জাভেদের কথার উত্তর না করে, চোখেরকোণে জমে থাকা পানি লুকাতে, চুপচাপ সম্মুখে ফুলভরা আম্নড গাছের দিকে তাকিয়ে থাকি।

এমন সময় অনেকটা গায়েবী আওয়াজের আদলে গির্জার ভেতর থেকে সমস্বরে প্রার্থনার আওয়াজ ভেসে আসে। সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ হয়, সে-ফাঁকে যুতমতো আঁধার জমেছে গির্জার আশেপাশে ঝুপঝারে। আমরা হেঁটে গির্জার সামনের দিকে এসে দাড়াই। ধবধবে শাদা রঙের গির্জার গায়ে খোঁদাই করা সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের অবয়ব-মূর্তি। উঠোনের চারপাশে নানান রঙের গোলাপঝার এসব গাছের ফাঁকফোঁকরে আমন্ড গাছগুলোও বেশ সরব হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আম্নড গাছের শাখাপ্রশাখায় ঝুলে আছে- ভালোবাসার হৃদয়চিহ্ন আঁকা অসংখ্য ধাতব কাগজ। ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে অনেকে গুঁজে রেখে যায় এসব স্মৃতিচিহ্ন। কুয়াশার সূক্ষ্ম চাদর নিংড়ে অস্পষ্ট আলো সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের মূর্তিটিকে বিমূর্ত করে তুলেছে। আমরা দু'জন অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে ভাবনায় জগতে ডুবে যাই,- প্রকৃত বিশ্বাস বোধহয় এমনই হয়। খ্রিষ্টধর্মের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলেই মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর শাস্তিকে বরণ করে নিতে এতটুকু দ্বিধা করেননি সেন্ট ভ্যালেন্টাইন। অথচ চাইলেই প্রিয় জুলিয়াকে নিয়ে নির্ভারে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন! সম্রাট ক্লাডিয়াস সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে তার ধর্ম মেনে নিতে আহ্বান জানান এবং বিনিময়ে মৃত্যুদন্ডের মতো শাস্তি উহ্য করার প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু সেন্ট ভ্যালেন্টাইন শেষ পর্যন্ত তার বিশ্বাসে অটল ছিলেন!

আমরা গির্জার ভেতর শব্দহীন পায়ে ঢুকে পড়ি! আজ বোধহয় বিশেষ কোন প্রার্থনা আছে মানুষজনে ভরা। জাভেদ ভেতরে বিছিয়ে থাকা বেঞ্চের এককোণে বসে পড়ে এবং প্রাইমারি স্কুলে বন্ধুর জন্যে জায়গা রাখতে পাশের জনকে কনুইয়ের গুঁতায় সরিয়ে দেওয়ার আদলে তার পাশের জায়গাটি আমার জন্যে খালি করে, আমি তার পাশে বসি। গির্জাটি আহামরি বড় নয়, ভেতরে গোটাপঞ্চাশ লোকের বসার ব্যবস্থা হয়তো; তাদের মধ্যে বেশিরভাগ চুপচাপ হবার ভঙ্গিতে বসে আছে,এরা পর্যটক। বাকিরা প্রার্থনারত। গির্জার ভেতর কৃত্রিম আলোর স্বল্পতায় দেয়ালগাঁথা চিত্রকল্পগুলো ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে না। আমি আলগোছে আসন ছেড়ে দেয়ালের কাছে এগিয়ে যাই এবং দেয়ালে ভেসে থাকা চিত্রকল্প,দেয়াললিখনে মনোযোগ দিই। দেয়ালের গায়ে হাত রাখি, কতোকাল আগে এসব লেখা হয়েছে কে জানে! দেয়াল চিপড়ে বেরিয়ে আসে সেসব দিনের অজস্র দীর্ঘশ্বাসময় ইতিহাস! ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ২৭০ খ্রিষ্টাব্দে, ১৪ ফেব্রুয়ারি। এরপর তাকে এইস্থানে সমাহিত করা হলে তাকে ঘিরে গির্জাটির পত্তন ঘটে। ইতিহাসে ঋদ্ধ সমৃদ্ধ হয়ে আছে এই ভূমি। আমি স্বভাবমতো বর্তমান ভুলে সেসময়ে চলে যাই! এভাবে কতোক্ষণ কেটে গেছে, খেয়াল নেই! চেতন ফিরতে তাকিয়ে দেখি-মানুষশূন্য গির্জার ভেতর আমি একা! আবছায়া আঁধার এবং আগরবাতির ধোঁয়ায় কক্ষটিতে অন্যজগতের আবহ তৈরি হয়েছে। আমি ভয়ে জমে ওঠি! দু' হাত বাড়িয়ে জাভেদকে খুঁজি কিন্তু কেউ কাছেধারে নেই! চোখ কচলে আঁধার ঠেলে দরজার পাশটাতে ফিরতে জাভেদের সাথে দেখা হয়! সে চুপিসারে আমার হাত ধরে সিঁড়ির কাছে নিয়ে আসে। লম্বা আলখেল্লা পরা পাদ্রী উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে! আমরা নীরবে তাকে পাশ কাটিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াই।

বাইরে রূপালী আলোর বন্যা বইছে! এত আলোময় চারপাশ! একটু আগেও যা আঁধারে ঢেকে ছিল,এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার! আজ কি পূর্ণিমা! জাভেদ আমার কথায় মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকায়। এতক্ষণে আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাই। ঘোরলাগা এক অপার্থিব-সৌন্দর্যে ডুবে আছে জাভেদ! চোখে নীলআলোর উজ্জ্বল এক আভা। আমি মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখি! ও হেসে ওঠে আমার প্রশ্ন শুনে, মুখে বলে-পূর্ণচন্দ্র। এবং অভ্যস্ত স্বভাবে বুকপকেট হাতড়ে মুঠো ভর্তি করে বের করে আনে আমার প্রিয় ফুলের, উজ্জ্বল বেগুনি রঙের পাপড়িগুলো! আমি অভ্যাসমতো দু'হাত বাড়িয়ে দিতে আমার হাতের মুঠো ভরিয়ে দেয়।

সেসময়ে আমার দলের ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘুরে তাকাই। এবং জাভেদ সে সুযোগে উধাও হয়ে যায়। এমন করে সে হারিয়ে গিয়েছিল বিশ বছর আগের এইদিনে। সেদিন আমি এবং জাভেদ বেশ রাত করে রিকশা করে ফিরছি। একটি ট্রাক কোথা থেকে এসে রাস্তার সাথে মিলিয়ে দিয়ে গেল জাভেদকে! প্রত্যক্ষদর্শীদের জবান মতে, আমি ট্রাকের দুচাকার ফাঁকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম!

রাত তখন ১১টা। ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি। হঠাৎ একটি অপরিচিত নম্বর থেকে কল এলো। কিছুটা দ্বিধা নিয়ে রিসিভ করলাম।

'কেমন আছো?'

'আপনি কে?'

উত্তর শুনে আমি চমকে উঠলাম। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো পরিচিত এক কণ্ঠস্বর—ইফতিখার।

শৈশবে স্কুল ছুটি হলেই গ্রামের নানাবাড়িতে চলে যেতাম। সেখানকার মাটির তৈরি বাড়িঘর, সবুজ শ্যামল ক্ষেত-খামার এবং সহজ-সরল জীবনযাপন ছিল আমার ভীষণ প্রিয়। মাটির ঘরগুলো গ্রীষ্মে শীতল ও শীতে উষ্ণ থাকত। মাটি, বাঁশ, খড়কুটো, কাঠ, গোলপাতা, হোগলার পাতা কত কি দিয়ে তৈরি হতো এসব ঘরবাড়ি। গ্রামের পথে কাঁঠাল-আমের বাগান, খড়ের ছাউনি আর মাটির চার দেয়ালের ভেতর আমি আর মামাতো ভাই ইফতিখার-খুনসুটিতে কাটিয়েছি শৈশব-কৈশোর।

সে ছিল খুব শান্ত ও চুপচাপ স্বভাবের, আর আমি চঞ্চল। আমি নানাবাড়ি গেলে তার যেন ঈদের আনন্দ লাগতো। তবে বড় হওয়ার সাথে সাথে শহরের ব্যস্ত জীবনে তার সাথে যোগাযোগ কমে যায়, তবে নানাবাড়িতে গেলে দেখা হতো। লক্ষ্য করতাম, সে কখনো আমার চোখে সরাসরি তাকাতো না। এ নিয়ে মাঝেমাঝে মজা করতাম। বলতাম, 'আয় তোকে বিয়ে করি।' সে লজ্জা পেত।

আমার বিয়ের দিন সে এসেছিল। হাতে একটি ছোট কৌটার মতো কিছু নিয়ে। আমাকে ডেকে বলল, 'নীলা, তোমার জন্য এনেছি।' খুলে দেখলাম, একটি সুন্দর সোনার আংটি। সাথে একটা ছোট চিঠি।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ইফতিখার কখনো আমার চোখে চোখ রাখতে সাহস করেনি। সেদিনও করেনি। শুধু বলেছিল, 'সাহস পাইনি। আজ তোমার জীবনের বিশেষ দিনে না বলে থাকতে পারলাম না।'

ভীষণ মন খারাপ হলো। সেদিন মনে হলো, হয়তো খুনসুটিতে আমার মনেও তার জন্য একটা অন্যরকম ভালো লাগা তৈরি হয়েছিল, যা সময় ও সুযোগের অভাবে বুঝতে পারিনি। তা না হলে কেন কবুল বলতে গিয়ে আঙুলের ডগায় তার আংটিটি শক্ত করে চেপে ধরছিলাম? কেন আটকে যাচ্ছিল শব্দ!

ইফতিখার কল করেছিল গত রাতে। ২৫ বছর পরও সে একই স্বভাব ধরে রেখেছে, চুপচাপ ও শান্ত। জানতে চাইলাম, 'বিয়ে করোনি কেন?'

ওপাশ থেকে কোনো উত্তর আসেনি। শুধু বলল, 'তোমাকে মনে পড়ে।'

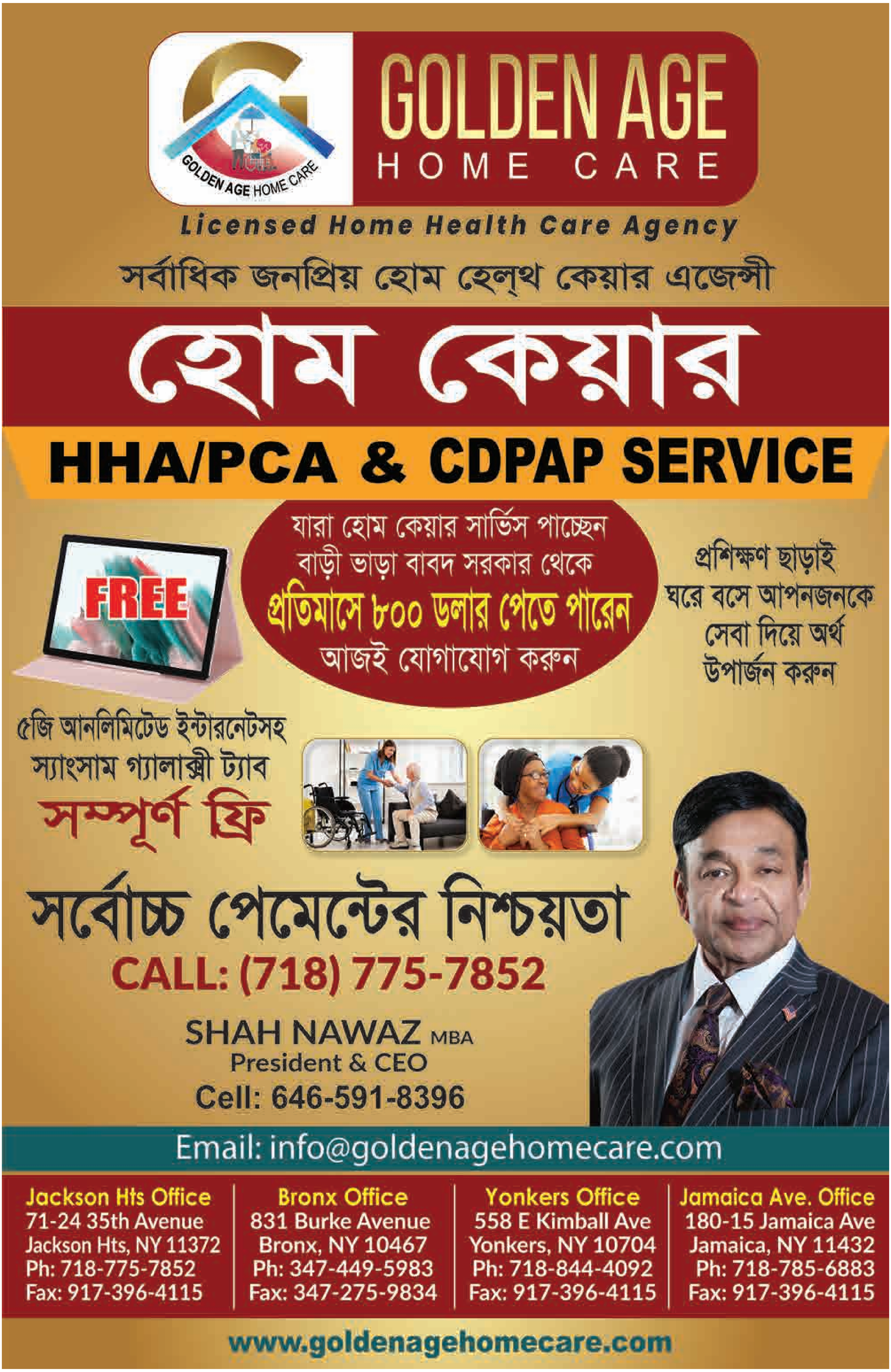
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
20 February 2025, Thursday, Issue 414

বৃহস্পতিবার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ২১ শাবান ১৪৪৬

উনবাঙালের বইমেলা আয়োজন উপলক্ষে সভা

উনবাঙালের বইমেলা ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি, বিশ্বজিৎ সাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া

নিউইয়র্ক

মুক্তধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাংশ আলাদা হয়ে নতুন মেলার আয়োজন করছে।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের বাংলা সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা। তবে এবার একই শহরে উনবাঙাল নামে একটি সাহিত্য ও শিল্প সংগঠন সম্পূর্ণ নতুন করে অমর একুশে বইমেলা আয়োজন করছে। এই পৃথক আয়োজনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য ও টানাপোড়েন প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও উনবাঙালের আয়োজকরা কোনো বিভক্তি হয়নি বলে দাবি করলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কর্ণধার বিশ্বজিৎ সাহা।

জানা গেছে, গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন নিউইয়র্কে বাংলা বইমেলার আয়োজন করে আসছে। তবে এ বছর মুক্তধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাংশ আলাদা হয়ে নতুন মেলা আয়োজন করেছে। উনবাঙাল আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা আগামী ২১ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের ইলহাম একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন তাদের ৩৪তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা আগামী ২৩ থেকে ২৬ মে পর্যন্ত জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে।

উনবাঙালের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আমরা মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের শীর্ষ নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি, আমাদের লক্ষ্য বিভক্তি নয়, বরং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া। তারা বলছেন, ঢাকার সাথে মিল রাখার জন্যই এই পৃথক আয়োজন। তবে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের বিশ্বজিৎ সাহা দাবি করে বলেন, আমরা এখনও পর্যন্ত কোনো আমন্ত্রণ পাইনি। এই বিভক্তি দুঃখজনক, তবে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনই নিউইয়র্কে বাংলা বইমেলার মূল ঐতিহ্য বহন করে আসছে।

প্রবাসী লেখক ও সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা বলছেন, নিউইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটিতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব অনেক বেশি। বইমেলা সেই আবহকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। তবে এবারের দুইটি পৃথক বইমেলা আয়োজনের ফলে পাঠকদের বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। মুক্তধারার বইমেলা দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বহন করলেও উনবাঙালের নতুন আয়োজন কতটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে, তা সময়ই বলে দেবে।

এদিকে, গত সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন করে উনবাঙাল। এতে জানানো হয়, জ্যামাইকার প্রাইভেট স্কুল ইলহাম একাডেমিতে আয়োজিত এ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে ২১ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫টায়। মেলার উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক মনজুর আহমদ। তিন দিনব্যাপী এ মেলা চলবে ২১ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

রেকর্ড উচ্চতায় আমেরিকানদের ক্রেডিট কার্ড ঋণ

রোকেয়া দীপা

আমেরিকানদের পরিবারের ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, যা এখন ১৮.০৪ ট্রিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে রয়েছে ক্রেডিট কার্ড, মর্টগেজ, গাড়ির ঋণ এবং শিক্ষাঋণ। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের শেষ তিন মাসে মোট ঋণ ৯৩ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে, যার প্রায় অর্ধেকই নতুন ক্রেডিট কার্ড ঋণ।

বর্তমানে আমেরিকানদের মোট ক্রেডিট কার্ড ঋণের পরিমাণ ১.২১ ট্রিলিয়ন ডলার, যা এক নতুন রেকর্ড।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সাবেক ডিবিপ্রধান হারুনের ৫ বাড়ি, জমি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ

ঢাকা ডেস্ক

হারুন অর রশীদ

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক ডিবিপ্রধান ও যুগ্ম কমিশনার হারুন অর রশীদের ১০০ বিঘা জমি, ৫টি বাড়ি ও দুটি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এই নির্দেশ দেন।

আদালত একই সঙ্গে হারুনের নামে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সিলেটের প্রথম শহীদ মিনার

নির্মানের পেছনের মানুষ হায়দার হোসেন চৌধুরীর সাথে একদিন

রোমেনা রোজী

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, বাংলা ১৩৫৯ সালের ৮ই ফাল্গুন অনেক ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবী পরিপূর্নতা পায়।

সিলেট সরকারী কলেজে ঢুকতেই হাতের বামদিকে ছোট্ট গেইটের ভেতর চোখে পড়বে কালো রঙের ৮ আর লাল রঙের ই দিয়ে তৈরী সিলেটের প্রথম শহীদ মিনার '৮ই'। এই শহীদ মিনারটির নকশাকার হায়দার হোসেন চৌধুরী, সিলেট সরকারী কলেজ তৎকালীন এমসি কলেজেরই একজন ছাত্র। শহীদ মিনারের গেইটে ঢুকে এপিটাফে সিলেটের প্রথম শহীদ মিনারের নকশাকার হিসেবে হায়দার হোসেন চৌধুরী মুক্তা'র নাম খোদাই করা আছে।

১৬ ফেব্রুয়ারি ৩ ফাল্গুন হায়দার হোসেন চৌধুরীকে নিয়ে তাঁরই নির্মিত শহীদ মিনার '৮ই' তে গিয়ে শুনেছিলাম নির্মানের পেছনের গল্প।

১৯৬০ সাল, হায়দার হোসেন চৌধুরী স্কুল পড়ুয়া এক কিশোর। পড়তেন সিলেটের দি এইডেড হাইস্কুলে। ঢাকায় বেড়াতে গিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে নগ্ন পায়ে প্রভাতফেরির মিছিলের সাথে গেলেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে। ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন হায়দার হোসেন চৌধুরীর কিশোর মনে দাগ কেটেছিল, সিলেটে তো এইরকম কোন স্থাপনা নাই। তখন কোন শহীদ মিনার ছিলো না সিলেটে। মেডিকেল স্কুলের ছেলেরা নগ্ন পায়ে প্রভাতফেরির মিছিল নিয়ে রিকাবীবাজার থেকে বন্দরবাজারে গিয়ে কোর্টপয়েন্ট ঘুরে আবার চলে আসতেন। 'ভুলবো না ভাই ভুলবো, রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবোনা' এই শ্লোগানে কিশোর হায়দার হোসেন চৌধুরীও অনেকবার গিয়েছেন প্রভাতফেরির সেই মিছিলে।

স্কুল পেড়িয়ে ভর্তি হলেন সিলেট এমসি কলেজে, বর্তমানের সরকারি কলেজ। কিশোর মনে যে দাগ কেটেছিল সিলেটে শহীদ মিনার না থাকা নিয়ে, কলেজে এসেও সেই অনুভবটা প্রবলভাবে আলোড়িত করছিল তাঁকে। মনের সেই তাগিদ থেকেই ১৯৬৭ সালে শহীদ দিবসের আগে হায়দার হোসেন চৌধুরী কলেজের প্রিন্সিপাল আব্দুল আজিজ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com